পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1495, Saturday, October 15, 2022 *FREE* www.parichoy.com

বাংলাদেশে ক্ষমতায় যেন দায়িত্বজ্ঞানহীন কেউ না আসে -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- ■ নোবেলজয়ী ইউনূসের বিরুদ্ধে নিপীড়ন বাড়িয়েছে বাংলাদেশ : ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন - ৫ম পাতায়
- ■ তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত কম দাম পায়-৫ম পাতায়
- ■ দ্রুত তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়নের ‘সুসংবাদ’ দিলেন চীনা রাষ্ট্রদূত, কড়া নজর ভারতের-৫ম পাতায়
- ■ সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার ইঙ্গিত বাইডেনের-৬ষ্ঠ পাতায়
- ■ রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট ঢাকার, দিল্লি বিরত-৮ম পাতায়
- ■ রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোটে বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও আশঙ্কা-৮ম পাতায়
- ■ ‘ফেব্রুয়ারি-মার্চে শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণের কিস্তি ফেরত দেওয়া শুরু করবে’-৮ম পাতায়
- ■ র‍্যাবে মার্কিন সহায়তা বন্ধ ২০১৮ সাল থেকেই বলেছে যুক্তরাষ্ট্র-৯ম পাতায়
- ■ ‘গত ১০-১৫ বছরে নির্বাচন কমিশন তাদের সকল ওজন হারিয়ে ফেলেছে’ : সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার-১০ম পাতায়
- ■ বাংলাদেশে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা এফএওর-১২ পাতায়
- ■ বৈদেশিক আয় ব্যয়ের ঘাটতি বাড়ছে বাংলাদেশে- আইএমএফ’র প্রতিবেদন-১২ পাতায়

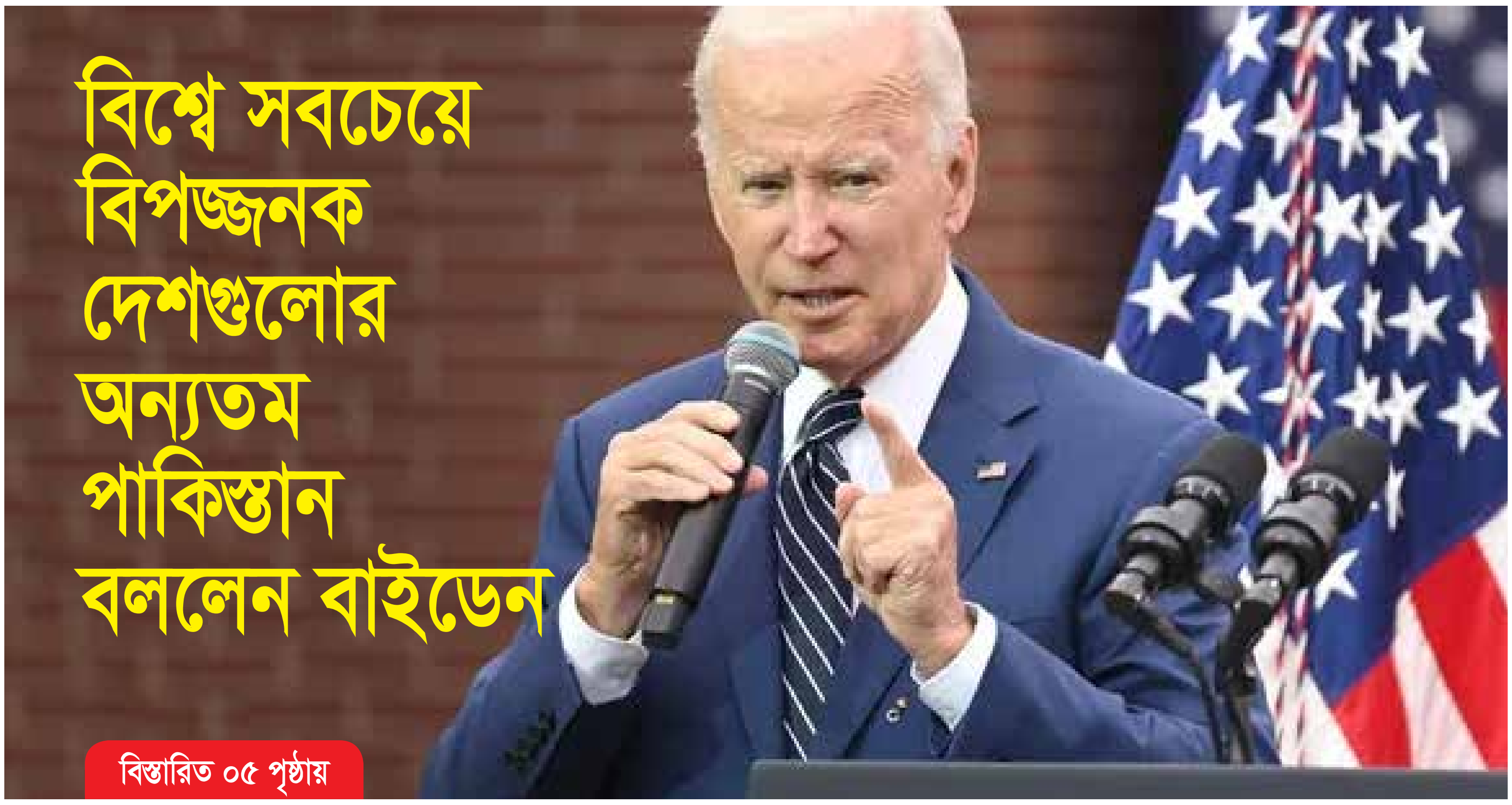

বিশ্বে সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশগুলোর অন্যতম পাকিস্তান বললেন বাইডেন

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

ক্যাপিটল হিলে হামলার শুনানিতে ট্রাম্প না এলে ব্যবস্থা

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights
NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica
NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx
NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook
NY 11741 Tel: 631-428-1901

খলিল বিরিয়ানী হাউজ
স্বাদ অসাধারণ
দেশীয় খাবারের সবটুকু
আয়োজন নিয়ে নতুন রূপে
Khalil's Food
Cooked By Certified Chef
Md Khalilur Rahman

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
● TAX (Federal & State)
● IMMIGRATION
● CORPORATION
● BUSINESS SERVICES
● CONSULTING
Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
MOINUL4@GMAIL.COM
Buy
Sell
Rent
Invest
MH
আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ী রক্ষা করতে সহায়তা করি।
Short Sale
[illegible]
Mega Homes Realty
[illegible]

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens ▪ Charge Offs ▪ Inquiries ▪ Collections
▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- **Selenium Automation Testing**
- **SQL Server Database Administration**
- **Business Analyst**

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship
for Bachelor's and Master's Degree as
PeopleNTech Alumni from
Partner University: www.wust.edu

WUST
Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC
Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department
Proprietary School
Licensed
Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us **1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)** **www.piit.us**

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
নিরাপদে থাকুন

Weekly Parichoy
Today at 23:45

নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।

See translation

পরিচয়

রুশ হুমকি হালকাভাবে নেওয়া যায় না বললেন সিআইএ প্রধান

রাশিয়া পরমাণু বোমা হামলা চালাবে, বিশ্বকে প্রস্তুত হতে বললেন জেলেনস্কি

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র অনড়

FAUMA INNOVATIVE

CORE CREDIT REPAIR

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বিশ্বে সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশগুলোর অন্যতম পাকিস্তান বললেন বাইডেন

ওয়াশিংটন ডিসি: সমন্বয় ছাড়াই পাকিস্তানের হাতে যেহেতু পারমাণবিক অস্ত্র আছে, তাই বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশগুলোর অন্যতম হতে পারে এ দেশটি। এমন মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তার এ মন্তব্যে পাকিস্তানে সরকার ও বিরোধী দলের নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তারা বাইডেনকে এ মন্তব্য প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, এ তথ্য ভিত্তিহীন। ক্ষমা চাওয়া উচিত বাইডেনের।গত ১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ডেমোক্রেটিক কংগ্রেশনাল ক্যাম্পেইন কমিটির রিসেপশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন জো বাইডেন। সেখানেই তিনি ওই মন্তব্য করেন। ১৫ অক্টোবর শনিবার এ বিষয়টি প্রকাশ পায়। জো বাইডেনের ওই ভাষণের একটি লিখিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে হোয়াইট হাউজের ওয়েবসাইটে।

এতে বলা হয়েছে, আমি মনে করি বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি দেশ হতে পারে পাকিস্তান। কোনো সমন্বয় ছাড়াই তাদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র আছে। পরিবর্তনশীল ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ মন্তব্য করেন বাইডেন। তিনি বলেন, বিশ্ব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। দেশগুলো তাদের মিত্রদের বিষয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করছে। প্রকৃতপক্ষে আমি মনে করি এবং প্রকৃত সত্য হলো- বিশ্ব আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এটা কোনো কৌতুক নয়। এমনকি আমাদের

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

বারানসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে হিন্দু-মুসলিম রক্তক্ষয়ী সংঘাত

বারানসী : একটি ছোট্ট শিলাখন্ড আর তাই নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাত। মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। বারানসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে কোনও দিন শিবমন্দির ছিল কিনা তাই নিয়ে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত চলছে। জ্ঞানবাপীর ওযুখানায় রাখা শিবলিঙ্গ সদৃশ শিলাখণ্ড নিয়ে যাবতীয় বিতর্ক। চার

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

নোবেলজয়ী ইউনূসের বিরুদ্ধে নিপীড়ন বাড়িয়েছে বাংলাদেশ - ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

ড. মুহাম্মদ ইউনূস যখন ২০০৬ সালে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, তখন দেশবাসী এই বিজয়কে রাজপথে উদযাপন করেছেন। ১৯৮০ এর দশকে ছোট পরিসরে উচ্চ সুদে দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রবর্তন করেছিলেন ড. ইউনূস। তিনি এই পথের প্রবর্তন করায় বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষকে দারিদ্রতা থেকে তুলে আনতে সহায়ক হয়েছে। দেশে ও বিদেশে তিনি হয়ে ওঠেন বহুল প্রিয় নাম। কিন্তু দেশে বিষয়টি পাল্টে গেছে। বর্তমান বাংলাদেশে তাকে উদযাপন করার চেয়ে বেশি শিকারে পরিণত হতে হয়। এ মাসে তাকে নিজের ব্যবসার বিষয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে উপস্থিত হতে হবে দুর্নীতি দমন কমিশনে। তার সহযোগীদের ক্রমবর্ধমান তালিকার সঙ্গে তিনিও দেশত্যাগে বিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ার ঝুঁকিতে আছেন।

এক দশক ধরে তার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী যে প্রচারণা চালিয়ে আসছেন, সেই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ ঘটনা হলো দুর্নীতি দমন কমিশনে ড. ইউনূসকে উপস্থিত হতে সমন জারি। সরকার দাবি করে, তাদের লক্ষ্য হলো দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা। কিন্তু ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে তদন্ত এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, বাংলাদেশে একনায়কতন্ত্রের উত্থান ঘটছে।

যা দেশের নাগরিক সমাজের জন্য স্থান ক্রমশ সংকুচিত করছে। ড. ইউনূসের পরিণতি এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলাদেশে সামাজিক উদ্যোগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৭০ এর দশক থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমিক সরকারগুলো উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের মতো সংগঠনের কাজগুলোকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে এসে তারা উদ্বিগ্ন হতে

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

দ্রুত তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়নের 'সুসংবাদ' দিলেন চীনা রাষ্ট্রদূত, কড়া নজর ভারতের

ঢাকা: তিস্তা ব্যারেজ এলাকা পরিদর্শন করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং সহ তিন সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের দল। রোববার (৯ অক্টোবর) দুপুরে লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার তিস্তা ব্যারেজ এলাকা ও সেচ প্রকল্প পরিদর্শন করে তারা পুরো এলাকা ঘুরে দেখেন।

এ সময় লি জিমিং উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, "আমার আসলেই স্থানীয় জনগণের চাহিদা এবং কিসে তাদের ভালো হয় সেটা জানা দরকার। সেটাই আমার বা চীনের কাছে সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার পাচ্ছে। সত্যিকার অর্থে বিআরআই (চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ) একটি বড় প্রকল্প। আমাদের সব অংশীদারদের কাছ থেকে সব ধরনের অংশগ্রহণ দরকার। তিস্তা একটি বৃহৎ নদী, এটি খনন করতে পারলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমানের পরিবর্তন হবে। এটি বাংলাদেশে আমার প্রথম কাজ। যদিও এ প্রকল্প বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের, এরপরও এটি করবো।'

নদীটি খননের সম্ভবতা যাচাই করতেই তাদের দুইদিনের এই সফর

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত কম দাম পায়

ঢাকা: আন্তর্জাতিক ক্রেতারা ধারাবাহিকভাবে বৈশ্বিক গড় মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক পণ্য কিনছেন। কিন্তু বাংলাদেশের কিছু প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে কেনার সময় একই ক্রেতা বেশি দাম দিচ্ছেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রের (আইটিসি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

স্থানীয় তৈরি পোশাক উৎপাদনকারীরা অন্য দেশের সরবরাহকারীদের তুলনায় ক্রেতাদের কাছ থেকে ৩২ থেকে সর্বোচ্চ ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত কম দাম পান। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি তৈরি পোশাক উৎপাদনকারীদের একটি দীর্ঘদিনের দাবির সত্যতা প্রমাণ হলো। তারা প্রায়ই আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছ থেকে আশানরূপ দাম না পাওয়ার অভিযোগ করেন এবং ভ্যালু চেইনে আরও ওপরের দিকে যাওয়ার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন।

'দ্য গার্মেন্ট কস্টিং গাইড ফর স্মল ফার্মস ইন ভ্যালু চেইনস' নামে আগস্ট মাসে প্রকাশিত সমীক্ষা প্রতিবেদনে আইটিসি জানায়, একটি বিষয় উঠে আসছে সেটি হলো খুচরা বিক্রেতা ও ব্র্যান্ডদের উচিত পোশাক সরবরাহকারীদের ন্যায়সঙ্গত ফ্রি-অন-বোর্ড (এফওবি) মূল্য পরিশোধ করা, কারণ তারা প্রায়ই উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে পোশাক কেনেন।

প্রতিবেদন মতে,

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

'কে কি বললেন'

গাঁজা ব্যবহার কোনো অপরাধ হতে পারে না - প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে না - কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক।

'শকুনের দোয়ায় গরু মরে না, বিএনপির দোয়ায়ও সরকার পতন হবে না'-আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

সরকারের 'অন্যায় আদেশ' পালন করতে গিয়ে নিষেধাজ্ঞায় পড়েছে র‍্যাব - বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

Khalil Biryani House
MOROG POLAO
KACCHI BIRYANI
HANDI BIRYANI
BIDEN BIRYANI

JAMAICA BRANCH

GRAND OPENING

OCTOBER 19, 2022 WEDNESDAY | OPEN TO ALL

দোয়া মাহফিল

5PM TO 8PM EST

167-20 HILLSIDE AVENUE,
JAMAICA, NY, 11432

HEALTHY FOOD I HYGIENIC FOOD I CERTIFIED CHEF

100% GUARANTEE HALAL

DINE IN | DELIVERY | CATERING

+1 646-763-5073

ক্যাপিটল হিলে হামলার শুনানিতে ট্রাম্প না এলে ব্যবস্থা

ওয়াশিংটন ডিসি: ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তলব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সময় মিসিসিপি ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি বেনি থম্পসন বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তার কর্মের জন্য জবাব দিতে হবে। যদি তিনি এই সমন পেয়ে শুনানিতে না আসেন, তবে তিনি ফৌজদারি অভিযোগ এবং কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন। ক্ষমতায় থাকার জন্য তিনি যে লাখ লাখ আমেরিকানের ভোট ছুড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন তার জবাবও তাকে দিতে হবে।'

বৃহস্পতিবার কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটি মনে করে, ট্রাম্পের কারণেই ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলা হয়েছে।

এ বৈঠককে মনে করা হচ্ছে জানুয়ারি সিক্স তদন্ত কমিটির শেষ বৈঠক। ডেমোক্র্যাট দলের সাত সদস্য এবং রিপাবলিকান দলের দুই সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত। বৃহস্পতিবার সর্বসম্মতভাবে কমিটির সদস্যরা ট্রাম্পকে তলব করার সিদ্ধান্ত নেন। কমিটির চেয়ারম্যান ডেমোক্র্যাট রিপ্রেজেন্টেটিভ বেনি থম্পসন বলেন, ট্রাম্পকে তলব করা হলে তাকে ক্যাপিটল হিলে তার সমর্থকদের হামলার বিষয়ে শপথের আওতায় তথ্য উপাত্ত ও সাক্ষ্য দিতে হবে।

এছাড়া, হামলা ঠেকানোর বিষয়ে তিনি কী করেছিলেন সে সম্পর্কেও ট্রাম্পকে বলতে হবে। গণতন্ত্রের জন্য নিহত পুলিশ সদস্যদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। কোটি কোটি মানুষের দেয়া ভোট ছুঁড়ে ফেলে তিনি জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন- সে সম্পর্কেও ট্রাম্পকে জবাবদিহি করতে হবে। ধারণা করা হচ্ছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কমিটির তলবের চিঠি ট্রাম্পের হাতে পৌঁছে যাবে এবং কমিটিতে হাজির হওয়ার জন্য সাবেক প্রেসিডেন্টকে একটি নির্দিষ্ট তারিখ দেয়া হবে।

সাক্ষ্য দিতে ট্রাম্পকে সমন জারি করবে কংগ্রেস কমিটি

ওয়াশিংটন ডিসি: ক্যাপিটল হিল দাঙ্গার ঘটনায় সাক্ষ্য দিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আইনি সমন জারি করবে কংগ্রেসের তদন্ত কমিটি। মার্কিন কংগ্রেসের যে কমিটি ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির এ দাঙ্গার ঘটনা তদন্ত করছে, তারা গতকাল বৃহস্পতিবার ট্রাম্পকে সাক্ষ্য দিতে সমন জারির পক্ষে ভোট দেয়।

৯ সদস্যের এ প্যানেলে ৭ জন ডেমোক্র্যাট ও ২ জন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা রয়েছেন। ক্যাপিটল দাঙ্গার বিষয়ে নথিপত্র প্রদান ও সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সাবেক রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সমন জারির পক্ষে ভোট পড়ে নয়টি। অর্থাৎ প্যানেলের সব সদস্য সমন জারির পক্ষে ভোট দিয়েছেন। প্যানেলের সদস্য মিসিসিপির ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি বেনি থম্পসন বলেন, 'তাঁকে (ট্রাম্প) তাঁর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জবাব দিতে হবে।' আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ট্রাম্পকে সমন জারি করা হতে পারে। সমন প্রতিপালনে তাঁকে সময় বেঁধে দেওয়া হবে।

ট্রাম্প যদি এ সমন প্রতিপালন না করেন, তাহলে তিনি ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। তিনি এ অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর কারাদণ্ড হতে পারে। তদন্ত কমিটির ভাইস চেয়ারওম্যান ও ওয়াইমিংয়ের রিপাবলিকান প্রতিনিধি লিজ চেনি বলেন, 'আমরা সরাসরি সেই ব্যক্তির (ট্রাম্প) কাছ থেকে উত্তর চাই, যিনি এসবের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। প্রত্যেক মার্কিন এ উত্তর পাওয়ার অধিকারী।' কংগ্রেস কমিটি প্রায় ৯ মাস ধরে ক্যাপিটল দাঙ্গার তদন্ত করছে। কমিটি সম্ভবত এ বিষয়ে চূড়ান্ত শুনানি করতে যাচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পকে সমন জারির মতো পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে কমিটি। খবর বিবিসির

সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার ইঙ্গিত বাইডেনের

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার ইঙ্গিত দিয়েছে দেশটির ক্ষমতাসীন বাইডেন প্রশাসন। তেল উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্তে সৌদির ওপর বেশ চটেছেন বাইডেন। তার মতে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে সৌদি আরব।

গত ৫ অক্টোবর তেল উৎপাদন কমানোর বিষয়ে একমত হয় সৌদি আরব, রাশিয়া ও ওপেক প্লাসভুক্ত দেশগুলো।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিদিন ২০ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন কমাবে এই জোটের সদস্য দেশগুলো। এ ঘোষণার পরই বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়তে শুরু করে। এরই মধ্যে দাম বেড়েছে ১০ শতাংশেরও বেশি। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয় বাইডেন প্রশাসন। রিয়াদের বিরুদ্ধে নতুন পদক্ষেপ বিবেচনার বিষয়টিও সামনে আসে।

পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, সৌদি আরবের শাসক যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের (এমবিএস) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার ইতি টানতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

এরই মধ্যে এমন ইঙ্গিত মিলেছে। নিরাপত্তা ইস্যুতেও রিয়াদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা উঠতে শুরু করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন, বাইডেন মনে করেন- সৌদি আরবের সঙ্গে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পর্যালোচনা করা উচিত।

সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়নের এই পদক্ষেপটি 'ওপেক এবং সৌদি নেতৃত্বের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের আলোকে' এসেছে বলেও জানান জন কিরবি।

যুক্তরাষ্ট্রে এরই মধ্যে সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রি ও নিরাপত্তা সহযোগিতা বন্ধের জোরালো দাবি উঠেছে। মার্কিন সিনেটের ফরেন রিলেশন্স কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন বব মেনেন্দেজ।

তিনি বলেছেন, তেলের উৎপাদন কমিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে পরোক্ষভাবে রাশিয়াকে সহায়তা করছে রিয়াদ। এ ঘটনায় রিয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সহযোগিতা বন্ধের দাবি তুলেছেন প্রভাবশালী এই ডেমোক্র্যাট সিনেটর।খবর আলজাজিরার।

নর্থ ক্যারোলিনার রাজধানী রালিতে গোলাগুলি, পুলিশ কর্মকর্তাসহ নিহত ৫

রালি: যুক্তরাষ্ট্রে একজন অফ ডিউটি পুলিশ কর্মকর্তাসহ পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন আরও দুজন। বৃহস্পতিবার (১৩ অক্টোবর) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় মার্কিন অঙ্গরাজ্য নর্থ ক্যারোলিনার রাজধানী রালিতে এ ঘটনা ঘটে। খবর রয়টার্সের।

এ ঘটনার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির খোঁজে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করে এবং এতে করে শহরের একটি অংশ কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে অবশ্য একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে কর্তৃপক্ষ।

নর্থ ক্যারোলিনার রাজধানী রালির মেয়র মেরি অ্যান বাল্ডউইন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এ ঘটনায় অন্য একজন পুলিশ কর্মকর্তাসহ অন্তত দুজন আহত হয়েছেন এবং তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গোলাগুলির এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অবশ্য মেরি অ্যান দেননি। তবে তিনি বলেন, 'আমাদের আরও কিছু কাজ করতে হবে। আমাদের অবশ্যই আমেরিকায় এ নির্বোধ সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। আমাদের অবশ্যই বন্দুক সহিংসতাকে মোকাবিলা করতে হবে।'

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার পর শহরের নিউস রিভার গ্রিনওয়ের কাছে গোলাগুলির এ ঘটনা ঘটে। এর প্রায় তিন ঘণ্টা পরে পুলিশ একজন সন্দেহভাজনকে 'একটি বাড়ির মধ্যে আটকাতে সক্ষম হয়'। তবে তাকে এখনো হেফাজতে নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন বাল্ডউইন।

বাইডেনের সেই অনুরোধের কথা ফাঁস করল সৌদি

রিয়াদ:সৌদি আরবকে তেল উৎপাদন আরও এক মাস পর কমাতে অনুরোধ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এ বিষয়ে সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বুধবার (১২ অক্টোবর) একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে।

রাশিয়ার স্বার্থে তেলের উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্র যে দাবি করেছে তা ওই বিবৃতিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সৌদি আরব বলেছে, আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বে রিয়াদ কোনো পক্ষ নিচ্ছে না অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না।

ওপেক প্লাসের সিদ্ধান্তে তেলের উৎপাদন কমানো হয়েছে অর্থনৈতিক বিবেচনা থেকে, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই।

পাশাপাশি রিয়াদ জানিয়েছে, তেলের উৎপাদন কমানোর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা কয়েক সপ্তাহ পেছানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ওপেকের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক বিবেচনা থেকে, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। এ ক্ষেত্রে ভোক্তাদের স্বার্থ বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, যা সবসময় ওপেক প্লাস করে থাকে। সৌদি আরব জানিয়েছে, অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় ওপেক প্লাস সর্বসম্মতভাবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার প্রতি সব রাষ্ট্রের সমর্থন ছিল। এ ছাড়া তেলের উৎপাদন কমানো বিলম্বিত করার জন্য আমেরিকা যে অনুরোধ জানিয়েছিল তা আমলে নিলে মারাত্মক নেতিবাচক অর্থনৈতিক পরিণতি ভোগ করতে হতো।

ফ্লোরিডার স্কুলে ১৭ জনকে হত্যাকারীর যাবজ্জীবন

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় একটি স্কুলে গুলি চালিয়ে ১৭ জনকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হন ২৪ বছর বয়সি নিকোলাস কার্জকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। আদালতে আসামির আইনজীবী বলেন, নিকোলাস পেটে থাকাবস্থায় তার মা প্রচুর মদ্যপান করতেন। সেটির নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে নিকোলাসের মস্তিস্কে। তাই নিকোলাসকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেওয়ার আবেদন করেন তিনি। শুনানি শেষে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার জুরিবোর্ড নিকোলাসকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট ঢাকার, দিল্লি বিরত

নিউ ইয়র্ক: জাতিসংঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোটাভুটিতে ভারত ও বাংলাদেশ বিপরীত অবস্থান নিল। ঢাকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিল। দিল্লি ভোটদানে বিরত থাকল। রাশিয়া ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল দখল করে, গণভোট করিয়ে সেগুলিকে নিজেদের এলাকা বলে ঘোষণা করেছে।

রাশিয়ার এই আচরণের বিরুদ্ধেই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভোটাভুটি ছিল। সেখানেই বাংলাদেশ-সহ ১৪৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেয়। মাত্র পাঁচটি দেশ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ও রাশিয়ার পক্ষে ভোট দেয়। ভারত, চীন, পাকিস্তান-সহ ৩৫টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল।

একদিন আগেই রাশিয়া প্রস্তাব করেছিল, এই ভোট গোপন ব্যালটে হোক। তখন ভারত রাশিয়ার প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু মূল প্রস্তাব নিয়ে যখন ভোটাভুটি হলো, তখন তারা ভোটদানে বিরত থাকল।

রাশিয়ার নিন্দা: রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরু করার পর থেকে জাতিসংঘে মোট চারবার তাদের বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে শেষ প্রস্তাবেই সবচেয়ে বেশি ভোট বিপক্ষে পড়েছে।

রাশিয়া চেয়েছিল, এই ভোটাভুটি গোপন ব্যালটে হোক। তাদের যুক্তি ছিল, খোলাখুলি ভোট হলে অনেক দেশই তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করবে। কিন্তু তাদের সেই প্রস্তাব ভোটাভুটিতে খারিজ হয়ে যায়। অ্যামেরিকা-সহ পশ্চিমা দেশগুলি ভোটাভুটির আগে পর্যন্ত ভারত ও সাউথ আফ্রিকাকে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টায় ফল হয়নি। দুই দেশই ভোটদানে বিরত ছিল।

এর আগে গত মার্চে বাংলাদেশ, ইরাক ও সেনেগাল জাতিসংঘের নিন্দাপ্রস্তাবে ভোটদানে বিরত ছিল। কিন্তু এবার তিন দেশই রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিল।

প্রস্তাবে কী বলা হয়েছে: প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ইউক্রেনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সীমার মধ্যে থাকা কিছু অঞ্চলে রাশিয়া যে তথাকথিত গণভোট করিয়েছে তার নিন্দা করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে এরপর যে চারটি অঞ্চলকে তারা বেআইনিভাবে নিয়ে নিয়েছে তারও তীব্র নিন্দা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিতে অনুরোধ করা হয়েছে, তারা যেন ইউক্রেনের সীমানার কোনো পরিবর্তনকে স্বীকৃতি না দেন। রাশিয়াকে বলা হয়েছে, তারা যেন অবিলম্বে ও নিঃশর্তভাবে এই সব এলাকা থেকে সরে যায়।

জাতিসংঘে অ্যামেরিকার দূত লিন্ডা গ্রিনফিল্ড বলেছেন, কোনো দেশ যেন রাশিয়াকে সমর্থন না করে। তারা যেন এই বার্তা না দেয় যে, প্রতিবেশীর জমি জোর করে দখল করাকে তারা সমর্থন করছেন। তিনি বলেছেন, আজ এটা রাশিয়া করছে। কাল অন্য কোনো দেশ প্রতিবেশীর সঙ্গে একই কাজ করতে পারে।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোটে বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও আশঙ্কা

হারুন উর রশীদ স্বপন: ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল রুশ ফেডারেশনে যুক্ত করার ব্যাপারে জাতিসংঘের নিন্দা প্রস্তাবে ইউক্রেনের পক্ষে ভোট দেয়ায় বাংলাদেশ কোনো চাপে পড়বে না বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

তাদের কথা, এই ভোটের প্রতীকী গুরুত্ব থাকলেও এর প্রায়োগিক কোনো গুরুত্ব নেই।

একই সঙ্গে বাংলাদেশ সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রশ্নে তার নীতি তুলে ধরতে পেরেছে বলেও মনে করেন তারা। এটা কূটনৈতিক দিক দিয়ে একটি ভালো অবস্থান বলেও মনে করছেন তারা।

নিন্দা প্রস্তাবটি গত বুধবার (১২ অক্টোবর) রেকর্ডসংখ্যক ভোটে সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পাশ হয়েছে। ১৪৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে (ইউক্রেনের পক্ষে) এবং রাশিয়ার বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। ভারত ও চীনসহ ৩৫টি দেশ ভোট দেয়া থেকে বিরত এবং চারটি দেশ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। আলবেনিয়ার পক্ষ থেকে আনা এই প্রস্তাবের ভোটাভুটি প্রক্রিয়া নিয়ে প্রস্তাবের ব্যাপারে বাংলাদেশ ভোটদানে বিরত ছিল। এটা বাংলাদেশের ইউটার্ন কিনা জানতে চাইলে সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) শহীদুল হক বলেন, ‘‘ইউটার্ন বলা যাবে না। বাংলাদেশ ইস্যুভিত্তিক তার অবস্থানের জানান দিচ্ছে।’’

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেয়া দেশগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন জেলেনস্কি

ইউক্রেনের চার অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করায় রাশিয়ার নিন্দা জানিয়েছে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এক নিন্দা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে ১৪৩ দেশ। এই দেশগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। জাতিসংঘের ভোটের পর তিনি বলেন, ইউক্রেনের প্রতি এত বেশি সমর্থন দেখানোয় তিনি কৃতজ্ঞ। বিশ্ব এখন জানিয়ে দিয়েছে যে, রাশিয়ার এই অন্তর্ভুক্তিকরণ কোনো স্বাধীন দেশ মেনে নেবে না। পাশাপাশি এক টুইটে তিনি বলেন, নিজের এসব ভূখণ্ড ইউক্রেন আবারও ফিরিয়ে আনবে।

বিবিসি জানিয়েছে, জাতিসংঘের ওই প্রস্তাবে ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিল ৩৫ দেশ। এরমধ্যে আছে, চীন ও ভারত। আর এই নিন্দা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, বেলারুশ, সিরিয়া ও নিকারাগুয়া। এই ধরণের ভোট মূলত প্রতীকী। এর তেমন কোনো সরাসরি প্রভাব নেই।

তবে ইউক্রেনে অভিযান শুরুর পর এখন পর্যন্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে এবারই।

গত সপ্তাহে ক্রেমলিনে এক বিশাল উৎসবের মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের চার অঞ্চল লুহানস্ক, দনেতস্ক, জাপোরিঝিয়া এবং খেরসনকে রাশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এর আগে ওই এলাকাগুলোতে গণভোট আয়োজন করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। সেই গণভোটে রাশিয়ায় যোগ দেয়ার পক্ষে ভোট দেন বেশিরভাগ মানুষ। যদিও ওই গণভোটকে স্বীকৃতি না দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে পশ্চিমা দেশগুলো।

জাতিসংঘের ভোটের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও বলেন, এই ভোট মস্কোকে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। রাশিয়া চাইলেই একটি স্বাধীন দেশকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। জাতিসংঘ সনদ এবং অন্যান্য মৌলিক নীতি বিবেচনায় ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়াকে নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘে আনীত রেজুলেশনের পক্ষে ভোট দিয়েছে বাংলাদেশ।

‘ফেব্রুয়ারি-মার্চে শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণের কিস্তি ফেরত দেওয়া শুরু করবে’

ওয়াশিংটন ডিসি: শ্রীলঙ্কার কাছে পাওনা ২০০ মিলিয়ন ডলার দেশটি আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকে ফেরত দেওয়া শুরু করবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার।

গত ১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বোর্ড অব গভর্নরসের সভার বাইরে তিনি শ্রীলঙ্কার সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নর পি নন্দলাল বীরসিংহের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এ বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, ওশ্রীলঙ্কাকে আমরা সোয়াপ অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য ৩ দফায় ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিলাম। কিন্তু দেশটি অর্থনৈতিক সংকটের কারণে নির্ধারিত সময়ে আমাদের সেই অর্থ ফেরত দিতে পারেনি। আমরা ঋণ শোধের মেয়াদ ২ দফা বাড়িয়েছি২ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ৩ কিস্তিতে তারা আমাদের ওই অর্থ ফেরত দেওয়ার কথা২ যোগ করেন তিনি।

শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয়

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

বিশ্বসেরা ২% বিজ্ঞান গবেষকের তালিকায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ শিক্ষক, ১ শিক্ষার্থী

বিশ্বসেরা ২% বিজ্ঞান গবেষকের তালিকায় স্থান পেয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষক ও এক শিক্ষার্থী। তারা হলেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এ এ মামুন, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞানের অধ্যাপক মো. ইব্রাহিম খলিল, ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির অধ্যাপক শামীম কায়সার, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হুমায়ূন কবির এবং পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফোরমেটিক্স বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মেদ এ মামুন।

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষক জন পি এ ইয়োনিডিসের সহযোগিতায় গত ১০ অক্টোবর বিখ্যাত জার্নাল এলসেভিয়ারে এ তালিকা প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞানীদের প্রকাশনা, এইচ-ইনডেক্স, সাইটেশন ও অন্যান্য সূচক বিশ্লেষণ করে তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়। স্কোপাস ইনডেক্সড আর্টিকেলকে ভিত্তি হিসেবে ধরে ২২টি বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র এবং ১৭৬টি উপ-ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ করে দুটি ক্যাটাগরিতে প্রায় ৪ লাখ গবেষককে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দুই ক্যাটাগরি হলো- পুরো পেশাগত জীবন ও এক বছরের গবেষণাকর্ম। জাবির এই পাঁচ শিক্ষক ও এক শিক্ষার্থী ২০২১ সালের গবেষণাকর্মের জন্য সেরা গবেষকদের তালিকায় রয়েছেন।

এতে বাংলাদেশ থেকে মোট সেরা গবেষকের সংখ্যা ১৪২ জন; যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রের। প্রতিষ্ঠানটির মোট ১৬ জন গবেষক এই তালিকায় আছেন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রয়েছেন সাত শিক্ষক। গত বছর এই তালিকায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছিলেন অধ্যাপক এ এ মামুন ও অধ্যাপক ইব্রাহিম খলিল। অধ্যাপক এ এ মামুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবেও পেয়েছেন একাধিক

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে ক্ষমতায় যেন দায়িত্বজ্ঞানহীন কেউ না আসে -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: দেশে ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় বিএনপি সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন মনোভাবের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এ ঘূর্ণিঝড়ের পর দলটির প্রধান বলেছিলেন, যত লোক মারা যাওয়ার কথা ছিল তত লোক মারা যায়নি। তাই ও রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন কেউ যেন আগামীতে ক্ষমতায় না আসে, সেজন্য দেশবাসীকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২২ উপলক্ষে গত ১৩ অক্টোবর আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ৫০টি মুজিব কিল্লা, ৮০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও ২৫টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্রও উদ্বোধন করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, খালেদা জিয়া যখন '৯১ সালে ক্ষমতায়, তখন দেশে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় হলো। পরে সংসদে দাঁড়িয়ে খালেদা জিয়া বলেছিলেন, যত মানুষ মরার কথা ছিল তত মানুষ মরেনি। আমি তখন তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আর কত মানুষ মারা গেলে আপনার মনে হবে যে তত মানুষ মারা গেছে? ওই দুর্যোগে বিএনপি সরকারের দায়িত্বে অবহেলার কারণে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। দেশের মানুষ যে মরছে সেদিকে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিল না। অথচ পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় দেড় লাখ মানুষের মৃত্যু এবং ঘরবাড়ি, গবাদিপশু, ক্ষেতের ফসল, এমনকি চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর জাহাজ ও বিমানবাহিনীর বিমান পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ তখন বিরোধী দলে থাকলেও দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ত্রাণ নিয়ে ছুটে যায়।

আওয়ামী লীগ সরকারে এসে ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্য খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্প তৈরিসহ কুতুবদিয়া থেকে ছোট্ট একটি ছেলেকে ঢাকায় এনে পুনর্বাসন করার একটি ঘটনাও প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন। বাবা-মাসহ সর্বস্ব হারানো সেই ছেলেটিকে ট্রমা সেন্টার থেকে চিকিৎসা করিয়ে নিজের কাছে রেখে দেন এবং এক সময় বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টে চাকরি দেন। বেশ কয়েক বছর পর ছেলেটি ভোলার আনোয়ারায় তার ভাইয়ের পরিবারের সন্ধান পায়।

ভূমিকম্প ঝুঁকি প্রশমনে ঘরবাড়ি ও অট্টালিকা নির্মাণে অবশ্যই বিল্ডিং কোড ও আইন মানা এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখার কথা স্মরণ করিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেকোনো মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করেই বাংলাদেশ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। একদিকে করোনা তার ওপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও স্যাংকশনড়এসব মোকাবেলা করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে। তার পরও দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে এবং জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এর মধ্যে ৮৩ স্বেচ্ছাসেবককে ১০ হাজার টাকা, সনদ ও মেডেল দেয়া হয়। সেই সঙ্গে নির্বাচিত দুজন জয়শ্রী রানী দাস ও মো. জসিম উদ্দিনের হাতেও পদক তুলে দেন প্রতিমন্ত্রী।

এদিকে দেশের

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

'বাংলাদেশের ৯৯ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির আওতায়'-প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬ অর্জনের লক্ষ্যে টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও এর প্রয়োগ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব উন্নত টয়লেট নির্মাণ ও ব্যবহার এবং স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

তিনি শনিবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০২২ এবং বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২২ উপলক্ষে শুক্রবার (১৪ অক্টোবর) দেওয়া এক বাণীতে এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারওজাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০২২ এবংওবিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপন করা হচ্ছে জেনে তিনি আনন্দিত। এজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন জানান। এছাড়াও এবারের প্রতিপাদ্যওহাতের পরিচ্ছন্নতায় এসে সবে এক হস্থ যথার্থ হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,ওসকলের জন্য উন্নয়ন এই নীতিকে ধারণ করে স্যানিটেশন খাতের বিভিন্ন অংশীজনদের সহযোগিতায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমরা সফল হবো মর্মে আমি আশাবাদী। করোনাভাইরাস সংক্রমণ ও অন্যান্য নানাবিধ রোগব্যাধি থেকে সুরক্ষায় ও এর বিস্তার রোধের সবচেয়ে সহজ, সাশ্রয়ী ও কার্যকর উপায়গুলোর একটি সাবান ও পানি দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া এবং নিরাপদ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলো সঠিকভাবে মেনে চলা। আমাদের সময়োপযোগী কার্যক্রমের ফলে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি এ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন,ওমহান স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০9 সালে সরকার গঠনের পর থেকে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬.২ এ লক্ষ্য অর্জনে জাতিসংঘ নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

তিনি বলেন,ওআমাদের সরকার দেশের সবার জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা গ্রামীণ ও পৌর জনপদে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে গত সাড়ে ১৩ বছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। যার ফলে বর্তমানে স্যানিটেশনের জাতীয় কাভারেজ ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি অনিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের অভাবজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

বর্তমানে দেশের প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানির উৎসের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৩ সালে যা ছিল মাত্র ৩৩ শতাংশ।

অপরদিকে খোলাস্থানে মল ত্যাগকারীর হার ২০০৩ সালের ৪৪ শতাংশ থেকে প্রায় শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা হয়েছে। বাংলাদেশের এ সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত হয়েছে। দেশের সব জেলায় পানি পরীক্ষাগার স্থাপনসহ পানি, স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনেক প্রকল্প চলমান আছে যা বাস্তবায়ন হলে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য সেফলি ম্যানেজড স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে ওজাতীয় স্যানিটেশন মাস এবংওবিশ্ব হাত ধোয়া দিবস যথাযথভাবে পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক এ আয়োজন সবার জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। এ সামাজিক আন্দোলনকে আরও বেগবান করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও গণমাধ্যমসহ দেশের প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রীওজাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০২২ এবংওবিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০২২ উপলক্ষে গৃহীত সব কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

র‍্যাবে মার্কিন সহায়তা বন্ধ ২০১৮ সাল থেকেই বলেছে যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন ডিসি: মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে গত বছরের শেষদিকে র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান ছয় জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রই র‍্যাবকে সব ধরনের সহযোগিতা করে। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে এবার যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, ২০১৮ সাল থেকেই র‍্যাবে মার্কিন সহায়তা বন্ধ।

ওয়াশিংটনে গত বুধবার (১২ অক্টোবর) মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

গুম-খুনের দায় র‍্যাবের একার নয় - মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও: বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশে গুম-খুনের দায় র‍্যাবের একার নয়। এ ঘটনায় সরকারেরও দায় আছে। সরকারের নির্দেশেই র‍্যাব গুম-খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে। ১৪ অক্টোবর শুক্রবার সকালে ঠাকুরগাঁও শহরের তাঁতীপাড়াস্থ নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব এসব কথা বলেন। ফখরুল বলেন, এই সরকারের অধীনে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হলে বিএনপি তাতে অংশ নেবে না। এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে বিএনপি যাবে না। তিনি বলেন, এবারের সরকার পতনের চলমান আন্দোলন কোনো কিছু দিয়েই বাধাগ্রস্থ করা যাবে না। কোনো ষড়যন্ত্রের ফাঁদে বিএনপি পা দেবে না।

মির্জা ফখরুল অভিযোগ করে বলেন, আগামীকাল (শনিবার) ময়মনসিংহে বিএনপির সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু তাতে বাধা দিতে আওয়ামী লীগও শহরে সভা ডেকেছে। এতে এটাই প্রমাণ হয় আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না।

সরকারের নির্দেশে দেশে গুম-খুনের মতো ঘটনা ঘটছে দাবি করে করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, গুমের জন্য সরকার দায়ী। তাই শুধু র‍্যাবের ওপর নয়; এই সরকারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, বিএনপির চলমান আন্দোলন দমনে সরকার ভিন্ন পথ অবলম্বন করছে। বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর নতুন করে মামলা দিয়ে তাদের হয়রানি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল।-সমকাল

‘গত ১০-১৫ বছরে নির্বাচন কমিশন তাদের সকল ওজন হারিয়ে ফেলেছে’- সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার

সম্প্রতি একজন নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্যের সময় ডিসি-এসপিদের বক্তব্য ছিল ঔদ্ধত্যপূর্ণ, শিষ্টাচার বর্হিভূত।

বেপরোয়া আচরণ করা এই কর্মকর্তাদের দিয়ে আগামী নির্বাচন কীভাবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করা সম্ভব? কিভাবেই বা আমলাদের শৃঙ্খলায় ফেরানো যাবে? এসব বিষয় নিয়ে জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সঙ্গে কথা বলেছেন সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার।

প্রশ্ন : মাঠ পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণ কি একটু বেশি বেপরোয়া মনে হচ্ছে না?

আলী ইমাম মজুমদার : আপনি প্রশ্নটি করেছেন, কয়েকদিন আগে নির্বাচন কমিশনে ডিসি এসপিদের যে বৈঠক হয়েছে সেটাকে কেন্দ্র করে। এখানে কিন্তু মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ব্যাপারটা যেমন ছিল, ইলেকশন কমিশনের ব্যাপারটাও ছিল। সেখানে যারা ডিসি-এসপি ছিলেন তাদের আচরণ অবশ্যই আমার কাছে বেপরোয়া মনে হয়েছে। কারণ যেটা আমার মনে হয়েছে, ইলেকশন কমিশন কোন হোমওয়ার্ক করা ছাড়া এখানে কাজ করতে গেছে। এই বিষয়গুলো যেভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় সেটা তারা রপ্ত করতে পারেনি।

প্রশ্ন : গত ৮ অক্টোবর নির্বাচন কমিশনার আনিছুর রহমান ডিসি-এসপিদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা কি যৌক্তিক নয়?

আলী ইমাম মজুমদার :আনিছুর রহমান মূলত টাকা পয়সা নিয়ে ডিসি-এসপিদের কথাটা বলেছিলেন। নিশ্চয়ই উনি সকলকে কেন্দ্র করে বলেননি। কাউকে কাউকে কেন্দ্র করে হয়ত বলেছেন। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তার কাছে লিখিত ব্যাখা চাইতে পারতেন? তার কন্ট্রোলিং মিনিস্ট্রিতে বলতে পারতেন। তার প্রত্যাহার চাইতে পারতেন। শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাও নিতে বলতে পারতেন। কিন্তু যেখানে সবাই একত্রিত সেখানে উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে ঢালাওভাবে এমন কথা বলা উচিৎ হয়নি বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : যেভাবে তারা প্রতিবাদ করেছেন সেটা কি শিষ্টাচার বর্হিভূত নয়?

আলী ইমাম মজুমদার : হ্যাঁ, সেটাও শিষ্টাচার বর্হিভূত। কারণ হিসেবে আমি যেটা বলব, তাদের পক্ষের জন্য না। গত ১০-১৫ বছরে নির্বাচন কমিশন তাদের সকল ওজন হারিয়ে ফেলেছে। তাদের সকল গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। এটা জনগণের কাছে এবং তাদের অর্ধস্তনদের কাছেও। আজকেও দেখেন গাইবান্ধায় একটা উপনির্বাচন হচ্ছে। একটা মাত্র উপনির্বাচন হচ্ছে, সেখানেও ভোট স্থগিত করতে হয়েছে। এখানে রিটার্নিং অফিসার কিন্তু নির্বাচন কমিশনের লোক। নির্বাচন কমিশন একটা নির্বাচনি এলাকায় একদিনে ভোট সফলভাবে করতে পারছে না। এখানে কিন্তু সাপোর্ট দেওয়ার জন্য পুলিশ থেকে শুরু করে মোবাইল কোর্টও আছে। কিন্তু করতে পারেনি। সুতারাং আমি যেটা মনে করি, যারা এটা করেছেন তারা সঠিক আচরণ করেনি। নির্বাচন কমিশন চাইলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতেন। সেখানে তো জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিবও উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের বিষয়টি তিনি দেখতে পারতেন। আর ডিসিদের ব্যাপারে উনারা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে লিখতে পারেন। নির্বাচন কমিশনের ব্যাপারে আমি বলব, তারা নিজেদের অবস্থান দুর্বল করে ফেলেছেন।

প্রশ্ন : ডিসি-এসপিদের এমন ঔদ্ধত্য আচরণে কী মাঠ প্রশাসন আরও বেপরোয়া হয়ে যাবে না? তাদের নিয়ন্ত্রণ কী কঠিন হয়ে যাবে না?

আলী ইমাম মজুমদার : না, মোটেই না। ডিসি-এসপিরা যখন বুঝবেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মতো কর্তৃপক্ষ আছে বা লোক আছে তখন তারা সঠিক আচরণই করবে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে ফেস করেছি ডিসি হিসেবে। রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নির্বাচন করেছি। তখন আমরা বুঝেছি, কোনভাবে যদি তারা আমাকে পক্ষদুষ্ট হিসেবে সন্দেহ করেন তাহলে আমার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে। এটা যখন আমি বুঝেছি তখন সিরিয়াসলি নিরপেক্ষ থেকেছি। শুধু আমি না, আমার সব সহকর্মীরা। তখন নির্বাচন কমিশন আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছে আমরা সেটা শুনে গেছি, তামিল করেছি। নির্বাচন কমিশন নিয়ে তখন আমাদের ধারণা ছিল, তারা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। তারা নির্বাচন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করার মতো কর্তৃত্ব রাখেন। কিন্তু গত ১০-১২ বছরে নির্বাচন কমিশন সেই অবস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এই কর্মকর্তারা আগের দুটো নির্বাচন দেখেছেন। তখন হয়ত তারা ডিসি এসপি ছিলেন না। জুনিয়র অফিসার ছিলেন। ফলে তারা দেখেছেন নির্বাচন কমিশন একটা ঠুঁটো জগন্নাথ। তারপরও আমি মনে করি, এটা অনাকাঙ্খিত। হওয়া উচিত হয়নি। নির্বাচন কমিশন চাইলে এসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে লিখতে পারেন।

প্রশ্ন : প্রশাসনের এই কর্মকর্তাদের দিয়ে আগামী নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করা সম্ভব?

আলী ইমাম মজুমদার : এখানে প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর ব্যক্তি হিসেবে দুটো ব্যাপার আছে। আমি মনে করি, শুধু প্রশাসনের কর্মকর্তা না, আগামী নির্বাচনের আগে সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কেও ভিন্নভাবে ভাবতে হবে। সরকার ব্যবস্থার মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে। তখন অটোমেটিকালি এসব কর্মকর্তার মধ্যে পরিবর্তন আসবে। সেই নির্বাচনের আগে ডিসিও পরিবর্তন হবে, এসপিও পরিবর্তন হবে। যদি সঠিকভাবে ইলেকশন করতে হয়। তখন তারা আচরণও করবে ঠিকভাবে।

প্রশ্ন : আমলারা বেশি ক্ষমতাধর হয়ে পড়লে দেশ কী বিরাজনীতিকরণের দিকে চলে যায় না?

আলী ইমাম মজুমদার : আমার মনে হয়, আপনি আমলাদের উপর নির্দয় হচ্ছেন। আমলাদের শাসন করার মতো হাতিয়ার তৈরি করেন, আমলারা বেপরোয়া হবেন না। যেসব কর্মকর্তা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন তাদের এখান থেকে বদলি করতে হবে। এখন তো জেলা পরিষদের নির্বাচন হচ্ছে। পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের জন্য একজন ডিসিকে বদলি করা হয়েছে। এটা যথেষ্ট না। পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের জন্য তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের সুযোগ আছে। নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য এমন বেপরোয়া আচরণের দিকে যাচ্ছে। এই আচরণের আমি বিরোধিতা করি। আমি মনে করি, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন কন্ট্রোলিং মিনিস্ট্রিতে কোন চিঠি লেখেনি। নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে তো? নির্বাচন কমিশন তো সেই ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

প্রশ্ন : সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির কারণেও এতদিন দুদক সরাসরি গ্রেফতার করতে পারেনি। যদি উচ্চ আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রায় হয়েছে। বর্তমানে এই রায় স্থগিত আছে। ফলে আমলারা দুর্নীতি করেও কী সুরক্ষা পাচ্ছেন না?

আলী ইমাম মজুমদার : দুদক আইনে সরকারি কর্মচারী সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একটা বিধান করা হয়েছিল সত্যি। উচ্চ আদালত অনেক আগেই তো এটা বাতিল করে দিয়েছে। যদিও এটা স্থগিত আছে। কিন্তু দুদক ঘুস-দুর্নীতির অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করছে না? এই যে জেলের একজনডিআইজির বাসায় কয়েক লাখ টাকা পাওয়া গেল তাকে গ্রেফতার করেনি? করেছে তো। আমার মনে হয় না এখানে দুদকের হাত বাঁধা আছে। কয়েকদিন আগে একজন যুগ্ম সচিবের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হল। এখানে দুদকের কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে তাদের কোর্টে যাওয়া উচিত। আমি চাই প্রতিবন্ধকতা না থাকুক। এই প্রতিবন্ধকতা কাটাতে অন্য সকলেসহ দুদককে সক্রিয় হতে হবে।

প্রশ্ন : আমলাতন্ত্রে বিশৃঙ্খলা আছে বলে মনে হচ্ছে না? থাকলে কীভাবে শৃঙ্খলা ফেরানো সম্ভব?

আলী ইমাম মজুমদার : আমি মনে করি না, বিশৃঙ্খলা আছে। যারা পরিচালনা করছে তাদের কারণে যদি কোনো বিশৃঙ্খলা হয় সেটার কারণে এই দোষটা আমলাদের উপর দেওয়া হলে আমার মনে হয় অন্যায় হবে। আমলাতন্ত্র একটি সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান। তাদের বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যায় উপরে যারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকে তারা। তারা নিজেদের দলের পক্ষে আমলাদের দিয়ে কাজ করাতে চায়। সবাই এটা চাইতে গিয়ে শৃঙ্খলা নষ্ট করে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষ এবং সুশৃঙ্খল।

প্রশ্ন : আমলাদের অনেকের আচরণই তো রাজনৈতিক নেতাদের মতো হয়ে যাচ্ছে?

আলী ইমাম মজুমদার : দোষটা দিতে হবে যারা করাচ্ছে তাদের। একজন নির্বাচন কমিশনার বললেন, ডিসি-এসপিরা মন্ত্রীদের এমপিদের কথায় কাজ করছেন। ওই নির্বাচন কমিশনার সাহেব এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এসব অফিসারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা যায়। আর বিভাগীয় ব্যবস্থা তো নেওয়া যায়ই। উনি কিন্তু কোনটাই নেননি।-সমীর কুমার দে, ডয়চে ভেলে ঢাকা

যেকোনো জায়গায় বসেই নির্বাচন বন্ধ করতে পারি: সিইসি

কেন গাইবান্ধা টার্নিং পয়েন্ট?

ঢাকা: শনিবার (৮ অক্টোবর) থেকে বুধবার (১৩ অক্টোবর)। শেরেবাংলা নগরে কতো কিছুই না ঘটে গেল। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া সংবিধান ভোটের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়েছে। সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদের ঘোষণা স্পষ্ট, ‘নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে।’ অথচ সেই নির্বাচন কমিশনে বসে প্রজাতন্ত্রের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা একজন নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কী আচরণটাই না করলেন! প্রকাশ্যে, পুরো নির্বাচন কমিশনের সামনে। ডিসি-এসপিদের মেসেজ ছিল লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। আগামী ভোটে তাদের ভূমিকা কেমন হবে তা তারা অনেকটাই স্পষ্ট করে দেন। নাটকীয়তার তখনো বাকি ছিল। উত্তাপ ছিল না, ছিল না তেমন কোনো আলোচনা। বুধবার যে গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণের দিন ছিল তাও হয়তো বেশির ভাগ লোকই জানতেন না। কিন্তু দিনের শুরুতেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল যখন বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ নিয়ে নানা মন্তব্য আসতে থাকে। সবচেয়ে বেশি আলোচিত প্রশ্ন ছিল, একটি আসনে উপনির্বাচনেই এই পরিস্থিতি। তাহলে তিন শ’ আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কী হবে! তবে মাঝবেলায় কমিশন বেশ শক্ত অবস্থানই নেয়। নজিরবিহীনভাবে পুরো আসনের নির্বাচন স্থগিত করে দেয়। এটাও ইতিমধ্যে সবার জানা, সিসি ক্যামেরায় অনিয়মের দৃশ্য দেখেই কমিশন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এ সিদ্ধান্তের পক্ষে-বিপক্ষে নানা আলোচনা চলছে। সরকারি দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছে।

বিক্ষোভ দেখিয়েছে গাইবান্ধার স্থানীয় আওয়ামী লীগ। সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল অবশ্য গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে পুরো পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা তার একক সিদ্ধান্ত নয়। এটা নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত, এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টেরও রায় রয়েছে, নির্বাচন কমিশন বলতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারদের বুঝায়। এটা পরিষ্কার যে, গায়েবি ভোটের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সাম্প্রতিক অতীতে শেরেবাংলা নগরকে কখনোই এমন অবস্থান নিতে দেখা যায়নি। ‘সবার উপরে সংবিধান সত্য, তাহার উপরে কেউ নাই’ কমিশন যেন সেটাই বলতে চেয়েছে। যদিও তা নিয়ে সংশয়বাদীদের নানা ব্যাখ্যা রয়েছে। এটা অনেকটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। ইভিএম ডাকাত এবং রাতের কারসাজি- যেভাবেই হোক ভোট হয়ে যাবে। বিকাল বেলা নির্বাচন কমিশনাররা বলবেন, সামান্য কিছু গোলযোগ ছাড়া নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। বিরোধীরা এ নিয়ে নানা কথা বলবেন। নির্দিষ্ট সময়ে প্রজ্ঞাপন হয়ে যাবে। কথিত জয়ীদের আর কিছুই হবে না। কিন্তু এ ধারায় কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশন বাদ সাধলেন। নির্বাচন কমিশনের

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ডিসি-এসপিদের মেসেজ পরিষ্কার, কী করবে ইসি?

ঢাকা: কেমন হবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন? নির্বাচনের মূল নিয়ামক জেলা প্রশাসক ও এসপিদের ভূমিকা কেমন হবে? তার একটি পরিষ্কার বার্তা পাওয়া গেলো শনিবার। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এ দিন মতবিনিময় করা হয় ডিসি-এসপিদের সঙ্গে। ডিসি-এসপিরা তাদের নানা চাওয়া পাওয়ার কথা তুলে ধরেন। কিন্তু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে তাদের তেমন কোন আগ্রহ ব্যক্ত করতে দেখা যায়নি। এ নিয়ে বলতে গিয়ে একজন নির্বাচন কমিশনার উল্টো তোপের মুখে পড়েন। সমকালের রিপোর্টে এ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনার আনিছুর রহমান বলেন, বৈঠকে সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর বিষয়ে যতটা বক্তব্য এসেছে নির্বাচন প্রসঙ্গে তেমন কোনো মতামত পাওয়া যায়নি। জেলা পরিষদ নির্বাচনে স্থানীয় এমপিদের তরফে আচরণবিধি লঙ্ঘনের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রকাশ্যে ফল পাল্টে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো এমপি ইসি সদস্যদের প্রকাশ্যে গালিও দিচ্ছেন। ইসির পক্ষ থেকে আয়োজিত রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন অংশীজনের সংলাপে ডিসিদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের ওপরে সৃষ্ট আস্থাহীনতার জন্য তিনি মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দায়ী করেন। এ সময় তিনি মাঠ প্রশাসনের কর্তাদের নখদন্তহীন এবং মন্ত্রী-এমপিদের ছাড়া চলতে পারেন না বলে মন্তব্য করেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটদের বিদ্যমান সুবিধাও তাঁদের হাতে পৌঁছায় না। তাঁর এই বক্তব্যের পরে সভাকক্ষের মধ্যেই একযোগে ডিসি-এসপিরা হইচই শুরু করেন। এ সময় সিইসিসহ অন্য কমিশনারবৃন্দ এবং জননিরাপত্তা বিভাগের সচিবও মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। এ পর্যায়ে কমিশনার আনিছ বলেন, তাহলে কি আপনারা আমার বক্তব্য শুনতে চান না। তখন সবাই একযোগে 'না' বলে উঠলে নিজের বক্তব্য শেষ না করেই বসে পড়েন সর্বশেষ জ্বালানি সচিব হিসেবে অবসরে যাওয়া এই কমিশনার।

মাঠ প্রশাসন ও পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। প্রায় সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, প্রশাসন ও পুলিশ নিরপেক্ষ না হলে কিছুতেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। কারণ নির্বাচনের পরিবেশ রক্ষায় প্রধান ভূমিকা তাদেরই। কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই অবাধ নির্বাচনের কথা বলে আসছে। সরকারও বলছে, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোও এ ব্যাপারে জোর দিচ্ছে। তবে মাঠ প্রশাসন শনিবার স্পষ্ট বার্তা দেয়ার পর নির্বাচন কমিশন এখন কী করে তাই হবে দেখার। যদিও কমিশনের কি আদৌ কিছু করার আছে সে প্রশ্নও রয়েছে।- মানবজমিন

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহ আকবর

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ)
আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবুল্লাহ (সঃ)

নারায়ে রেসালাত
ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ)

পবিত্র ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম

ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান

তারিখঃ ২০ রবিউল আওয়াল ১৪৪৪
১৬ অক্টোবর ২০২২, রবিবার , বাদ আছর
স্থান: নবান্ন রেষ্টুরেন্ট এন্ড পার্টি সেন্টার, জ্যাকসন হাইট্‌স, কুইন্স, নিউ ইয়র্ক

প্রধান অতিথি

আওলাদে রাসুল (সঃ)
মাওলানা ড. সাইয়্যিদ এরশাদ আহম্মেদ আল্ বোখারী
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ইসলামীক রিসার্চ সেন্টার, দিনাজপুর, বাংলাদেশ

নাত
প্রতিযোগিতা @ বাদ আছর

আহ্বায়কঃ
আলী আকবর (বাপ্পী)
২০৩-৯১৮-৮০০৫

সদস্য সচিবঃ
মোহাম্মদ সেলিম (হারুন)
কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স
৯১৭-৬৯১-৭৭২১

আল - কোরআন একাডেমী
(BSSNA)

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (দঃ) অর্গানাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক এর সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দ।

আপনারা সবাই স্বপরিবারে স্ববান্ধবে আমন্ত্রিত

Eid-E-Miladun-Nabi (SM)

Organizing Committee of North America, Inc.

বাংলাদেশে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা এফএওর

সাইফ বাপ্পী ও শাহাদাত বিপ্লব : বিশ্বব্যাপী খাদ্যোৎপাদন কমতির দিকে। ব্যাপক খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কায় পড়েছে এশিয়া ও আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশ। বাইরে থেকে সরবরাহ নিশ্চিত করতে না পারলে আগামী বছর দেশগুলোয় খাদ্য ঘাটতি বড় সংকটের আকার নেবে বলে আশঙ্কা করছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)। মারাত্মক খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার হুমকিতে থাকা এসব দেশের তালিকায় নাম রয়েছে বাংলাদেশেরও।

বৈশ্বিক খাদ্যনিরাপত্তা ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করছে এফএও। গত সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত সংস্থাটির ক্রপ প্রসপেক্টস অ্যান্ড ফুড সিচুয়েশন শীর্ষক প্রান্তিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের ৪৫টি দেশে ঘাটতিজনিত মারাত্মক খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা এখন সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে এশিয়া মহাদেশভুক্ত দেশ আছে নয়টি, বাংলাদেশসহ যার তিনটিই আবার দক্ষিণ এশিয়ার।

জলবায়ু পরিবর্তন ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাতে চাপে পড়েছে বৈশ্বিক খাদ্যনিরাপত্তা। জ্বালানি সংকট ও আন্তর্জাতিক পণ্যবাজারের অস্থিরতায় ক্রমেই জটিল রূপ নিচ্ছে পরিস্থিতি। বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটেছে সার ও কৃষিপণ্যের সরবরাহ চেইনেও। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোয় অভ্যন্তরীণ নানা প্রভাবক এ সংকটকে স্থানীয় পর্যায়ে আরো মারাত্মক করে তুলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আসন্ন দিনগুলোয় খাদ্য সংকটের আশঙ্কায় নীতিনির্ধারকরাও এখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বুধবার এক অনুষ্ঠানে আগামী বছর বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষের বড় ধরনের আশঙ্কা রয়েছে উল্লেখ করে এমন পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর কথা বলেছেন। এজন্য দেশের এক ইঞ্চি জমিও যাতে অনাবাদি না থাকে সে বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন তিনি।

এফএওসহ বৈশ্বিক বিভিন্ন সংস্থার প্রক্ষেপণে গোটা বিশ্বেই চলতি বছর খাদ্যশস্য উৎপাদন কমার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এফএওর হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছর বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্য উৎপাদন কমবে ১ দশমিক ৪ শতাংশ। দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া বিশ্বের আর সব মহাদেশ বা অঞ্চলেই এবার খাদ্যশস্য উৎপাদন কমবেশি হারে কমবে।

জ্বালানি সংকট এরই মধ্যে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের কৃষি উৎপাদন খাতে আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দামও এখন বাড়তির দিকে। মূল্যস্ফীতির কারণে অন্য খাতগুলোর মতো কৃষি উৎপাদনেও কৃষকের খরচ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। বিষয়গুলো এরই মধ্যে দেশে দেশে কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

ঘাটতি পূরণে খাদ্য আমদানিকে আরো ব্যয়বহুল করে তুলেছে ডলারের বিনিময় হারের ঊর্ধ্বগতি ও রিজার্ভ সংকট। উপরন্তু বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ডলার রিজার্ভও এখন দিনে দিনে কমে আসছে। ভোক্তাপর্যায়ে বিপর্যয়ের আশঙ্কাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি। বিশেষ করে চালসহ অন্যান্য খাদ্যশস্যের দামও এখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

অর্থনৈতিক এ সংকটকেই বাংলাদেশে সম্ভাব্য মারাত্মক খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার প্রথম অনুঘটক হিসেবে চিহ্নিত করেছে এফএও। সংস্থাটির বক্তব্য হলো কভিডের অভিঘাতে অনেক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন। সে সময় দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ও দারিদ্র্যে যে প্রভাব তৈরি হয়েছিল, তা এখনো কাটিয়ে ওঠা যায়নি। এর মধ্যেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় বিশ্বব্যাপী খাদ্যনিরাপত্তা আরো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক পণ্যবাজারেও অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে মূল্য পরিস্থিতি। সব মিলিয়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা ও প্রবেশাধিকার-সংক্রান্ত আগেকার যাবতীয় পূর্বাভাসের চেয়েও পরিস্থিতি এখন অনেক বেশি খারাপ। বিশেষ করে খাদ্য ঘাটতি পূরণে আমদানিনির্ভর দেশগুলো এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বিপদে রয়েছে। এসব দেশে একদিকে যেমন খাদ্যমূল্যস্ফীতি বাড়ছে অন্যদিকে স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নও হচ্ছে ব্যাপক হারে।

বৈশ্বিক খাদ্যনিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেইজ ক্ল্যাসিফিকেশন (আইপিসি)। ২০০৯-১৯ পর্যন্ত ১০ বছর সময় নিয়ে দেশের সব জেলার খাদ্যনিরাপত্তার চিত্র বিশ্লেষণ করেছে সংস্থাটি। গবেষণায় পাওয়া ফল সম্প্রতি 'বাংলাদেশ আইপিসি ক্রনিক ফুড ইনসিকিউরিটি রিপোর্ট' শিরোনামে প্রকাশ হয়েছে। এতে খাদ্যনিরাপত্তাহীনতাকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে বছরে দু-চার মাস দিনে গড়ে এক বেলা পর্যাপ্ত ও মানসম্মত খাদ্যের অভাবকে তৃতীয় স্তরের বা মধ্যম মাত্রার খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বছরে চার মাস বা তার বেশি সময় দিনে এক বেলা পর্যাপ্ত ও মানসম্মত খাদ্যের অভাবকে বর্ণনা করা হয়েছে চতুর্থ স্তরের বা গুরুতর খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা হিসেবে। আইপিসির হিসাব অনুযায়ী, দেশের প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ এখন মধ্যম ও গুরুতর মাত্রার খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায়

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুরে বিশ্বব্যাংক, মহামন্দায় কাটবে ২০২৩ সাল

ওয়াশিংটন ডিসি : বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুরেই বিশ্বকে সতর্ক করেছে বিশ্বব্যাংক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত কয়েক মাস ধরেই বিশ্ব মন্দার আভাস দিয়ে বাংলাদেশকে সতর্ক করে আসছিলেন। এবার প্রধানমন্ত্রীর সুরেই কথা বলে বিশ্বকে খাদ্য, জ্বালানি তেলসহ বিশ্বে মহামন্দার বিষয়ে সতর্ক করল আন্তর্জাতিক এই সংস্থাটি।

ওয়াশিংটনের আইএমএফের বার্ষিক সম্মেলনের চতুর্থ দিনে বৃহস্পতিবার (১৩ অক্টোবর) ওয়াশিংটন ডিসিতে সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে 'স্টেপিং আপ ইন এ টাইম অব আনসার্টেনিটি' শীর্ষক এক সংলাপে অংশ নিয়ে বিশ্বব্যাংক প্রধান ও আইএমএফ এমডি এসব কথা বলেন।

বৈশ্বিক এই মন্দার কবলে পড়লে বিশ্বের ৩৫ কোটি মানুষ খাদ্য সংকটে পড়বে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ। বিশ্বে ৪৮টি দেশের প্রায় চার কোটি মানুষ এখন চরম খাদ্য সংকটে আছে। আইএমএফ বলছে, এর মধ্যে কোস্টারিকা, বসনিয়া ও রুয়ান্ডার অবস্থা সবচেয়ে বেশি খারাপ।

সংস্থাটি জানায়, করোনা মহামারি, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ আর মোড়ল দেশগুলোর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা বিশ্বকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। এরই মধ্যে এই সংকটের আঁচ লেগেছে ছোট বড় সব অর্থনীতির দেশের। এতে করে জ্বালানি তেলের চড়া দাম ও লাগামহীন মূল্যস্ফীতিতে খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টি হবে। এ সংকট থেকে মানুষকে বাঁচাতে সরকার প্রধানদের সতর্ক হওয়ার তাগিদ দিয়েছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ।

আইএমএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা, জ্বালানি সংকট আগামী দিনের অর্থনীতির গতি প্রকৃতি ঠিক করবে। সংকট সামাল দিতে

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

মন্দার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে ব্রিটিশ অর্থনীতি

লন্ডন: রেকর্ড উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে মূল্যস্ফীতি। পণ্যের উচ্চ দাম অনিশ্চয়তায় ফেলে দিয়েছে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে। এর মধ্যে মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে আগ্রাসীভাবে সুদের হার বাড়াচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে বেড়ে যাচ্ছে পরিবার ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ঋণের খরচ। এ অবস্থায় জুন-আগস্ট সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সংকুচিত হয়েছে ব্রিটিশ অর্থনীতি। সব মিলিয়ে দেশটির অর্থনীতি মন্দার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এ পরিস্থিতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসের প্রতিশ্রুতিকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, নর্থ সির জ্বালানি তেল ও গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের দুর্বলতার কারণে আগস্টে যুক্তরাজ্যের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) আগের মাসের তুলনায় দশমিক ৩ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি ভোক্তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। রয়টার্সের জরিপে অর্থনীতিবিদরা আগস্টে জিডিপি শূন্য প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। জুলাইয়ের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যানও সংশোধন করে দশমিক ২ শতাংশ কমিয়ে দশমিক ১ শতাংশ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে আগস্টে শেষে হওয়া তিন মাসে দেশটির জিডিপি দশমিক ৩ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে।

পেশাদার পরিষেবা নেটওয়ার্ক কেপিএমজি ইউকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ইয়ায়েল সেলফিন বলেন, পারিবারিক বাজেটের ওপর চলমান চাপ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সম্ভবত চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পরিসংখ্যানে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে প্রযুক্তিগত মন্দার চিত্র দেখতে পাব।

অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিকস জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির আকার মহামারীপূর্ব অবস্থায় ফিরেছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও পূর্বে জিডিপির আকার মহামারীপূর্ব পর্যায়ের চেয়ে ১ দশমিক ১ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছিল। আগস্টে উৎপাদন খাত আগের মাসের তুলনায় ১ দশমিক ৬ শতাংশ কমেছে। জ্বালানি তেল ও গ্যাস অন্তর্ভুক্ত থাকা নর্থ সিতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্ষণাবেক্ষণ খনি ও খনন খাতের কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আগস্টে দেশটির খনি ও খনন খাতের উৎপাদন ৮ দশমিক ২ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে।

ওএনএসের প্রধান অর্থনীতিবিদ গ্রান্ট ফিজনার বলেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে ভোক্তারা খরচের লাগাম টানায় অনেক ভোক্তা-সম্পর্কিত পরিষেবাগুলো টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে। খুচরা বিক্রি, হেয়ারড্রেসার ও হোটেলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো খারাপ সময় পার করছে।

এদিকে রানী এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে সরকারি ছুটির কারণে গত মাসেও দেশটির অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে ব্রিটিশ অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ধীর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ রেকর্ড মূল্যস্ফীতি পরিবারগুলোকে ব্যাপকভাবে আঘাত করেছে এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে দ্রুত সুদের হার বাড়াতে বাধ্য করছে। এমনকি অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ার ঝুঁকি সত্ত্বেও সুদের হার বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে ব্যাংকটি।

অর্থনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্যানথিয়ন ম্যাক্রোইকোনমিকসের অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েল টম্বস বলেন, যুক্তরাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিবারের হাতে

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

বৈদেশিক আয় ব্যয়ের ঘাটতি বাড়ছে বাংলাদেশে- আইএমএফ'র প্রতিবেদন

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক। সরকারের সব বৈদেশিক ঋণই ঝুঁকিমুক্ত। তবে সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার সার্বিক আয়-ব্যয়ের ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি বেড়ে এখন ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে। এর প্রভাবে মূল্যস্ফীতির হারও বেড়ে যাচ্ছে। তবে আশার কথা, আগামী অর্থবছর থেকে এ ঘাটতি কমে আসবে।

গত ১২ অক্টোভর বুধবার রাতে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আইএমএফ) 'আর্থিক খাত তদারকি : ক্ষতিগ্রস্তদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সহায়তা করা' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনার প্রভাব ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। জ্বালানির দাম বাড়ায় বেড়েছে পণ্য পরিবহণ ব্যয়ও। এতে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর পাশাপাশি স্বল্প আয়ের দেশগুলোতেও মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে যায়। একই সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রায় সহায়তা করতে সরকারি খাতের ব্যয় বাড়াতে হয়েছে।

এছাড়া পণ্য আমদানিতেও ব্যয় বেশি হচ্ছে। অন্যদিকে সরকারের আয়ের অন্যতম খাত রাজস্ব কমে গেছে। এসব মিলে সরকার ঘাটতিতে পড়েছে। এ ঘাটতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের তুলনামূলকভাবে কম। তবে শ্রীলংকা, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের বেশি। ঘাটতির কারণে একদিকে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিতে

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

KHAN'S TUTORIAL

Enroll for 1 FREE WEEK of IN-PERSON CLASSES!*

Brand New Locations in NYC!

Jackson Heights:
37-26 74st. 2nd floor
Jackson Heights, NY 11372
Across Patel Bros.

Ozone Park:
86-01 101 Ave.
Ozone Park, NY 11416

Jamaica
178-05 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432

Manhattan
14 West 23rd St. 2nd floor
New York, NY 11416
Above Starbucks

GRAND OPENING SALE!

*This promotion can be claimed at any of our locations.

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

শ্রেণিকক্ষে হিজাব ইস্যুতে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের বিভক্ত রায়

নয়া দিল্লী: ভারতে হেডস্কার্ফ বিতর্কে বিভক্ত রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শ্রেণিকক্ষে মুসলিম ছাত্রীরা হেডস্কার্ফ পরতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত রায় দেয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের। কিন্তু কোর্ট এ বিষয় পরিষ্কার রায় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, দু'জন বিচারক পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। এ বছর কর্ণাটকে স্কুল, কলেজে মুসলিম নারীদের হিজাব ইস্যুতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মার্চে কর্ণাটক হাইকোর্ট রায় দেয় যে, ইসলামে হিজাব পরা অত্যাবশ্যক নয়। হাইকোর্টের এই রায় বৃহস্পতিবার বহাল রাখেন সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক।

অন্য একজন বিচারক বলেন, হাইকোর্টের ওই আদেশ ভুল ছিল। হিজাব পরা ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। দুই বিচারকের এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। হিজাব বিতর্ক ভারতে কমপক্ষে ১০ মাস ধরে চলছে। এ নিয়ে মেরুকরণ হয়েছে। মানুষ এর পক্ষে-বিপক্ষে মত দিয়েছে। কিন্তু মুসলিম নারী শিক্ষার্থীরা হিজাব বা হেডস্কার্ফ পরাকে তাদের ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত অধিকার বলে দাবি জানিয়ে আসছে। তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে ভারতে ক্ষমতাসীন ভারতীয় বিজেপি দলের নেতাকর্মীরা। পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে এ নিয়ে। অবশেষে তা চলে যায় আদালতে। এক পর্যায়ে কর্ণাটকের আদালত শ্রেণিকক্ষে হিজাব নিষিদ্ধ করে। কিন্তু মুসলিম শিক্ষার্থীরা এ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করেন। ফলে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে চূড়ান্ত রায় দেবেন বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এতে ব্যর্থ হওয়ার পর এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, হিজাব বিতর্ক অব্যাহত থাকবে। বিচারকরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছে অনুরোধ করেছেন বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করতে এবং সেখানে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে।

HIJAB IS OUR RIGHT
SUPPORTING

১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুই বিচারকের বেঞ্চ থেকে বিভক্ত রায় দেয়া হয়। এর মধ্যে একজন বিচারক হেমন্ত গুপ্ত। তিনি দুই বিচারকের এই বেঞ্চের নেতৃত্বে আছেন।

তিনি কর্ণাটক হাইকোর্টের রায়কে বহাল রাখেন। এ নিয়ে শুনানিকালে তার কিছু মন্তব্য সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছে। তিনি একজন আইনজীবীকে বলেছিলেন, হিজাব পরার অধিকারের পক্ষে যুক্তি দিতে যে, আপনি এটাকে অযৌক্তি পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন না। একই সঙ্গে তার কাছে জানতে চান, পোশাক পরার অধিকারের মধ্যে পোশাক খোলার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত থাকবে কিনা? কিন্তু আরেক বিচারক সুধাংশু ধুলিয়া তার রায়ে বলেন, কর্ণাটক হাইকোর্ট ভুল পথ নিয়েছে। হিজাব একটি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় চর্চা কিনা সে বিষয়ে তারা জোর দিয়েছে। হিজাব পরা প্রকৃতপক্ষে পছন্দের বিষয়। এর চেয়ে বেশি বা কম কিছু নয়।

মুসলিম-বিয়ে নিয়ে এলাহাবাদ আদালতের রায়

নয়াদিল্লী: প্রথম স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে না পারলে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না মুসলিম পুরুষরা। দ্বিতীয় বিয়ে করলে প্রথম স্ত্রীকে সঙ্গে থাকতে বাধ্য করা যাবে না। রায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের।

বিচারপতি সূর্য প্রকাশ কেসরওয়ানি এবং বিচারপতি রাজেন্দ্র কুমারের বেঞ্চ রায়ে বলেছে, কোরআনে বলা হয়েছে, আগের পক্ষের স্ত্রী ও সন্তানদের যত্ন নিতে পারলেই পুরুষরা দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু যদি তিনি এই যত্ন নিতে পারেন, স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ করতে না পারেন, তাহলে তিনি আর বিয়ে করতে পারবেন না। সেই সঙ্গে বিচারপতিরা

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

কোহিনূর মুকুট নাকি পরতে পারবেন না ক্যামিলা, বাকিংহামকে সতর্ক করলো বিজেপি

যুক্তরাজ্যের নয়া কুইন কনসর্ট ক্যামিলা নাকি কোহিনূর হীরা খচিত রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মুকুট পরতে পারবেন না, ব্রিটেনের নতুন রাজা তৃতীয় চার্লসের আনুষ্ঠানিক অভিষেকের সময়ে। ভারতীয় জনতা পার্টি সতর্ক করার পর বাকিংহাম প্যালেসের কর্মকর্তারা এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করছেন বলে জানা গেছে। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে কুইন কনসর্ট ক্যামিলার মাথায় কোহিনূর উঠলে, তা ভারতীয়দের মনে ঔপনিবেশিক অতীতের বেদনাদায়ক স্মৃতি উসকে দিতে পারে। ২০২৩ সালের ৬ মে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে অনুষ্ঠিত হবে তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান। বিজেপি ব্রিটিশ রাজপরিবারের কোহিনূর হীরা ব্যবহার করার রীতির তীব্র বিরোধিতা করেছে, যা তারা দাবি করে যে এটি ভারতের। তবে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানও রত্নটির মালিকানা দাবি করেছে।

একজন বিজেপি মুখপাত্র দ্য টেলিগ্রাফ, ইউকে বলেছেন, “ক্যামিলার রাজ্যাভিষেক এবং মুকুটে কোহিনূরের ব্যবহার ঔপনিবেশিক অতীতের বেদনাদায়ক স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। অতীতের নিপীড়নের স্মৃতি বেশির ভাগ ভারতীয়েরই খুব কম মনে আছে। পাঁচ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ভারতীয়দের পাঁচ থেকে ছয় প্রজন্ম একাধিক বিদেশী নিয়মের অধীনে কাটিয়েছে। রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর নতুন রানী ক্যামিলার রাজ্যাভিষেক এবং কোহিনূরের ব্যবহার কিছু ভারতীয়কে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

“প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে রাজ্যাভিষেকের সময়ে কোহিনূর হীরাটি মুকুট থেকে বিচ্ছিন্ন করা হতে পারে বা নতুন রাজা ও রানী রাজকীয় সংগ্রহ থেকে অন্য কোনো মুকুট ব্যবহার করতে পারেন। কোহিনূর সমন্বিত মুকুটটি ১৯৩৭ সালে তার স্বামী রাজা জর্জ ষষ্ঠের রাজ্যাভিষেকের সময় রানী এলিজাবেথের মায়ের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পরে,

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির পদ হারিয়ে আরো বড় লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন সৌরভ

নয়া দিল্লী: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির পদ হারাতে চলেছেন সৌরভ। পরবর্তী সভাপতি হতে চলেছেন রজার বিনি। এই অবস্থায় প্রথম মুখ খুললেন সৌরভ। সৌরভ জানিয়েছেন, তিনি আরো বড় লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন। সেই লক্ষ্য কী, তা তিনি বলেননি। তিনি আইসিসি-র প্রধান হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে চলছেন কি না, তাও জানাননি। একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, “আমি ভারতের হয়ে খেলেছি। তারপর প্রথমে বাংলার ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি হয়েছি। সেখান থেকেই বিসিসিআই সভাপতি

হই। আমি ভবিষ্যতে আরো বড় কিছু করব। কিন্তু এটাও জানিয়ে রাখি, খেলোয়াড় জীবনের ১৫ বছর আমার জীবনের সেরা সময়।”

ভারতে ক্রিকেট প্রশাসক হিসাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইনিংস আপাতত শেষ। তিনি চাননি, এখনই ইনিংস শেষ হোক। কিন্তু সূত্র জানাচ্ছে, পরিস্থিতির চাপ এতটাই বেশি ছিল এবং যেভাবে শেষ বোর্ড মিটিংয়ে সৌরভের সমালোচনা হয়েছে এবং যেভাবে বিজেপি নেতৃত্ব তাকে আর রাখতে চায়নি, তারপর আর কিছু করার ছিল না

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ফের বাংলাদেশের অবনতি, পিছিয়েছে ভারত-পাকিস্তানও

বিশ্ব ক্ষুধা সূচক (জিএইচআই) ২০২২-এ গত বছরের তুলনায় এ বছর আট ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ। সূচকে ১২১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪তম। অথচ আগের বছর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৬তম।

অবশ্য মোট ১০০ স্কোরের মধ্যে ১৯.৬ স্কোর নিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ।

ওই দুটি দেশের অবস্থান যথাক্রমে ১০৭তম এবং ৯৯তম। আগের বছর দেশ দুটির অবস্থান ছিল যথাক্রমে ১০১তম এবং ৯২তম। আর, আগের বছর ১০০ স্কোরের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ১৯.১।

২০২০ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১০৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৫তম। ২০২০ সালে ভারতের অবস্থান ছিল ৯৪তম। পাকিস্তানের অবস্থান ছিল ৮৮তম।

উল্লেখ্য, আয়ারল্যান্ড-ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড এবং জার্মানির ওয়েল্ট হাঙ্গার হিলফ যৌথভাবে বৃহস্পতিবার বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক-২০২২ প্রকাশ করেছে। বিশ্বের ১২১টি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিশু স্বাস্থ্য এবং সম্পদ বণ্টনে বৈষম্যের মতো বিষয়গুলোকে মাপকাঠি ধরে এই সূচক তৈরি করা হয়েছে। অপুষ্টি, পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের উচ্চতা, মৃত্যুহার, উচ্চতার তুলনায় ওজন, এই চারটি বিষয় সামনে রেখে তৈরি হয় বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক।

লংআইল্যান্ডে বাংলাদেশি মালিকানাধীন
সর্ববৃহৎ সুপার মার্কেট

Island Fresh
SUPERMARKET

ISLAND FRESH SUPERMARKET

241-11 Linden Blvd, Elmont

516 285 9000

প্রতিদিন ভোর ৬টা থেকে
রাত ১২টা পর্যন্ত খোলা

শুভ
উদ্বোধন

আনলিমিটেড পার্কিং
এর সুব্যবস্থা

উদ্বোধন
উপলক্ষে
রয়েছে
বিশাল ছাড়!

বাংলাদেশি,
এশিয়ান ও আমেরিকার
নিত্য প্রয়োজনীয়
পণ্যের বিশাল
সমাহার

আমন্ত্রণে
কামরুজ্জামান কামরুল
718 971 4769
মনসুর এ চৌধুরী
917 662 0910

নিউইয়র্কের সুপার
মার্কেটের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
দক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে
আইল্যান্ড ফ্রেস সুপার মার্কেট।

রজনির এক রাত

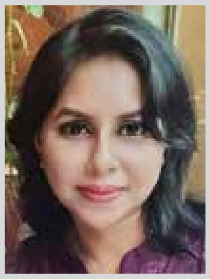

পিওনা আফরোজ

তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। চোখে আধো ঘুম আধো জাগরণ। কার্তিকের ঠান্ডা বাতাস বইছে। সকালের শুরুতেই কেমন শীত শীত অনুভূতি। পায়ের কাছে পড়ে থাকা কাঁথাটাকে টেনে নিতে যাচ্ছিলাম, তখনই পাশের ঘর থেকে বারকয়েক কাশির শব্দ শুনে হুড়মুড় করে উঠে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি- বেলা বেশ গড়িয়েছে। আকরাম সাহেবের ওষুধ খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। বয়স তার সত্তরে ছুঁই ছুঁই। শরীরে বিভিন্ন রোগ বাসা বেঁধেছে। দেহে যে কটা দিন প্রাণ আছে সুস্থ থাকার জন্য নিয়মমতো ওষুধ-পথ্য খান। তাকে এই রজনী ছাড়া মানে আমি ছাড়া আর কেউ দেখার নেই। বিছানা ছেড়ে উঠে চোখে- মুখে এলোপাথাড়ি পানি দিয়ে ফ্রেশ হয়ে আকরাম সাহেবের ঘরে ঢুকলাম।

দেখি তিনি হাতের ওপর ভর দিয়ে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বিছানায় বসে আছেন। পরনে সাদা আর ধূসর রঙের চেক লুঙ্গি, গায়ে সাদা হাফ হাতা গেঞ্জি। এক পলক দেখেই মনে হলো, তার দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। এখনি বোধ হয় চোখগুলো কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে। কাছে গিয়ে বললাম, 'আপনেরে কি পানি দিব?'

উনি উপর নিচ মাথা নেড়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন,' দাও।'

আমি আকরাম সাহেবকে পানি দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলাম। ফ্রিজ থেকে আগের দিন বিকেলে বানানো রুটি বের করে তাওয়ায় ছেঁকে প্লেটে সাজিয়ে নাস্তা দিলাম। শেষে ওষুধ খাইয়ে বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলাম, 'এখন কেমন লাগছে?' বসা থেকে বিছানার উপর বালিশে মাথা রাখতে রাখতে বললেন,'একটু ভালো।' আচ্ছা বলেই রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। এখন তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন। হয়তো টিভি ছেড়ে হাদিস শুনবেন নয়তো কোরআন তেলওয়াত। আপাতত এ বেলার কাজ শেষ। বেশ কিছুটা সময় আমি নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবো।

নিজের ঘরে ঢুকে বিছানার মাথার দিকের জানালাটা খুলে দিলাম। সকালের মৃদুমন্দ বাতাসে নীল রঙের পর্দাটা দুলে উঠল। বাইরে বাতাসে গাছের পাতারা তির তির করে দুলছে। আমি বিছানায় রাখা বালিশটা খাটের সাথে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে রইলাম। সকালের কাজের চাপে শরীরটা বেশ ক্লান্ত লাগছে। মনটাও বিষন্ন। আজকাল সবকিছু কেমন শূন্য মনে হয়, তুচ্ছ লাগে। তাছাড়া শূন্যতা ছাড়া আমার আর আছেই বা কি? খুব চেয়েও তো কিছুই আঁকড়ে ধরে রাখতে পারিনি। তবুও নিজেকেই নিজে স্বান্তনা দেই, ভালো আছি। বেশ আছি। এই ভেবে–যাতে মনের চারপাশে যে বিষন্নতা ঘিরে রয়েছে তা যেন অন্তঃত এবেলা আমায় ছেড়ে দূরে কোথাও হারায়। কিছুক্ষণ চোখ দুটি বুঁজে থাকার চেষ্টা করি। কিন্তু আমায় ঘিরে থাকা বিষন্নতারা কোথাও হারায় না। আরো যেন ঝেকে বসে আমারি অর্ন্তজগতে। তখন আমার ক্লান্ত চোখ দুটি মেলে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মাথার উপর ঝুলন্ত ফ্যানটি ঘুরছে। এখন চাইলেই অথবা সুইচ অন করলেই ফ্যানের মাতাল হাওয়া ছোট্ট এই ঘরটা জুড়ে দাপাদাপি করে বেড়ায়। অথচ সেই ছোটবেলায় যখন ঢাকা শহরের ছোট্ট একটা ঘরে আমার বাবা-মা তাদের তিন মেয়ে নিয়ে থাকতো তখন বাবার খাট বা চকি কোনোটাই কেনার টাকা ছিলো না। মাটির উপরেই একটা চাটি আর চাটির উপরেই দুই তিনটা কাঁথা বিছিয়ে আমরা থাকতাম। এই ঢালাও বিছানায় শুধু দুইটা মশারী আলাদা। একটা মশারীর ভিতরে বাবা-মা, অন্যটির ভিতরে আমরা তিন বোন। কিছুটা আড়াল বা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলতে ছিলো এইটুকুই। গ্রীষ্মের গরমে অসহ্য কষ্ট হতো আমাদের। টিনের চাল। সারাদিন সূর্যের তাপে গরম হয়ে থাকতো আর রাতে সেই তাপটা যেন অসহনীয় হয়ে পড়তো। গরমে কিছুটা প্রশান্তির জন্য বাসায় কোনো ফ্যান ছিলো না। একমাত্র তালপাতার হাতপাখাই ছিল ভরসা। সেই হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে হাতে ফোসকা পড়ার উপক্রম হতো। ছোট বোনটা প্রায়ই বলতো- 'গরমে অনেক কষ্ট হয়,একটা ফ্যান কিনেন না আব্বা...'

কিন্তু তিন বেলা খাবার যোগাতেই যেখানে হিমশিম খেতে হয় বাবার, সেখানে ফ্যান কিনবেন কোথা থেকে। এখন এটা বুঝলেও তখন সেই অল্প বয়সে এই ব্যাপারটা বোঝার ক্ষমতা ছিলো না আমাদের কোনো বোনেরই। উত্তরে বাবা শুধু হাসিমুখে বলতেন, 'কিনবোরে মা কিনবো।'

'কবে কিনবেন?' ছোট্ট বোন শাহানা পাল্টা জিজ্ঞেস করলে বাবা বলতেন, 'কয়টা দিন বাদেই কিনমু। হাতে কয়টা পয়সা জমুক!'

বাবার হয়তো আমাদের মিথ্যা আশ্বাস দিতে ভালো লাগতো না কিন্তু এছাড়া আর কিইবা করার ছিল!

একদিন সকালে দেখলাম বাবা মাকে বলছেন, 'আমি একটু বাজারের দিকে যাইতেছি। জসিমের দোকান থেইকা ঘুইরা আসি।'

'জসিমের দোকানে কি কাম?' মা জিজ্ঞেস করলেন।

'দ্যাখি গিয়া ফ্যানের দাম দর ক্যামন? শুনছি জসিমের দোকানে পুরানো ফ্যানও পাওন যায়। ফ্যানের মোটর, কয়েল এগুলান নষ্ট হইয়া গেলে মানুষ অল্প দামে বেইচা দেয়। যাইয়া দেখি, কিছু একটা ব্যবস্থা যদি করতে পারি! গরমে মাইয়াগুলার অনেক কষ্ট হয়।'

মেজো বোন রুনা তখন স্কুলে যায়। ক্লাস থ্রিতে পড়ে। ক্লাসের অন্যদের সুন্দর স্কুল ব্যাগ, নানা রকম চুল বাঁধার ব্যান্ড দেখে প্রায়ই দিন স্কুল থেকে ফিরে মায়ের কাছে অনেকটা আবদারের স্বরেই বলতো, 'মা আমারে একটা সুন্দর ব্যাগ কিনা দিবা! জানো মা, আমাদের ক্লাসের মিনা কী সুন্দর সুন্দর ব্যান্ড দিয়া চুল বাঁইধা আসে।', মা কিছু বলে না। চুপ করে থাকেন।

সারাদিন বাবার পাশাপাশি মাও খেটে মরেন, সংসারটা যেন একটু ভালোভাবে চলে, সেই আশায়। কিন্তু তাতেও লাভ হতো না। বেশিরভাগ সময়ই শুকনো মরিচ পোড়া আর পানি দিয়ে কচলে ভাত খেতে হতো। কথাগুলো মনে পড়লেই সেইসব দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যেন আজো জীবন্ত, বিষাদে ভরা আর করুণ।

ভেবে আমার অবাক লাগে-জীবন কত অদ্ভুত! কতভাবেই না জীবনকে যাপন করতে হয়। কত কিছুই না লুকিয়ে থাকে প্রতিটি জীবনের ভাঁজে ভাঁজে। সে জীবনকে উপলব্ধি না করে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

তখন মা সারাদিন সেলাই মেশিনে পেটিকোট, ব্লাউজ সেলাই করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করতেন। সেই টাকা দিয়ে হয়তো বস্তির ভাড়াটা দিতেন কিংবা বাজারে মুদি দোকানের বাকি পড়ে গেলে তার কিছুটা পরিশোধ করতেন। আর সংসারের অন্যসব খরচ বাবার টং দোকানের আয়ের টাকায় কোনোভাবে চলে যেতো। টানাটানির সংসার, কোনোকিছুরই ঠিকঠাক প্রয়োজন মিটতো না। এতো টানাপোড়নের মধ্য দিয়েও একবার মা মেজো বোন মিনাকে কিছু না বলে একটা স্কুলের ব্যাগ কিনে দিয়েছিলেন। সেই ব্যাগ দেখে, সেদিন কি যে খুশি হয়েছিলো মিনা!

কেননা বাবা-মা দু'জনেই চাইতেন, মেয়েদের পড়াশুনা শেখাতে। তারা একটা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন। পড়াশুনা শেষ করে তার মেয়েগুলা প্রাইমারি স্কুলের আপাদের মতো শিক্ষকতা করবে। স্বামি-স্ত্রী দু'জনে মিলে টাকা জমিয়ে গ্রামে এক টুকরো জমি কিনে নিজেদের একটা বাড়ি করবে। এ রকম কত স্বপ্ন!

সারাদিন টং দোকানে গরমের মধ্যে পুড়ে মরতে মরতে বাবার শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়লো। অবসাদে, ক্লান্তিতে হাত-পা ভেঙে আসতে চায়। গলা শুকিয়ে যায়। বুকেও থেমে থেমে ব্যথা করে। তাই দুই দিন ধরে দোকান খোলেন না বাবা। শরীর ভালো না থাকলে কাজ করবেন কেমন করে! গরীব মানুষের শরীরটাই তো সব।

এদিকে মায়ের হাতেও কোনো টাকা পয়সা নেই। তবুও মার্কেটের কাজ শেষে যে টাকা পেতেন তা থেকে সংসারের খরচ বাঁচিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বাবার জন্য দুইটা বা একটা ফল কিনে নিয়ে আসেন মা। তাতে যদি বাবার শরীরের দূর্বলতা খানিকটা কমে!

একদিন হঠাৎ করেই বাবার খুব জ্বর হলো। সারা শরীর জ্বরের তাপে পুড়ে যাচ্ছিল। বাবা কিছু খেতে পারেন না। শোয়া থেকে উঠতে পারেন না। সপ্তাহখানিক অসুস্থ থাকার পর এক সকালে সংসারের কাজ করতে করতে মা বাবাকে বললেন, 'কি ব্যাপার, উঠতাছেন না ক্যান? কত বেলা হইয়া গেল!'

বাবা মায়ের কথার কোনো উত্তর দেন না।

হঠাৎ মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ। তখন বাইরের আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে। আলোকজ্জ্বল, স্নিগ্ধ সকালটা নিমিষেই আঁধারের মাঝে হারালো। এতোটাই অন্ধকার নেমে এলো যে, বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় দিনের বেলায় মোমবাতি জ্বালাতে হলো।

মা আবার বাবাকে বলেন, 'কি অইলো, কথা কন না ক্যান? আইজ কি আপনার শরীরটা বেশি খারাপ?' বাবা এবারও কিছু বলেন না। কাছে গিয়ে মা আরো কয়েকবার বাবাকে ডাকলেন, 'রজনির বাপ ও রজনির বাপ!' কোনো উত্তর না পেয়ে অজানা আশংকায় বাইরের মেঘলা আকাশের মতো মায়ের চোখে মুখেও আঁধার ঘনিভুত হয়ে এলো! ঘরের বাইরে তখন প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া বইছে। মাঝে মাঝে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মা তাকিয়ে দেখে-দমকা হাওয়ার তোড়ে এতোক্ষণ মোমবাতির সামান্য যে আলোটুকু প্রায় নিভু নিভু করছিলো, তা এখন একেবারে নিভে গেছে। বাতিটির দিকে তাকিয়ে মা তখন ভাবে, এটা কোনো অশুভ সংকেত নয়তো! তিনি এগিয়ে গিয়ে বাবার নাকের কাছে হাত নিলেন, বুকে কান পেতে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শব্দগুলো নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

বাবা মারা গেলেন! আমার আর পড়াশোনা হলো না। আমি তখন ক্লাস এইটে ছিলাম। সংসারে অভাব তখন ঝাঁক বেঁধে এলো। তিন মেয়ে নিয়ে মা কীভাবে সংসার চালাবেন, কীভাবে আমাদের মানুষ করবেন এই নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়লেন। তিনি বাইরে কাজ করতে গেলে আমরা ঘরে একা থাকি। আমাদের একা রেখে বাইরে যেতে খুব ভয় পেতেন মা! তার ভয়টা অন্য বোনদের তুলনায় আমাকে ঘিরেই বেশি ছিল। ভাবতেন, মেয়েটা বড় হয়েছে! একলা ঘরে থাকে! যদি ওর কোনো সর্বনাশ হয়ে যায়! কার মনে কী আছে তা তো বলা যায় না। এসব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে মা তাড়াতাড়ি আমার বিয়েটা দিয়ে দিলেন।

বিছানায় বসে পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে শুনি দরজায় সুর তুলে বেল বাজছে। এই অসময়ে আবার কে এলো! বাইরেতো দেখছি নরম রোদ। কত বেলা হলো খেয়ালই করিনি। আলসেমি কাটিয়ে উঠে দরজা খুলে দেখি হকার এসেছে। আমি কিছু বলার আগেই সে বলল, 'এ মাসের পত্রিকার বিলটার জন্য আসছি।'

'ও । দাঁড়ান বলে ঘর থেকে টাকাটা নিয়ে হকারকে বিদায় করি।' সে যাওয়ার পর দরজা লাগিয়ে আমার শোবার রুমে ঢুকে জানালার বাইরে চোখ পড়তেই দেখি, মেঘ পূর্ববর্তী বাতাসে ঘরের পর্দাটা এলোমেলো দুলছে। বাইরের ঘন গাছপালাগুলোয় যেন আনন্দের জোয়ার বইছে। বাতাসের তোড়ে বাইরের ধুলাগুলো হুড়মুড় করে জানালা দিয়ে ঢুকতে লাগলো। আমি জানালাটা বন্ধ করে দিলাম, ধুলাবালিতে ঘর নোংরা হবে ভেবে। কিন্তু বন্ধ কাচের জানালার দুটি পর্দাটা দুই হাত দিয়ে দুদিকে সরিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকালেই মনে হয়, মেঘলা আকাশের সাথে মানুষের মনের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। হৃদয়ের গহিনে থাকা ভুলে যাওয়া কত স্মৃতিরা জেগে ওঠে সেই মুহুর্তে! আবার কখনো কখনো অকারণেই মন খারাপ হয়। অযথাই কত কি করতে ইচ্ছে করে! ঠিক এরকমই এক মেঘলা দিনে আমার সাথে রাজুর বিয়ে হয়েছিল।

রাজু দেখতে লম্বা, গায়ের রঙ শ্যামলা। বয়সও বেশি না। আমার চেয়ে মাত্র পাঁচ বছরের বড়। তখন ওকে দেখে ভীষণ ভালো লেগে যায়। ওকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়। ওর হাসি, ওর চাহনি, কথা বলা সবকিছুই ভালো লাগতো। আমার দু'চোখে তখন আকাশ ভরা স্বপ্ন। আমি তখন কোমরে আঁচল গুঁজে কাজ করি ছোট্ট সংসারে। সংসারে সুখ আর সোহাগের কোনো কমতি ছিলো না। শুধু স্বামী আর আমি। বিয়ের পর দিনগুলো বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছিল।

রাজু ভালো গাইতেও জানতো। খুব মিষ্টি কন্ঠ তাঁর! এলাকায় গানের একটা সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলো সে। প্রায় সময়ই গানের অনুষ্ঠান থাকলে দলবল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছুটে যেতো। গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলতো। ঢাকার বাইরে গেলে কখনো কখনো দুই-তিন দিন পর বাড়ি ফিরতো। আয়-উপার্জন যা করতো তাতে সংসার কোনোভাবে চলে যেতো। এখানে বাবার বাড়ির মতো এতো অভাব ছিলো না। তিনবেলা খাবারের জন্য হা-পিত্যেশ করতে হতো না।

তখন যৌবনের জোয়ারে মাতাল শরীর। দেহের ভাঁজে ভাঁজে ঝরে পড়ে কাম। সময়ে-অসময়ে বাইরে থেকে ফিরেই রাজু আমার শরীরে হাত দিতো। জড়িয়ে ধরতো। আদর করতো। আমার ভালো লাগতো।

একসময় ঘর আলো করে এলো আমাদের মেয়ে রেশমা। কিন্তু রাজু তখন গানের দল নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। সকালে বাসা থেকে বের হলে গভীর রাতে বাসায় ফিরে। বাসায় ফেরার পরও আমার বা রেশমার প্রতি তার তেমন কোনো মনোযোগ ছিল না। অকারণেই রেগে যেতো। সংসারের কোনো প্রয়োজনীয় কথা বললেও বিরক্ত হতো। দিনের পর দিন আমরা যেন তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিলাম।

এ অবস্থা থেকে মুক্তির কোনো উপায় না দেখে একসময় মায়ের বাড়িতে গিয়ে উঠি।

কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না। দুই মাস কেটে যাবার পরও রাজু আমাদের খোঁজ নিতে আসে নি। এদিকে প্রতিবেশী, আত্মীয়- স্বজনেরা নানা কথা বলাবলি করে। তাদের ধারণা রাজু আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই ধারণাকেই সত্য মেনে পুরো বস্তি জুড়ে প্রচার চলতে থাকে।

অন্যদিকে একার উপার্জনে দুই বোনকে নিয়ে সংসার চালাতে মায়ের খুব কষ্ট হতো। তার মধ্যে আবার যোগ হয়েছি আমি আর আমার মেয়ে রেশমা। মা বেশ কিছুদিন ধরে পুরনো কাজের পাশাপাশি বাসার কাছেই গাজিপুরের একটা সোয়েটার ফ্যাক্টরী থেকে অল্পস্বল্প কিছু কাজের অর্ডার এনে এলাকায় গরিব মানুষদের দিয়ে করিয়ে নেন। সেইখান থেকে যে কমিশন পান তাতে দু-বেলা মুখে ভাত জোটে। সারাদিন মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে একবার কাজ দিয়ে আসেন আবার তাদের কাজ শেষ হলো কিনা গিয়ে দেখেন! নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ জমা না দিলে পরে আর কাজ পাওয়া যাবে না,তাই কী

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

আবদুস শহীদের কবিতা

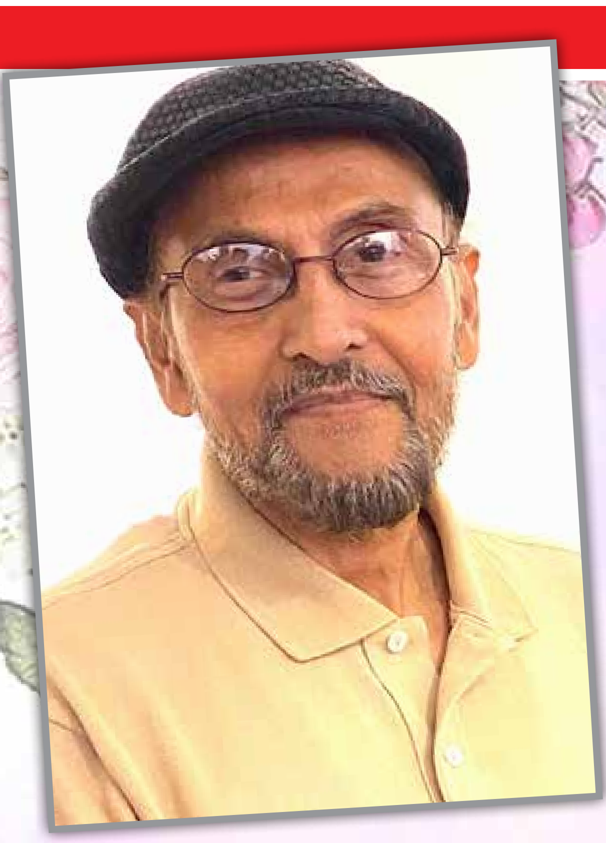

মৃত্তিকার অতলে বসবাস

আমার কোন বাড়ি নেই
যে গৃহে আমার বসবাস
আজ কিংবা আগামীর আহ্বানে যেখানে বাড়ি পাবো,
সেখানেই হবো পরবাসী।

আপন গৃহে পরবাসী থেকে
জীবনের সন্ধিক্ষণ পার হয়ে গেল। স্বপ্নের সীমানা পেরিয়ে
আমি আমাতেই আছি।

রক্তে ঘামে প্রবাসে বেধেঁছি যে ঘর
আমি কার কে আমার
নেই কোন উত্তর।

আমি আমাতেই আছি
যে আবাস ছিল আপন, ভুলে গেছি পরের ভেবে।
নরম মৃত্তিকায় পোতা ছিল শিকড়
সন্ধান করিনি কখনও।

কংক্রিটের দেয়ালে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও
খুঁজে পাইনি আমায়, আমি পরবাসী।
আপন গৃহে করেও বসতি আমি নির্ঘাত পরবাসী।

বাড়ি সম্পদ ভোগ করে কেউ পায়না আপন ঠিকানা,
আমি যেন সজ্ঞানে অচেতন হই
মুখ তোলে আকাশ, নক্ষত্র দেখি।
হঠাৎ দেখি একটি তারা খসে পড়ার দৃশ্য।
চমকে উঠে ভাবি হয়তো বা আমারই পতনের শুরু
আপন গৃহের অনন্ত ঠিকানায়।

কোথায় হবে কেমন হবে তা তো কেউ জানেনা।
কখন আমি, আমিত্বে রূপান্তরিত হয়ে যাবো
তা নিজেও জানিনা।

আপন গৃহে নিঘুম হয় সময়ের ব্যবধানে।
মনে হয় ঘুমেরও নিজস্ব শরীর আছে।
কান বধির করা মধ্যরাতে ভোঁ বাঁজিয়ে বলছে কেউ,
বেড়িয়ে যাও, এ তোমার ঔদ্ধত্যপনা।
বুঝা গেল আপন গৃহেও আমি পরবাসী।

নির্বাণ

কখনো ভাবি কৃষ্ণচূড়ার মতো জ্বলে উঠুক হৃদয়ের স্পন্দন
কখনো বৃষ্টির কাছে প্রশ্ন করে খুঁজি
রাতের নির্জনতার কথা
স্যাঁতসেঁতে বিকেলে দেখি ঘষা সেলেটের
মতো ধোঁয়াটে কালো আকাশ।

একবার উঁকি দিল সূর্যটা,কিন্তু আবার
ব্যাডমিন্টনের কর্কের মত ঝুলে পড়ল কোথাও
শুধু একরাশ ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে
নিশাচর হয়ে আমাকে আহবান করল।

নারিকেল পাতার শণ শণ শব্দের ঘোরে নিমজ্জিত আঁখি আমাকে জানান দিল,
প্রেম নামের শব্দগুচ্ছ হীরের চেয়ে ও দামী।
তাইতো তোমার হৃদয়ে রক্ষিত ভাস্কর্যগুলো
খুঁটে খুঁটে দেখে নিয়েছি।

তবুও দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়ে যায় শ্রুতির অতীত
বিদগ্ধ বাসনার স্বপ্নিল মূর্ছনায় যৌবনের ঘ্রাণ,
শিশির ভেজা মাটির ঘ্রাণ নিয়ে যোজন পথ
যেন পাড়ি দিচ্ছি অনিন্দ সুন্দরকে ভালবেসে।

ওরা আজও খুঁজে ফেরে

নদীর জলে ভেসে উঠে এক নিখুঁত প্রতিবিম্ব
মনে হয় জোড়া মানবদেহ ভাসছে
দুষ্ট জীবেরা নিষিদ্ধ বই পাঠ করছে
দুষ্ট জীবের পিঠে সওয়ারী-ওরা কারা!

পানীয় আর একাকিত্ব একত্রে সৃষ্টি করে এক অমানিশার রাত।
বাঁশবন শণ শণ করছিল দখিনা হাওয়ায়
গাছের পাতারা ঘুমিয়ে পড়েছিল,
প্রকৃতির বুক ভেঙ্গে কেবলই বাজে শুধু মায়ার ছলনা।

সম্মুখে দেখি একটি রাত গাঢ় অন্ধকার নিয়ে
নিশব্দে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে।
পরিষ্কার শুনা যাচ্ছে মানুষ কিংবা প্রাণী নয়
একটা নষ্ট রাতের পায়ের শব্দ, ভুবন ভরে আছে
ফাগুন রাতের সফেদ বরন জ্যোৎস্নায়।
শুধু শরৎ বহে যায় কাশবনে ঢেউ তুলে।

পাতাহীন বৃক্ষ কখনও ফুলকে ছুঁয়ে যায় না
সবুজের বৃক্ষরাজি হয়েছে আজ দেশান্তরী
ঘাস ফরিঙের হুল ফুটেছে আলোর পাঠশালায়
ওরা আজও শুনে অরণ্যের সবুজায় বৃক্ষের গর্জন
সূর্যের দিঘলতায় লাফিয়ে উঠছে ওরা।

বিশুদ্ধতার কিছু স্বপ্ন

প্রতিকূল বাস্তবতার ভেতরেও স্বপ্নগুলো জেগে থাকে
তিল তিল করে
কুয়াশার ভেতরে অভিসারে যাওয়ার স্বপ্ন নয়
অঙ্গুলি হেলানো ছারখার হয়ে যাওয়া একটা জনগুষ্টির
স্বপ্ন নয়।
বোমা বিক্ষত রক্তাক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন নয়
দীর্ঘশ্বাসে বিদীর্ণ বিবর্ণ আকাশের স্বপ্ন নয়
আমি কোন যন্ত্রণায় ঘেরা স্বপ্ন দেখিনা
সংগ্রাম আর সংঘর্ষের রক্তক্ষয়ী স্বপ্ন নয়।

ইঁচড়ে পাকা সন্ত্রাসী সমাজের স্বপ্ন নয়
আমি শুধু স্থুল আনন্দের আর মৃদু হাসির স্বপ্নের কথা বলছি।
ভালবাসার সোনায় মোড়ানো একটি সুস্থ হৃদপিন্ডের
স্বপ্নের কথা বলছি।

দীর্ঘদিন অন্ধ চোখে সুরভিত কিছু স্বপ্ন দেখার কথা বলছি।
অন্ধকারে নিমজ্জিত জনগুষ্টির পথে তড়িৎ
বিদ্যুত চমকের স্বপ্নের কথা বলছি।
একটা সুন্দর সকাল আসুক আগামীকাল
আমি সেই আগামীর স্বপ্নের কথা বলছি।

ঝরা পাতার মর্মরে পথে

তুমি কীভাবে কেন নিরুদ্দেশ হবে?
কীভাবে পালাবে নিজের আঙিনা থেকে
ঝরা পাতার গায়ে মর্মরে শব্দ তুলে
তুমি পালাবে সবুজের ছায়া ছেড়ে, কিন্তু কেন?

ঝরা পাতার বৃক্ষরাজি বাসন্তী রঙে হয় রাঙা
ঝরা পাতা তবুও বলে, দেখা হবে গোধূলি বেলা
সবুজের টান ফুরালে ঝরা পাতারা হয় মৃত
ঋতুর টানে ফিরে আবার হয় সমাদৃত।

খয়েরি আভা ছড়িয়ে অতি ক্লান্ত তুমি
অপরিচিত রোদ হঠাৎ অশনিপতন ঘটিয়ে ক্ষণিকের মধ্যে অন্ধকারে ঢেকে দেয় প্রিয় মুখ
চেনা শহর সুবিশাল দিগন্তে, তবে কেন তুমি
নিরুদ্দেশ হবে?

দূর থেকে শুনতে পাই মৃত্যু পথযাত্রীদের শব্দ
শুকনো পাতা ঝরায় কানের গভীরে কে যেন বলে,
মাড়িয়ে যা তাদের-ওরা তো এখন মৃত
ঝরা পাতারা তখন কান্না লুকোয় বৃষ্টির শব্দে! তবে কেন
তুমি নিরুদ্দেশ হবে?

কারা যেন হাসতে হাসতে মাড়িয়ে যায় শুকনো পাতা
ঝরাপাতাও সেজে ছিল তার প্রিয়ার প্রয়োজনে,
আজ সে ঝরে গেল কারণ অকারণে, তবে কেন তুমি নিরুদ্দেশ হবে?

মেঘ যাদের বাঁচতে শেখায়,
বাতাস তাদের আবারো ঝরায়
বৃষ্টি ভেজা ঝরা পাতা, ভেজা শালিকের ডানা
আমিও হবো ঝরা পাতা, মুছে দেব সব ছায়াপথ
বৃষ্টি ভেজাবে মর্মরে পাতা, কুয়াশায় নেবে শপথ।
তবে কেন তুমি নিরুদ্দেশ হবে?

আমিও এবার বদলে যাব, বদলে দেব সেসব রাত
ঝরা পাতা বৃষ্টি নামাস, সৃষ্টিতে করিস সুপ্রভাত
এলোমেলো ভাবনাগুলো শব্দ হয়ে নিচ্ছে রূপ
চোখ ফেরালে স্বপ্ন দেখি বাঁচার আশায় বাঁধি বুক।

মূল্যস্ফীতি থেকে মন্দা: বিশ্ব ও বাংলাদেশ

আসজাদুল কিবরিয়া

দেশে দেশে মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি রুখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এ বছরের শুরু থেকেই একের পর এক সুদের হার বাড়িয়ে চলেছে। চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে বিশ্বের বড় দেশগুলোতে নীতি সুদের হার দুই থেকে চারগুণ বাড়ানো হয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ মার্চ মাস থেকে দফায় দফায় সুদহার বাড়িয়েছে। ফলে এই হার শূন্য থেকে এখন ৩ দশমিক ২৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৮ দশমিক ৬০ শতাংশ যা ছিল ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসের পর সর্বোচ্চ। একইভাবে ব্যাংক অব কানাডা, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংক (ইসিবি), রিজার্ভ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়াসহ আরো কয়েকটি বড় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতিসুদের হার কয়েক দফা বাড়িয়েছে। গড়পরতা হিসেবে জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে এদের প্রায় সবারই নীতি সুদহার ছিল শূন্য থেকে এক শতাংশের মধ্যে। সেপ্টেম্বরের শেষে এসে বেশিরভাগেরই সুদহার দুই শতাংশের ওপরে চলে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় তা তিন শতাংশ ছাড়িয়েছে।

মুদ্রানীতির প্রধান হাতিয়ার হলো নীতি সুদের হার যা বাড়ানো হলে বাজারে মুদ্রার সরবারহ কমিয়ে আনা সম্ভব বলে ধরে নেয়া হয়। আর এই মুদ্রার বা টাকার জোগান কমলে তা সামষ্টিক চাহিদা কিছুটা কমিয়ে দেয়। এর প্রভাবে মূল্যস্ফীতিও কমে আসে। এটাই হলো অর্থনীতির তত্ত্ব। সে কারণেই উচ্চ মূল্যস্ফীতি বাগে আনতে সুদহার বাড়ানোর পথে হাঁটা একটি চর্চিত বিষয়। উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি ভারত, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্কের মতো অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকও এ বছর বিভিন্ন সময়ে নীতি সুদহার বাড়িয়েছে মূল্যস্ফীতির চাপ সামাল দিতে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) মনে করে, প্রধানত খাদ্য ও জ্বালানির ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতির আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে ।

২০২১ সালের শুরু থেকেই মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে যা এরপর টানা ১৮ মাস ধরে অব্যাহত আছে। আর এই সময়কালে বিশ্বজুড়ে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় যতোখানি বেড়েছে, তা এর আগের পাঁচ বছরেও বাড়েনি।

এখন দেখা যাচ্ছে, ক্রমাগত সুদহার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি প্রশমণ করার লড়াইটা বিশ্বকে মন্দার দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। সহজভাবে বললে, সুদহার বাড়ার ফলে ঋণ ও অর্থায়নকে ব্যয়বহুল করেছে যা আবার উৎপাদন ব্যয় বাড়াচ্ছে। এতে মোট উৎপাদন কমে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা (আঙ্কটাড) প্রকাশ করেছে বাণিজ্য ও উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২২। তাতে বলা হয়েছে, উন্নত দেশগুলো যেভাবে তাদের মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি পরিচালনা করছে, তা বিশ্বকে একটি মন্দার দিকে ঠেলে দেয়ারও অর্থনৈতিক বদ্ধাবস্থা (স্ট্যাগফ্লেশন) দীর্ঘায়িত করার ঝুঁকি তৈরি করেছে।

এর ফলে যে ক্ষতি হবে তার মাত্রা ২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকট ও ২০২০ সালে কোভিড-১৯ জনিত আঘাতের চেয়ে বেশি হতে পারে। আঙ্কটাড মনে করে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ফেডারেল রিজার্ভের সুদহার বৃদ্ধির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর (চীন বাদে) ভবিষ্যত আয় ৩৬০ বিলিয়ন ডলার পরযন্ত কমে যেতে পারে।

সাধারণত কোনো দেশে টানা ছয় মাস বা পর পর দুই প্রান্তিক মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) কমে গেল বা প্রবৃদ্ধির বদলে সংকোচন দেখা দিলে সেই দেশটি মন্দাক্রান্ত হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়।

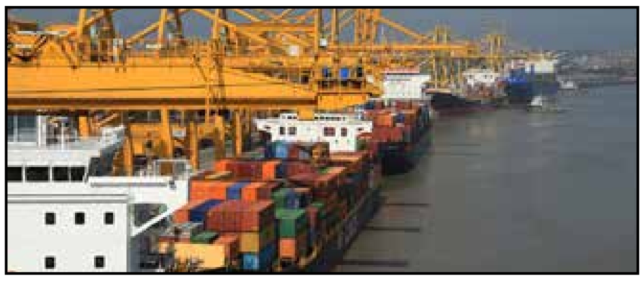

আঙ্কটাডের এই প্রতিবেদন প্রকাশের আরো প্রায় তিন সপ্তাহ আগে বিশ্বব্যাংক 'ইজ গ্লোবাল রিসেশন এমিনেন্ট' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, মূল্যস্ফীতি মোকাবিলা করতে গিয়ে বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো যেভাবে সুদহার বাড়াচ্ছে, তাতে ২০২৩ সালে পৃথিবী মন্দার মধ্যে পড়বে।

পাশাপাশি উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেখা দিতে পারে আর্থিক সংকট। উচ্চ মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির গতি এখন শ্লথ হয়ে এসেছে । এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর মাধ্যমে সৃষ্ট যুদ্ধ ও এর জের ধরে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে খাদ্য ও জ্বালানি মূল্যের ওপর। ফলে মূল্যস্ফীতির চাপ বেড়ে গেছে। আবার বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হয়েছে।

খোদ বড় বড় কেন্দ্রীয় ব্যাংকও এখন চিন্তিত হয়ে পড়েছে এজন্য যে সুদহার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতিকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না, বরং মন্দার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বুন্দেসব্যাংক বা জার্মানির কেন্দ্রীয় ব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছে যে ২০২৩ সালে জার্মানি শুধু উচ্চমূল্যস্ফীতিই মোকাবিলা করবে না, একই সাথে মন্দাক্রান্ত হবে।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি : এরকম একটা প্রতিকূল বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোও বেশ চাপের মধ্যে পড়েছে তা বলাই বাহুল্য। মূল্যস্ফীতির চাপে সাধারণ মানুষের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। মূল্যস্ফীতির হার এতোটাই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এখন পরযন্ত (অক্টোবর ৫, ২০২২) আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মূল্যস্ফীতির উপাত্ত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেনি। তবে পরিকল্পনা মন্ত্রী এক অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান উল্লেখ না করে এটা স্বীকার করেছেন যে আগস্টের মূল্যস্ফীতির হার চড়া ছিল, যা সেপ্টেম্বরে কিছুটা কমেছে।

মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী প্রবণতার কারণেই বাংলাদেশ ব্যাংক রেপোর হার (ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যে হারে টাকা ঋণ নেয়) ৫ দশমিক ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ দশমিক ৭৫ শতাংশে উন্নীত করেছে যা অক্টোবরের প্রথম দিন থেকে কারযকর হয়েছে। এর আগে এ বছর মে ও জুন মাসে দুই দফায় একই মাত্রায় রেপোর হার বাড়ানো হয়েছিল।

তবে সামান্য মাত্রায় রেপোর হার বাড়ানো হলেও তা মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়। আর এই নীতি সুদহার বাড়লেও বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত ও ঋণের সুদহার যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ৯ শতাংশ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তার মানে হলো, মুদ্রাবাজারে এক ধরণের বিকৃতি আরোপ করা হয়েছে যা মুদ্রানীতির সুফল বয়ে আনা দুরূহ করে তুলেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, ক্রমাগত সুদহার বাড়ানোর ফলে উন্নত দেশগুলোতে যে মন্দার আভাস মিলছে, বাংলাদেশে একইরকম কিছু হতে পারে কিনা বিশেষত যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যদের সাথে তাল মিলিয়ে সুদহার বাড়ানোর পথে হাঁটেনি। উত্তরটা খুঁজতে অর্থনীতির আরো কয়েকটি সূচকের দিকে তাকাতে হবে।

প্রথমত, চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) পণ্য বাণিজ্যে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪৫৫ কোটি ডলার যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল প্রায় ৪২৯ কোটি ডলার। আবার সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসী আয়ে (রেমিট্যান্স) কমেছে ১০ শতাংশ। মূলত জুলাই থেকেই এটি কমা শুরু হয়েছে। একইভাবে সেপ্টেম্বরে রপ্তানি কমেছে ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ যদিও প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক আছে।

দ্বিতীয়ত,বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের ক্ষেত্রে বড় ধরণের অস্থিরতা বিরাজ করছে। টাকার বিপরীতে ডলারের দর হু হু করে বেড়ে গেছে গত কয়েক মাসে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত বিনিময় হার ডলার প্রতি ১০৫ টাকা হলেও বাস্তবে ব্যাংকে তা ১১০ টাকার ওপরে তিন মাস আগেও যা ১০০ টাকার নিচে ছিল। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও কমে গেছে। জুন শেষে যেখানে এটি ছিল প্রায় চার হাজার ২০০ কোটি ডলার তা সেপ্টেম্বর শেষে নেমে এসেছে তিন হাজার ৬০০ কোটি ডলারে। মানে সাড়ে ছয় মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো রিজার্ভ কমে হয়েছে পাঁচ মাসের ব্যয় মেটানোর মতো।

দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচকে দুর্বলতা স্পষ্ট

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

বিশ্ব অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির আঘাত

মাইকেল স্পেন্স

মহামারী-পরবর্তী অর্থনীতির উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ বৈষয়িক প্রথা এবং চাপের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত হয়। যার বেশির ভাগই মূলত সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী বিষয়গুলোও রয়েছে যেমন সরবরাহ খাতের বাধা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো এবং চীনের শূন্য কভিড নীতি এসব সম্ভাব্য কিছু ক্ষেত্রে হ্রাস করতে পারে। কিন্তু বৈষয়িক প্রথাগুলো অনেক অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাজারে নতুন ভারসাম্য আনায় নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছুক।

আমরা তৈরি পণ্য এবং মধ্যবর্তী পণ্যগুলোর (বিশ্ব অর্থনীতির ব্যবসাযোগ্য অংশের যথেষ্ট ভাগ) ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি সংকুচিত শর্তগুলো থেকে উঠে আসতে পারছি, যা আগে অব্যবহৃত, স্বল্পমূল্যের এবং উৎপাদনশীল সক্ষমতায় উদীয়মান অর্থনীতির ব্যাপক অংশগ্রহণে পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাজারে সরবরাহ এবং মূল্যবৃদ্ধির সমন্বয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সাড়া পাওয়া যেতে পারে। কেননা গত কয়েক দশকে সরবরাহ বৃদ্ধির বিষয়টি স্পষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং মূল্যস্ফীতির জন্য এমনভাবে চাপ প্রয়োগ করেছে যেন তা অনুমোদন পায়।

কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান অব্যবহৃত উৎপাদনশীল সক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং লক্ষাধিক ভোক্তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ায় বৈশ্বিক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে উন্নত অর্থনীতিতে শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। এটির প্রমাণ পাওয়া খুব বেশি কঠিন নয়। দেখা যাচ্ছে, শ্রমিক ইউনিয়নকে সংঘবদ্ধ করা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিক মাত্রায় তারা সফল হচ্ছে। মালিক পক্ষ এটিকে একপাশে রেখে বর্তমান ও আগামী দিনের শ্রমিকদের হাইব্রিড কাজকে পছন্দ করাকে কঠিন হিসেবেই দেখছে।

এদিকে বিশ্বে বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া জনসংখ্যার একটি দিক রয়েছে। জনগণ দিনে দিনে বয়স্ক হচ্ছে, এদের মধ্যে কেউ দ্রুত বুড়িয়ে যাচ্ছে, বৈশ্বিক জিডিপিতে ৭৫ শতাংশ এর বেশি অবদান রাখা দেশগুলোয় এমনটি হচ্ছে। উপরন্তু দীর্ঘায়ু বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধরনের প্রথা শ্রমশক্তি সরবরাহকে কমিয়ে দিচ্ছে এবং নির্ভরযোগ্যতার হারকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে চাহিদার ক্ষেত্রে কোনো কাটছাঁট করা হচ্ছে না। কিন্তু এসবসহ অন্য বিষয়গুলো বেতন এবং শ্রমের মূল্য বাড়ানোর চাপ বৃদ্ধিতে প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রাখছে। এসব খাত মহামারীর সময় স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম নিরাপত্তা এবং উদ্বেগের সম্মুখীন হয়েছিল, যা যেকোনো অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যবসার উপযোগী নয় এমন খাত হিসেবে প্রচুর কর্মসংস্থানের উৎস ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ২ কোটি এবং শিক্ষা খাতে ১ কোটি ৪০ লাখ চাকরি রয়েছে। যেখানে স্বাস্থ্য সরকারের কাছে দ্বিতীয় কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু অনাকর্ষণীয় কাজের পরিবেশ এবং মহামারীর পর কম ক্ষতিপূরণ কর্মী স্বল্পতার সৃষ্টি করছে। যদিও নতুন বাজার কাঠামোর ভারসাম্য এখনো প্রকাশ পায়নি। কিন্তু যখন এটি হবে, তখন অবশ্যই এসব খাতে কাজ করা জনশক্তির বেতন নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি করবে এবং এর ফলে মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করে প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা হবে। বর্তমানে বড় পরিসরে বৈশ্বিক অর্থনীতি ঘন ঘন জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারী, যুদ্ধ, সরবরাহ খাতে প্রতিবন্ধকতা, ভূ-রাজনৈতিক দুশ্চিন্তা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছে। এ পরিস্থিতিতে সরবরাহ লাইনে বহুমাত্রিকতার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন থাকায় নতুন অর্থনৈতিক নীতি প্রবলভাবে এ প্রথাকে শক্তিশালী করছে। যে দিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে তাতে এসব শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে মূল্য এবং স্বল্পমেয়াদি কার্যকারিতা এবং তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নতুন বহুমাত্রিক সরবরাহ চেইন অত্যধিক স্থিতিস্থাপক হলেও অনেক বেশি ব্যয়বহুল হবে। ভূরাজনৈতিক উদ্বেগ বিশেষ করে এ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।

সরকারগুলো এখন বন্ধুভাবাপন্ন জায়গা থেকে সরে এসে শুল্ক, ভর্তুকি অথবা সরাসরি নিষিদ্ধ করার বিষয়ে কৌশলী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে। নিজ দেশগুলোর ব্যবসার প্যাটার্নকে কৌশলগত অংশীদারত্ব এবং অধিক নির্ভরযোগ্য সহযোগীদের কাছে স্থানান্তর এটির উদ্দেশ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে খণ্ডভাবে ব্যবসা ও আর্থিক সংস্থানের উঠতি ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অথবা সংঘাতে সম্ভাব্য ভাঙনের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

এসব নীতির নিরাপত্তাজনিত কার্যকারিতা নিয়ে যে কেউ বিতর্ক করতে পারে। তারা স্পষ্টভাবে মূল্যস্ফীতির পক্ষে, যেটি তাদের সাপ্লাই চেইনকে সর্বনিম্ন মূল্যের সূত্র থেকে সরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যা চরমভাবে বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তীরে ভেড়ার প্রক্রিয়া। যে নীতিকে এক্ষেত্রে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে তা কেবল যে খাতগুলোয় চরম অর্থনৈতিক এবং জাতীয় নিরাপত্তার দুর্বলতাকে প্রদর্শন করা হচ্ছে এমন ক্ষেত্রেই ন্যায়সংগত হবে।

উদাহরণ হিসেবে রাশিয়া ইউক্রেনে যুদ্ধ পরিচালনা করায় ইউরোপ প্রাসঙ্গিকভাবে রাশিয়ার জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা শেষ করে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দ্রুত বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে। এ প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুতের মূল্য বাড়িয়ে দেবে, যতক্ষণ না নবায়নযোগ্য বিদ্যুত্শক্তি বর্তমান সময় থেকে আগামী কয়েক দশকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন হবে এবং এটি পরবর্তী কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত মূল্যস্ফীতির চাপ বয়ে আনবে।

যেমন ডলার শক্তিশালী হওয়ায় পণ্যসামগ্রীর মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে ডলারের মাধ্যমে আমদানি করা খাদ্য এবং জ্বালানি তেলের মূল্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মূল্যস্ফীতির পরিবর্তিত ঢেউয়ে দেশগুলোয় বৃহৎ আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রভাব বিশেষ করে নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শক্তিশালী হয়েছে, যেখানে খাদ্য এবং বিদ্যুতের সমষ্টিগত চাহিদা ও বসবাসের খরচে পারস্পরিক ব্যাপক চাহিদা মোকাবেলা করতে হয়। এরই মধ্যে এ দেশগুলো খাদ্য, বিদ্যুৎ এবং ক্রয়ক্ষমতার সংকটের মুখোমুখি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক জরিপে প্রমাণ হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিগুলো অনেক বেশি ঘনীভূত হচ্ছে, যা প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এ ইস্যুর ভিত্তিতে যে কেউ বিতর্ক করতে পারে। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের টমাস ফিলিপন প্রতিযোগিতাপূর্ণ নীতির ব্যর্থতাকে অনেকাংশে দোষারোপ করেছেন। কিন্তু এখানে সামান্য দ্বিধা রয়েছে যে এ মূল্যস্ফীতি বাজারের মনোযোগকে বড় সমস্যায় পরিণত করতে পারে কিনা। অর্থনৈতিক তত্ত্ব আমাদের বলে প্রবল প্রতিযোগিতাসম্পন্ন বাজারে মূল্যস্ফীতি উৎপাদনশীলতা অর্জন করার দিকেই ধাবিত করে। কিন্তু এ প্রণোদনা বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কারণে অকার্যকর হয়ে থাকে, যেখানে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে প্রান্তিক সীমারেখা থেকে বর্ধিত সক্ষমতাকে মূল্যবৃদ্ধির উল্লম্ফনের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করে।

চূড়ান্তভাবে মহামারীর সময় থেকে ঋণের মাত্রা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বর্ধিত আকারেই রয়ে গিয়েছে এবং বর্তমান সুদের হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারি কোষাগার চুক্তিবদ্ধ থাকতে চাচ্ছে কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ আগামী তিন দশকে বার্ষিক আনুমানিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রত্যাশা করে। যদিও আর্থিক সংস্থানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঋণ রয়েছে, যা সমষ্টিগত চাহিদার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়ে এরই মধ্যে সরবরাহকে সীমাবদ্ধ করেছে এবং বৈশ্বিক পরিবেশের ক্ষেত্রে এটি অতিরিক্ত মূল্যস্ফীতির চাপ তৈরি করবে।

বৃহৎ আকারের উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্র এসব মূল্যস্ফীতির চাপের সমন্বিত প্রভাবকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলবে। এক্ষেত্রে ডিজিটাল এবং জীববিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তাদের উন্নয়ন এবং চক্রাকার কার্যক্রমে সময় লাগবে। অন্তর্বতী সময়ে আমরা মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমিত করতে কার্যকর স্থিতিশীল সরবরাহের ওপর দীর্ঘসময় নির্ভর করতে পারব না। এ কাঠামোয় সরকারের রাজকোষ এবং আর্থিক নীতিকে অবশ্যই নতুন ও কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার জন্য সাযুজ্যপূর্ণ হতে হবে। [স্বত্ব:প্রজেক্টসিন্ডিকেট] মাইকেল স্পেন্স: অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী; স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর, হুভার ইনস্টিটিউশনের জ্যেষ্ঠ ফেলো এবং জেনারেল আটলান্টিকের সিনিয়র অ্যাডভাইজর। ইংরেজি থেকে ভাষান্তরিত

বারী সুপার মার্কেট

BARI SUPERMARKET
WE CARE FOR YOUR NEEDS

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

GUARANTEED HALAL حلال FOOD QUALITY

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি
ও ফুড ষ্ট্যাম
গ্রহণ করি

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI & BARI · BARI CHARITY FOUNDATION

ria Money Transfer
দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে টাকা পাঠানো হয়

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Passion of Seniros of NY Inc.

Your Health Our Care

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

আমলাতন্ত্র : সেবায় কৃপণ, ঔদ্ধত্যে উদার?

হারুন উর রশীদ স্বপন

সম্প্রতি ডিসি-এসপিরা কি নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতার দৌরাত্ম্য দেখালেন? আর সেই দৌরাত্ম্যে ক্ষুব্ধ হয়ে নির্বাচন কমিশনার আনিছুর রহমান অফিসে যাওয়াই বন্ধ করে দিলেন? আমলাদের এমন ক্ষমতা এবং ক্ষমতার দৌরাত্মের কারণ কী?

গাইবান্ধা-৫ উপ-নির্বাচনেও তারা ক্ষমতা দেখিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনকে তাদের সহযোগিতা করার আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও তারা সহযোগিতা করেননি। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষায় ভোট কেন্দ্রে 'ডাকাত' ঢুকে যায়- যা থামানোর দায়িত্ব ছিল পুলিশ ও প্রশাসনের। সাবেক নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ বলেন, ‘‘৮ অক্টোবর নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে ডিসি-এসপিরা শিয়ালের মতো একযোগে যা করেছে তা তো ঔদ্ধত্য। আর গাইবন্ধার উপ-নির্বাচনে তাদের অসযোগিতাও পরিষ্কার। সিসি ক্যামেরার অনেক লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। পুলিশ বলবে, আমরা দেখিনি। তারা আসলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়। এটা অশনি সংকেত।’’

তাদের এমন প্রবণতা তৃণমূল থেকে সব পর্যায়েই লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ মানুষ থেকে জনপ্রতিনিধি সবাই এর ভুক্তভোগী। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের সংগঠন উপজেলা পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হারুন অর রশীদ বলেন, ‘‘আইন হয়েছে, সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে যে উপজেলার ১৭টি প্রশাসনিক বডির প্রধান হলেন উপজেলা চেয়ারম্যান। তারপরও ডিসিদের সহযোগিতায় ইউএনওরা তা ছাড়ছেন না। তারা ওই প্রতিষ্ঠানগুলো কুক্ষিগত করে রেখেছেন।’’

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব শেখ ইউসুফ হারুন মনে করেন, এই সরকারের আমলে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা শতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাদের সেবার মান বাড়েনি। তার কথা, ‘‘সমাজে যখন সব ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা, তার প্রভাব প্রশাসনেও আছে। নির্বাচন কমিশনের সভায় তারা যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তা শৃঙ্খলা-বিরোধী।’’

বেতন-ভাতা আর সুবিধায় শীর্ষে

বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন ১০ বছরে দুই গুণেরও বেশি বেড়েছে। সুযোগ-সুবিধাও অনেক। তারা এখন বাড়ি-গাড়ির জন্য বলতে গেলে বিনা সুদে ঋণ পান। পদোন্নতি, বিদেশে প্রশিক্ষণ, মোবাইল ফোন কেনা ও ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ, অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারে নমনীয়তাসহ অনেক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন তারা। এখন বাংলাদেশে যে-কোনো পেশার চেয়ে সরকারি চাকরি তাই আকর্ষণীয়। আর ক্ষমতার হিসাব করলেও তো তাদের ধরা বা ছোঁয়া যায় না। তাই শুধু নির্বাচন কমিশনে কেন, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত তাদের ক্ষমতার দৌরাত্ম্য দেখার মতো। জন প্রতিনিধিরাও তাদের কাছে এখন আর গুরুত্ব পান না।

বেতন-ভাতা বৃদ্ধি

২০১৫ সালে সরকারি কর্মকর্তা- কর্মচারিদের মূল বেতন গ্রেড ভেদে ৯১ থেকে ১০১ শতাংশ বাড়ানো হয়। ২০১৮ সালের নতুন কাঠামো অনুযায়ী, প্রথম গ্রেডে সর্বোচ্চ মূল বেতন ৭৮ হাজার টাকা আর ২০তম গ্রেডে সর্বনিম্ন মূল বেতন আট হাজার ২৫০ টাকা। আগে সরকারি কর্মচারীরা সর্বোচ্চ ৪০ হাজার টাকা ও সর্বনিম্ন চার হাজার ১০০ টাকা মূল বেতন পেতেন। সরকারি কর্মকর্তাদের বর্তমান মূল বেতনের সঙ্গে ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা অনেক। ঢাকা সিটি এলাকায় বাড়ি ভাড়া দেয়া হয় মূল বেতনের শতকরা সর্বোচ্চ ৬৫ ভাগ। আর ঢাকার বাইরে ৫৫ ভাগ।

বাড়ি-গাড়ির সুবিধা

আগে শুধু যুগ্ম সচিব পর্যন্ত কর্মকর্তারা গাড়ির সুবিধা পেতেন। ২০১৯ সাল থেকে উপসচিবরাও গাড়ির জন্য সরকার থেকে সুদমুক্ত ৩০ লাখ টাকা করে ঋণ পাচ্ছেন। একই সঙ্গে পাঁচ শতাংশ সুদে সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ টাকার গৃহঋণ পাচ্ছেন তারা। তবে চাকরিরত অবস্থায় কোনো সরকারি কর্মচারি মারা গেলে ওই কর্মচারির উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে সরকার গৃহঋণের টাকার আসল, সুদ ও দণ্ড সুদ কিছুই ফেরত নেবে না। কোনো কর্মচারি পঙ্গু হয়ে অবসরে গেলেও একই সুবিধা পাবেন।

যেসব অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পেনশনের পুরো টাকা তুলে নিয়েছেন, অবসরের তারিখ থেকে ১৫ বছর পার হলে তাদেরও মাসিক ভিত্তিতে আবার পেনশন দেবে সরকার। শুধু তাই নয়, প্রতি বছর পাঁচ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্টও পাবেন তারা।

দুর্নীতি দমন কমিশনের ১০ম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারিদের মাসিক ঝুঁকি ভাতা এবং পুলিশ পরিদর্শকদের জন্য 'বিশেষ ভাতা' চালু আছে।

ফোন, ইন্টারনেট, পিয়ন, বাবুর্চি, এসি

মন্ত্রিপরিষদ সচিবসহ সব সচিব ও সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের বাসায় আগে বাবুর্চি ও নিরাপত্তা প্রহরী থাকলেও এখন বাবুর্চি ও নিরাপত্তা প্রহরীর বদলে সচিবেরা এখন ১৬ হাজার করে প্রতি মাসে মোট ৩২ হাজার টাকা ভাতা পান। সচিবদের জন্য ৭৫ হাজার টাকা করে মোবাইল ফোন কেনা এবং ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ হিসেবে মাসে ৩ হাজার ৮০০ টাকা করে বিল দেয় সরকার।

একজন সচিব প্রয়োজন অনুযায়ী শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) পান এবং অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব এবং সিনিয়র সহকারি সচিব ও সহকারি সচিব অফিসে একটি করে এসি ব্যবহার করতে পারেন সরকারি খরচে।

দায়িত্ব ও ক্ষমতা

জেলার ডিসিরা জেলার প্রশাসন, রাজস্ব, বিনোদন, উন্নয়ন, জেলখানা থেকে শুরু করে ৬২টি বিষয় দেখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'অন্যান্য' বলতে একটি বিষয়ও তার মধ্যে রয়েছে। ফলে তাদের দায়িত্বের বাইরে কিছু নেই। ডিসি আইন-শৃঙ্খলা কমিটিরও সভাপতি। একই সঙ্গে তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ফলে তার দায়িত্বের বাইরে তেমন কিছু নেই। আর এটাই আবার ডিসিদের ক্ষমতার উৎস।

আর ইউএনওরা উপজেলা পর্যায়ে একই ধরনের দায়িত্বে রয়েছেন, যা তার ক্ষমতার উৎস। উপজেলা চেয়ারম্যানদের আইন করে উপজেলায় ১৭ ধরনের সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান করা হলেও তাদের তাদের সে ক্ষমতা ইউএনওরা না দিয়ে কুক্ষিগত করে রেখেছেন বলে অভিযোগ। ইউএনওদের ৭২ ধরনের দায়িত্বের মধ্যে পাবলিক পরীক্ষাও রয়েছে। তারা উপজেলার প্রধান নির্বাহী। এগুলো তাদের ক্ষমতাবানও করেছে। ডিসি ইউএনওদের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার ক্ষমতাও আছে। ইউএনও একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটও।

সিআরপিসির ১৯৭ ধারায় সরকারি কর্মকর্তারা সরকারি দায়িত্ব পালকালে কোনো অভিযোগে অভিযুক্ত হলে সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোনো আদালত সেই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আমলে নিতে পারে না। কোন আদালতে এই মামলার বিচার হবে, তা সরকার নির্ধারণ করে দেয়। তারপরও 'সরকারি চাকরি আইন-২০১৮' নামে একটি আইন করে তাদের গ্রেপ্তারের আগে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার বিধান করা হয়। যদিও সম্প্রতি উচ্চ আদালত বলেছে, এই অনুমতির প্রয়োজন নেই। তবে উচ্চ আদালতের এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হয়েছে। ফলে আমলারা এক ধরনের দায়মুক্তি পান।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ মনে করেন, ‘‘এই আইনি কাঠামোর সঙ্গে তাদের এখনকার রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকার তাদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করায় তারা রাজনৈকিভাবে ক্ষমতাবান হয়েছে। তারা এখন ক্ষমতাসীন এমপিদের সঙ্গে মিলেমিশে আরো ক্ষমতাবান হয়েছেন। তারা এখন ক্ষমতাসীনদের বাইরে কাউকে গুণছে না।’’ তারপরও তারা সন্তুষ্ট নন। ডিসি-এসপিরা বিচারিক ক্ষমতাও চান।

সংকট কোথায়?

সাবেক সিনিয়র সচিব শেখ ইউসুফ হারুন মনে করেন, সবখানেই এখন অধঃপতন। প্রশাসনও তার বাইরে নয়। এখন সরকারি কর্মকর্তারা

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

……

দুর্বল সরকার ও রাজনীতির কারণে আমলাতন্ত্রের বাড়াবাড়ি

এম আবুল কালাম আজাদ

বিএনপির শেষ মেয়াদে এক জেলা প্রশাসক চিঠি দিয়ে তার এলাকার সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করলে তাকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তলব করা হয়। জানতে চাওয়া হয় কীভাবে তিনি একজন এমপির বিরুদ্ধে চিঠি দিতে পারেন?

জবাবে তিনি বলেছিলেন, একজন ডিসি হিসেবে তার কর্তব্য সরকার তথা জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা।

এই স্বার্থের পরিপন্থি কাজ কেউ করলে ঐ ব্যাক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা ডিসি হিসাবে তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। ডিসিরা এভাবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন এটাই কাম্য।

তবে পরিস্থিতি আর সেরকম নাই। এখন তারা মন্ত্রী-এমপিদের প্রটোকল দেয়া এবং সরকারদলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেয়াকে বড় দায়িত্ব মনে করেন। ডিসিরা সরকারি দলের এমপি বা নেতাদের সাথে অনেক ঘনিষ্ঠ। ক্ষেত্র বিশেষে তারা নিজেদের বেশি ক্ষমতাবান মনে করে, যার বহিঃপ্রকাশ ইতিমধ্যেই আমরা অনেকবার দেখেছি।

প্রশ্ন হলো, কীভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো?

রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসাবে সকল আমলার গুরুদায়িত্ব হলো সরকার ও জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে তাদের কল্যাণে কাজ করা। কিন্তু তারা সেটা করেন না, অথবা করতে পারেন না। এক্ষেত্রে তারা যত দায়ী তার চেয়েও বেশি দায়ী হলো রাজনীতিবিদরা বা সরকারী দল। একদিকে ক্ষমতাশালী দল যেমন তার স্বার্থে আমলাদের ব্যবহার করে, অন্যদিকে আমলারাও এর হিসাব সুদে-আসলে মিটিয়ে নেন।

সহজভাবে বললে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ডিসিদের, বিশেষ করে নির্বাচনে ব্যবহার করায় তাদের দৌরাত্ম্য অনেক বেড়ে যায়। নিজ গন্ডির বাইরে গিয়েও তাদের তাই অনেক কিছু করতে দেখা যাচ্ছে। তবে এই হিসাবটা বুঝতে হলে কিছুটা পেছনে ফিরতে হবে।

একজন রিপোর্টার হিসাবে সচিবালয়ে দেখেছি সচিবরা মন্ত্রীদের সামনে সমীহ করে কথা বলতেন। মন্ত্রীরা ছিলেন পরিপক্ব, আবার আমলারাও কাজ করতেন দক্ষতার সাথে। ফলে এক ধরনের ভারসাম্য ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর হতে এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আগে মন্ত্রীরা যে টোনে কথা বলতেন, তা বদলাতে থাকে। এমনকি অনেক মন্ত্রীকে দেখা গেছে সচিবের রুমে বসে কথা বলতে, তাদের সাথে বুদ্ধি-পরামর্শ করতে।

সাধারণত জনপ্রশাসন, বিশেষ করে অ্যাডমিন ক্যাডারের অফিসারদের কম-বেশি সব সরকারই নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছে। আওয়ামী লীগও একই কাজ করেছে। তবে নির্বাচনের আগে আমলাদের, বিশেষ করে ডিসি-এসপিদের কদর বেড়ে যায়। ফলে দেখা গেছে, পদ না থাকলেও তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়। দেয়া হয়েছে অন্য সুযোগ-সুবিধা।

এই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে সরকার উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত গাড়ি কেনার জন্য ৩০ লাখ টাকা সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা দেয়ার ঘোষণা দেন। অভিযোগ ওঠে, জাতীয় নির্বাচনে আমলাদের ভূমিকা পালনের জন্য এটা ছিল আগাম পুরস্কার। সে সময় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দিয়ে সব কাজ করানো যায়। ফলে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা একটু বেশি পাবেন, এটাই স্বাভাবিক।

পরবর্তীতে আমরা দেখেছি কীভাবে ইউএনও এবং ডিসিরা নির্বাচনে কী ভূমিকা রেখেছে। এর মধ্য দিয়ে আমলাতন্ত্রকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে ভূমিকার জন্য আমলারা ক্রেডিট নিতে শুরু করে। অনেকে বলতে থাকেন তারাই সরকারকে ক্ষমতায় এনেছেন। আওয়ামী লীগ ও এর নেতারাও তাদের ভূমিকায় খুশি হয়। ফলে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়ার সম্পর্ক তৈরি হয়।

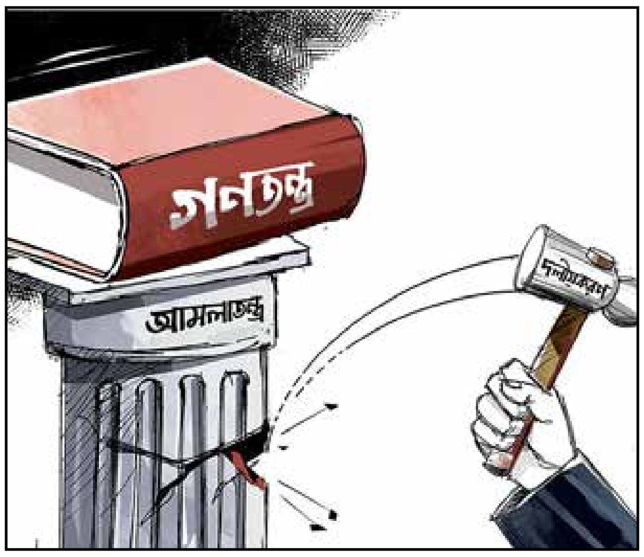

তাই ২০১৮ সালের পর হতে আমলারা নিজেদের অনেক 'ক্ষমতাসীন' ভাবতে থাকে। তারা বুঝে গেছে, এই সরকার তাদের উপর অনেক নির্ভরশীল। ফলে, তারা নিজেদের এখন ক্ষমতার অংশীদার মনে করেন। আর এর বহিঃপ্রকাশও আমরা দেখে থাকি প্রায়ই।

সম্প্রতি ডিসিরা নির্বাচন কমিশনের সাথে এমন আচরণ করার ধৃষ্টতা দেখাতে পেরেছেন, যা তারা কোনোভাবেই পারেন না। নির্বাচন কমিশন হচ্ছে এটা সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং ডিসি-এসপিরা কমিশনের নির্দেশনা মতো চলতে বাধ্য। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে তারা যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহিত সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়েছে এই ঘটনা তারই প্রতিফলন।

ক্ষমতাসীন দলের সাথে এতটাই সখ্য গড়ে উঠেছে যে, ডিসিরা তাদের দায়িত্ব ভুলে গেছেন। যেমন ভোট কেন্দ্রের বুথে কেউ প্রবেশ করলে তার রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা না করে ডিসি বা এসপির দায়িত্ব হলো সরাসরি তাকে আটক করা। কিন্তু তারা কি তা করছেন? না, করছেন না। কারণ, তারা মনে করেন যে, তারা সরকারি দলের অনেক ঘনিষ্ঠ এবং সরকারি দলের লোকজন যা করবে তার প্রতি তাদের সমর্থন থাকতে হবে। এটাকে তারা এখন দায়িত্বও মনে করেন। এছাড়া সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার একটা উপায়, যা তাদের পদোন্নতি ও ভালো পদ পেতে সাহায্য করে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কারণে অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে আমলারা এখন বেশি ক্ষমতা ভোগ করেন। শুধু তাই না, মন্ত্রী-এমপিরাও এখন ডিসিদের তোষামোদ করে থাকে। সরকার প্রধান থেকে শুরু সবাই এখন তাদের উপর অনেক আস্থা রাখছে। ফলে, আমলারা এখন যা চায় তার প্রায়ই সবই পেয়ে থাকে।

বিগত কয়েক বছরে আমলারা একদিকে যেমন ক্ষমতাবান হয়েছেন, অন্যদিকে দুর্বল হয়ে পরেছে রাজনীতিবিদরা। ফলে আমলাদের দৌরাত্ম্য সামনের দিনগুলোতে আরো বাড়বে। এমন অবস্থায় সরকার আগামী দিনে আমলাদের উপর আরো বেশি নির্ভর করবে। আর আমলারাও সে সুযোগটা কাজে লাগাবে, যা কারো কাম্য না। এটা রাষ্ট্র পরিচালনায় এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি করেছে। এই অবস্থা সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক চর্চা বাড়াতে হবে, অন্যদিকে নির্বাচনে আমলাদের খবরদারি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ২০১৮ সালের মতো বিতর্কিতভাবে তাদের আর নির্বাচনে ব্যবহার করা যাবে না। নির্বাচন কমিশন তার ক্ষমতাবলে মাঠ প্রশাসন নিয়ন্ত্রন করবে। ইসির নির্দেশনা অনুযায়ী ডিসি-এসপিরা কাজ করবে। এভাবে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলে রাজনীতি ও রাজনীতিবিদরা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ফলে স্বাভাবিক আমলা বা ডিসিদের দৌরাত্ম্য কমে যাবে এবং শাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্য তৈরি হবে।

-জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সৌজন্যে

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

SUTPHIN BLVD OFFICE:
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

JAMAICA OFFICE:
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

বিবিসি বাংলা রেডিও বন্ধ ও আগামীর সংবাদমাধ্যম

আফসান চৌধুরী

কিছুদিন আগে আমরা জানলাম বিবিসি বাংলা রেডিও সার্ভিস বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বিবিসি)। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি বা মার্চের দিকে এটি বাস্তবায়ন হবে। এতে আশ্চর্যজনকভাবে জনগণের যে প্রতিক্রিয়াটি হয়েছে তাতে বোঝা যায়, এটি কত দরদি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। মানুষের মনের বিশাল পরিসরে এর স্থান ছিল। কী কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেটি আমরা কমবেশি সবাই জানি। আর্থিক চাপ সামলাতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে খুব সবল, নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং বিশেষ বিশেষ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বিবিসি রেডিও। আমি নিজে ‘গণমাধ্যম ও ১৯৭১’ বই লেখার সময় দেখেছি মুক্তিযুদ্ধের সময় বিবিসির পরিসর ছিল সবচেয়ে ব্যাপক, মানুষ সে সময়ে সবচেয়ে বেশি বিবিসি শুনেছে। বিবিসি দুনিয়ার সব খবর এক জায়গায় এনেছে। মুক্তিযুদ্ধে বিবিসি বাংলার ভূমিকা ছিল অনেক বড়। বিবিসি বাংলা সব খবর এক করে নিয়েছে এবং এসব খবর তারা বাংলা সার্ভিসে চালিয়েছে। মানুষ আন্তর্জাতিক দুনিয়ার তথ্য পেয়েছে বিবিসি বাংলা থেকে। এছাড়া ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। তাদের কাছ থেকেও মানুষ তথ্য পেয়েছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চরিত্র ছিল সংগ্রামী রাষ্ট্রের। কিন্তু বিবিসি বাংলা তুলে ধরেছে আন্তর্জাতিক দুনিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে দেখছে, সেটি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন কতটা রয়েছে সেটিও তারা তুলে ধরেছে। যে মানুষটার কথা সবাই বলেছে তার নাম মার্ক টালি। মার্ক টালি স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে এসেছিলেন। বিবিসির চেয়ে সবল ভিত্তি এখানে আর কারো ছিল না। সে সময় ভয়েস অব আমেরিকা ছিল, কিন্তু বিবিসির কাছাকাছি তারা ছিল না। তাদের উপস্থাপনার ধরন, ঘটনার বর্ণনা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি প্রশ্নে বিবিসি মানুষের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর গণমাধ্যমের সঙ্গে সরকারের বা রাষ্ট্রের সম্পর্ক কোনো দিনই সুস্থ ছিল না। আমাদের গণমাধ্যম রাজনৈতিক এবং আমাদের সরকারও গণমাধ্যমকে রাজনৈতিক চোখ দিয়ে দেখে। যার ফলে এটা প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন হলো, এখানে বিবিসির সুবিধাটা কি ছিল? বিবিসি কোনোদিনই রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ ছিল না। বিবিসি যেহেতু একটি বিদেশী সংবাদ সংস্থা এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার কোনো ভূমিকা নেইড়সেহেতু বিবিসি খুব স্বাচ্ছন্দ্যে কেবল সংবাদগুলো দিয়ে গেছে। শুধু তথ্যগুলো দিয়েছে এবং তথ্যগুলোই যথেষ্ট ছিল। তথ্যের আধার হিসেবে বিবিসিই ছিল প্রধান, যেটা দীর্ঘদিন ধরেই প্রধান ছিল।

১৯৭৩ সালে একটা টেলিগ্রাম বের করার কারণে দৈনিক বাংলা থেকে তোয়াব খান ও হাসান হাফিজুর রহমান দুজনেরই চাকরি চলে গেল। কারণ তারা ওই পত্রিকায় রীতিমতো পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্টের মতো কাজ করেছিলেন। বিবিসি সে খবরটা দেয়নি, বিবিসি বলেছে গুলি হয়েছে, এতজন মারা গেছে, এই হয়েছে ইত্যাদি। পরে বলেছে যে এ কারণে দুজন সাংবাদিককে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে মানুষ দুটি ঘটনার মধ্যে আলাদা বিচার করতে শিখেছে। মানুষ জানত, বিবিসিতে গেলে তথ্য পাওয়া যাবে, আর অন্যখানে গেলে মন্তব্য পাওয়া যাবে। বিবিসির জন্য এ মন্তব্যহীন সাংবাদিকতা ছিল সবচেয়ে বড় অর্জন। তারা এটা ধরে রাখতে পেরেছে; কারণ বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। পরবর্তী সময়ে বিবিসি এটাকে সবল করেছে এবং বিভিন্ন সময় যারা সাংবাদিক হিসেবে বিবিসিতে কাজ করেছেন তারা খুব সহজে এ কালচারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছেন। এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তারা হাঁটতে শিখেছেন।

আমি বিবিসির করেসপন্ডেন্ট ছিলাম, আমরা অন্যদের কাছ থেকে মন্তব্য নিতাম। কিন্তু আমাদের মন্তব্য কোনো দিন দিতাম না। একটা ঘটনা নিয়ে আমার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। শেখ হাসিনা যখন বিরোধীদলীয় নেত্রী ছিলেন, তখন তিনি একদিন বলেছিলেন তিনি ক্ষমতায় এলে কৃষকের ঋণ মাফ করে দেবেন। এখান থেকে খাজনা উঠিয়ে দেবেন। আমি রিপোর্ট করেছিলাম, কিন্তু মন্তব্য দিইনি। আমি বলেছিলাম, এতে দাতা সংস্থারা আপত্তি জানাবে। দাতা সংস্থারা সবসময় আপত্তি জানিয়েছে, যেটা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। আইএমএফ বলছে তোমরা ভর্তুকি উঠিয়ে দাও। কিন্তু তারা ভাবলেন আমি মন্তব্য করেছি। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের গণমাধ্যম সারা বছর মন্তব্য করে। আমার লাইনটি মন্তব্যের অংশ ছিল না, এটা ছিল যে এ জায়গায় দাতা সংস্থারা আপত্তি করবে। দাতা সংস্থারা ভর্তুকির ব্যাপারে সবসময়ই আপত্তি করে। এখনো আপত্তি করেছে। ৩০/৪০ বছর আগের সে কথাটা এখনই প্রমাণ হচ্ছে, আমরা শুধু তথ্য দিয়েছি। এ তথ্য দেয়ার ফলে বিবিসির বিশাল একটা পরিসর তৈরি হয়েছে। রাজনীতির মধ্যে তাদের কোনো আমল নেই, তারা কারও পক্ষেও না, বিপক্ষেও না। এটাই ছিল বড় সুবিধা, এটাই ছিল বড় অর্জন। গণমাধ্যমের জন্য এটা বড় শিক্ষা। কারণ বিবিসি যারা প্রতিষ্ঠা করেছে তারা জানে মন্তব্যমুক্ত সংবাদ খুব প্রয়োজন।

গণমাধ্যমের ক্রান্তিকালে সবচেয়ে বড় আঘাত হানল বিবিসি। রেডিওর বদলে এখন সব ধরনের গণমাধ্যম রয়েছে। বিবিসি শুধু রেডিও দিয়ে চলতে পারবে না। বিবিসি এখন চলে গেছে মাল্টিমিডিয়ায়, যেখানে সবই থাকবে। কিন্তু ইতিহাসের একটা সময়ে বিবিসি রেডিওর যে বড় ভূমিকা ছিল, তা অস্বীকার করা যাবে না। পরবর্তী সময়ে নতুন গণমাধ্যম এসেছে, পরিসর বেড়েছে। কিন্তু কনটেন্টের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে বিবিসি যে শিক্ষাটা বারবার দিয়ে যাচ্ছেড়আমরা যদি মন্তব্যমুক্ত, রাজনীতিমুক্ত তথ্য দিই, জনগণ অংশগ্রহণ করবে, জনগণ নেবে। এর ফলে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়তো হবে না, কিন্তু সবচেয়ে নির্ভরশীল গণমাধ্যম হবে। বিবিসির এ মডেল, অর্জন ও শিক্ষা সবচেয়ে বড়। এটা আমাদের অনুসরণ করা উচিত।

বিবিসি সবসময় স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ছিল। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস যুক্তরাজ্য সরকারের টেলিভিশন লাইসেন্স ফিয়ের অর্থে পরিচালিত হতো। কিছু অর্থ আসত বিজ্ঞাপন ও বিবিসি স্টুডিও পরিচালনার মুনাফা থেকে। যুক্তরাজ্যের ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস থেকে সহায়তা দিয়ে আসছে দশকের পর দশক। কিন্তু বর্তমানে তার আয়ের ওপর আঘাত এসেছে। ফলে বিবিসিকে কর্মচ্যুতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হচ্ছে। অনেক দিন ধরে এর আলাপ চলছে, কিন্তু করোনার আঘাতের কারণে এটি ত্বরান্বিত হয়েছে। প্রচুর বিলেতি গণমাধ্যম বন্ধ হচ্ছে, বিবিসি টিভি থেকে অনেকের চাকরি চলে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে বিবিসিকে রেডিও হিসেবে দেখি, কিন্তু ব্রিটেনে বিবিসি টেলিভিশনটাই মুখ্য। সেখানেও প্রচুর মানুষের চাকরি যাচ্ছে, ছাঁটাই হচ্ছে। কারণ আর্থিক টানাপড়েন। সব ভাষার গণমাধ্যম বিবিসি বন্ধ করেনি, তবে বাংলাটা করছে। আরো কয়েকটি সার্ভিস তারা বন্ধ করছে। বাংলাদেশের যে অবস্থা, তাতে বিবিসি ভাবছে সনাতনী রেডিও দিয়ে এখানে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। এজন্য বিবিসি বাংলা রেডিও বাদ দিতে যাচ্ছে। তারা অনলাইনে সংবাদ পরিবেশ করবে নিয়মিত।

বিজনেস মডেল হিসেবে বিবিসি ব্যর্থ হওয়ার প্রসঙ্গে যদি বলিড়এটি চলছিল খয়রাতি অর্থে। সেটা ষাট, সত্তর, আশির দশক পর্যন্ত ছিল। নব্বইয়ের দশকে এসে এর দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকে। তারা বুঝেছে, ষাটের দশকের মডেল দিয়ে ২০২২ সালে টিকে থাকা যাবে না। অন্যান্য ব্যবসার মতো গণমাধ্যমও ভোক্তানির্ভর। এটি টিকিয়ে রাখতে যে পরিমাণ ভোক্তা দরকার, তা আসছে না। তাই বিবিসির এ রূপান্তর। অনলাইনে বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা আয় বাড়াবে। এখন মিডিয়ার প্রতিযোগিতা সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে। সব খবরই আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলে আসছে। সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ যদি ঘটনা ঘটার সময়ই খবর পেয়ে যায় সে কেন সাড়ে ৭টার জন্য বসে থাকবে। এটিই মূল বিষয়। এখানেই প্রতিযোগিতা রূপ নিয়েছে। খবর আগে দিতে হবে, তবে সেটি অবশ্যই শতভাগ অথেনটিক হতে হবে। এমন পরিপ্রেক্ষিতে বিবিসি খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু খাপ খাওয়াতে পারেনি।

মানুষের কাছে এখন অনেক পছন্দ আছে, মানুষ কম্পিউটারে খবর দেখে, স্মার্টফোনে খবর দেখে। এ রকম পরিস্থিতিতে পুরনো ধাঁচের রেডিও শোনার জন্য কেউ অপেক্ষা করবে না। এ মডেল আর চলবে না। সময়ভিত্তিক ব্রডকাস্ট চলে না। মানুষের যখন দরকার, তখন তিনি সেটা শুনতে চাইবেন। এটি হচ্ছে অনলাইন। এখন বিবিসি অনলাইনে যাবে। এতে তারা টিকে থাকবে। তবে সত্তর ও আশির দশকে বিবিসি যে বিশাল পরিসর নিয়ে প্রধান ভূমিকায় ছিল সেটা আর থাকবে না। সেটা হয়তো কারো পক্ষে থাকা সম্ভব না। যেটা থাকবে সেটা হলো স্থানীয় গণমাধ্যম। স্থানীয় গণমাধ্যম অনেক বিশাল হয়ে গিয়েছে। সেটা হয়তো অনেক সময় নিরপেক্ষ রিপোর্ট করে না, কোয়ালিটি রিপোর্ট করে না। কিন্তু তারা বড় হয়ে গিয়েছে, এটাই হলো বিষয়। -

আফসান চৌধুরী: গবেষক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও বিবিসি বাংলার সাবেক কর্মী

* * *

‘গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো’ এবং সাংবাদিকের অধিকার

আমীন আল রশীদ

বিতর্কিত’ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ১৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সম্প্রতি রাষ্ট্রের ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে ‘গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো’ হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ৪ অক্টোবর গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে এ তালিকাকে ‘প্রশ্নবিদ্ধ’ ও ‘বিভ্রান্তিকর’ বলে উল্লেখ করেছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ‘গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো’ বা ‘ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার’ বলতে বোঝানো হয়েছে- সরকার ঘোষিত কোনো বাহ্যিক বা ভার্চুয়াল তথ্য পরিকাঠামো, যা কোনো তথ্যউপাত্ত বা কোনো ইলেকট্রনিক তথ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চারণ বা সংরক্ষণ করে এবং যা ক্ষতিগ্রস্ত বা সংকটাপন্ন হলে জননিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা জনস্বাস্থ্য, জাতীয় নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বা সার্বভৌমত্বের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে, সরকার কোনো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা তথ্য পরিকাঠামোকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। এর ১৬ ধারায় বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন করবেন এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করবেন।

যে ২৯ প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক এমনকি তিতাস গ্যাস কোম্পানিও রয়েছে।

সরকারের তরফে বলা হচ্ছে, হ্যাকিংয়ের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ইমিগ্রেশন, পাসপোর্ট অধিদপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ৭ হাজার বার সাইবার হামলা হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে সাইবার নিরাপত্তা বাড়াতে দেশের ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

অস্বীকার করার উপায় নেই, রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানের তথ্য সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং সে জন্য দক্ষ জনবল বাড়াতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই অজুহাতে সাধারণ মানুষ এমনকি সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের তথ্য পাওয়ার সুযোগ সীমিত বা সংকুচিত করা হবে কিনা?

‘গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো’ হিসেবে ঘোষিত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এখন কি সাংবাদিকরা চাইলেই প্রয়োজনীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারবেন, নাকি এই ঘোষণার দোহাই দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা তথ্য গোপন বিষয়ে আরও বেশি উৎসাহী হবেন?

যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে শুরু থেকেই সমালোচনা হচ্ছে এবং যে আইনটি মূলত ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ‘সম্মান সুরক্ষা’র কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই আইনের আলোকে যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ‘গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো’ হিসেবে ঘোষণা করা হলো, তাতে তথ্য অধিকার আইনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনবান্ধব আইন প্রশ্নের মুখে পড়বে কিনা?

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ঘোষণা অর্থ হলো, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কম্পিউটার সিস্টেম ও নেটওয়ার্ক সুরক্ষিত রাখতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া। সুতরাং যে ২৯ প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ঘোষণা করা হলো, তা ওইসব প্রতিষ্ঠানের জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আইনত কোনো বাধা তৈরি না করলেও তথ্য গোপন করে অভ্যস্ত সরকারি কর্মকর্তারা এটিকে সুযোগ হিসেবে নিয়ে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে আরও বেশি কঠোর হবেন কিনা- সেটিই প্রশ্ন।

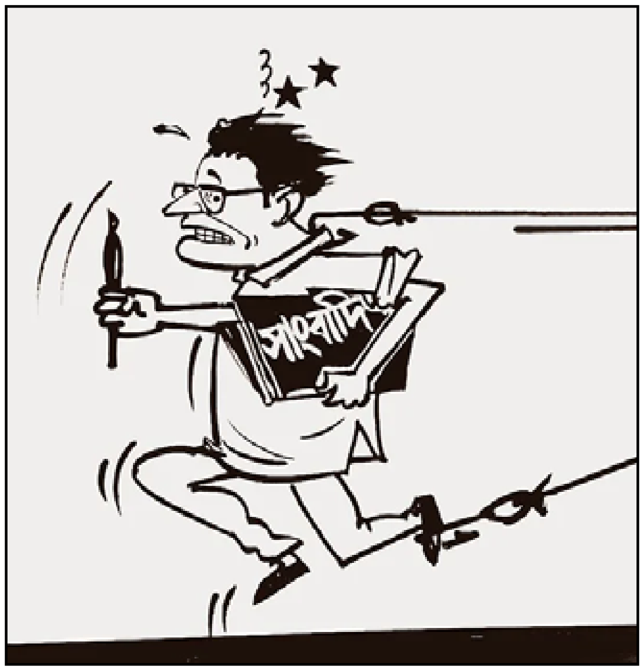

ধরা যাক বাংলাদেশ ব্যাংক। এখান থেকে যে কোনো তথ্য সংগ্রহ করা সাংবাদিকদের জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন। সব শেষ গত ২৮ জুলাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নির্দেশনা জারি করে। সেখানে বলা হয়, দুপুর ২টার আগে কোনো সাংবাদিক গভর্নর ভবনে প্রবেশ করতে পারবেন না। ১২ জুলাই আব্দুর রউফ তালুকদার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন গভর্নর হিসেবে যোগদানের দুই সপ্তাহ পরই এমন নির্দেশনা দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের সব কর্মসূচি বয়কটের কথাও ভাবছিলেন ব্যাংক বিটের সাংবাদিকরা। এর আগে ২০১৬ সালে ফজলে কবির নতুন গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর ওই বছরের ২৩ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতরে সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন (বাংলা ট্রিবিউন, ২৮ জুলাই ২০২২)।

প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রবেশে কেন এই নিষেধাজ্ঞা? এখানে কী এমন হয়, যা কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের জানতে দিতে চায় না? অতএব, সদ্য ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতেও যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের নাম রয়েছে; ফলে এ প্রতিষ্ঠান থেকে জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যে আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়বে, তা সহজেই অনুমেয়।

সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি দপ্তরগুলোতে এক অদ্ভুত ‘অনুমতি কালচার’ তৈরি হয়েছে। তথ্য জানতে চাইলে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দোহাই দেন। আবার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা দোহাই দেন মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তি, যেমন সচিবদের নাগাল পাওয়া কঠিন। অধিকাংশ সময় তাঁরা ফোনেও সাড়া দেন না। ব্যতিক্রম শুধু মন্ত্রীরা। তাঁরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে সমসাময়িক বিষয়ে নানা কথা বলেন। সেগুলোই খবরের শিরোনাম হয়। কিন্তু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বা বড় কোনো সংবাদের জন্য তাৎক্ষণিক যে মন্তব্য বা তথ্যের প্রয়োজন হয়, সেটি পাওয়া যায় না।

বস্তুত সংবাদমাধ্যম সঠিক তথ্য না জানলে বা প্রকাশ না করলে দেশের মানুষ অন্ধকারে থাকে। তখন গুজবের ডালপালা মেলে। যে কারণে বলা হয়, গুজব ঠেকানোর প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে সঠিক তথ্য। মনে রাখা দরকার, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে, তত বেশি গুজবের ডালপালা মেলবে। একটি গোষ্ঠী মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানা ইস্যুতেই গুজব ছড়িয়ে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করবে। তখন মানুষ সংবাদমাধ্যমে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য না পেলে সোশ্যাল মিডিয়ার গুজবে বিশ্বাস করবে- যা আখেরে সরকার ও ক্ষমতাসীন দল তো বটেই, দেশের জন্যও বড় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর দোহাই দিয়ে এই ২৯টি তো বটেই; রাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকেই জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা যাতে কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন বা হয়রানির শিকার না হন, সেটি সরকারের নিজের স্বার্থেই নিশ্চিত করা জরুরি। আমীন আল রশীদ সাংবাদিক। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

Law Offices of

KIM & ASSOCIATES P.C

ATTORNEYS AT LAW

Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law

Accident Cases

- ⇨ *Free Consultation*
- ⇨ *Construction Work Accident*
- ⇨ *Car/Building Accident*
- ⇨ *Birth of Disable Child*
- ⇨ *No Advance Required*

Eng. Mohammad A. Khalek
Cell: 917-667-7324
Email: m.Khalek28@yahoo.com

Law Office of Kim & Associates P.C
NY: 164-01, Northern Blvd., 2FL., Flushing, NY 11358
NJ: 460 Bergen Blvd., # 201, Palisades Park, NY 07650

মাথাব্যথা দূর করার ৮ ঘরোয়া উপায়

মাথা ব্যথায় ভোগেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কষ্টের। এই সমস্যা থেকে ওষুধ মুক্তি দিলেও সেটা সাময়িক। সামান্য কারণে যেমন মাথা ব্যথা হয়, তেমনি অনেক বড় অসুখের জন্যও মাথা ব্যথা হয়। তাই এ সমস্যার সঠিক কারণ খুঁজে বের করে যথাযথ চিকিৎসা নেওয়া প্রয়োজন।

অনেকেই জানতে চান মাথা ব্যথার ঘরোয়া প্রতিকার কী? তো চলুন জানা যাক কিছু প্রাকৃতিক উপায়, যার মাধ্যমে আপনি মাথা ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

নিজেকে হাইড্রেট করুন : ডিহাইড্রেশন মাথা ব্যথার অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে। প্রচুর পরিমাণে পানি, ফলের রস গ্রহণ করলে মাথা ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। এর পাশাপাশি চা এবং কফির মতো ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় পরিহার করা উচিত। কারণ এগুলো শরীরকে ডিহাইড্রেট করে।

মাথায় ম্যাসাজ করুন : হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাথার ব্যথা হওয়া অংশে হালকাভাবে ম্যাসাজ করুন। ৭-১৫ সেকেন্ডের জন্য চাপ বজায় রাখুন, তারপর ছেড়ে দিন। প্রয়োজন অনুযায়ী বার বার করুন। ম্যাসাজ টাইট পেশীর উপশম করে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে।

ব্যালেন্স ডায়েট এবং টাইম টেবিল : দিনের চারটি মিলের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় অনুসরণ করা উচিত। মস্তিষ্কের গ্লুকোজ প্রয়োজন। কারণ গ্লুকোজের অভাব হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। যার কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে। তাই আপনার শরীরের মেটাবোলিজম সঠিকভাবে চলার জন্য সময়মতো খাবার খাওয়া উচিত।

পর্যাপ্ত ঘুম : পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব বা ঘুম ব্যাহত হওয়া তাই মাথা ব্যথার অন্যতম কারণ। গড়ে ৬-৮ ঘণ্টা বিরতিহীন ঘুম অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বালিশের পুরুত্ব খুব বেশি হওয়া উচিত নয়।

কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিন : আপনার চোখ বন্ধ করুন। একটি কম আলোকিত ঘরে বসে পিঠ, ঘাড় এবং কাঁধকে আরাম অবস্থায় রাখুন। এই সময় শারীরিক পরিশ্রম করা এড়িয়ে চলুন।

গরম পানিতে গোসল : শাওয়ারে দাঁড়ান এবং গরম পানি আপনার ঘাড় এবং পিছনের দিকে যেতে দিন। এতে করে আপনার মাথা ও ঘাড়ের পেশী ঢিলে হয়ে যাবে। এটি রক্ত প্রবাহকে উন্নত করবে।

মানসিক চাপ কমান : মানসিক চাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। এছাড়া চোখ বন্ধ করে সুন্দর চিন্তা ভাবনা করুন।

তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নিন : গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম মাথা ব্যথা উপশমে সাহায্য করে। তাজা বাতাসে এটি করা হলে তা প্রাকৃতিক মাথা ব্যথার চিকিৎসা হিসেবে বেশি কার্যকর হবে।

খালি পেটে খেজুর খাওয়ার উপকারিতা

স্বাস্থ্যকর খাবারের তালিকায় উপরের দিকে থাকে ফল। আরএই উপকারী ফলের তালিকায় থাকে খেজুর। আমাদের দেশে রোজার সময় খেজুর বেশি খাওয়া হয়। কিন্তু শুধু রোজায় নয়, সারা বছরই এই ফল খাওয়া যেতে পারে। সকালে খালি পেটে অন্তত দুটি খেজুর যদি প্রতিদিন খাওয়া যায় তবে ধারে কাছে ভিড়বে না অনেক রোগ। কারণ খেজুর খাওয়ার রয়েছে অনেক উপকারিতা। শরীরের প্রয়োজনীয় আয়রনের অনেকটাই এই খেজুর থেকে পাওয়া যায়। খেজুরে থাকে প্রাকৃতিক মিষ্টি যা চিনির স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও খেজুরের রয়েছে আরও অনেক পুষ্টি উপাদান।

খালি পেটে খেজুর খেলে যে উপকারগুলো হয়:

কোলেস্টেরল এবং ফ্যাট: খেজুরে কোন কোলেস্টেরল এবং বাড়তি পরিমাণে চর্বি থাকে না। যার ফলে আপনি যখন সহজেই খেজুর খাওয়া শুরু করবেন তখন অন্যান্য ক্ষতিকর ও চর্বি জাতীয় খাবার থেকে দূরে থাকতে পারবেন।

প্রোটিন: আমাদের শরীরের জন্য প্রোটিন অত্যাবশ্যকীয় একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। খেজুর হল প্রোটিন সমৃদ্ধ। ফলে আমাদের পেশী গঠন করতে সহায়তা করে এবং শরীরের জন্য খুব অপরিহার্য প্রোটিন সরবরাহ করে।

ভিটামিন: খেজুরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন যা আমাদের শরীরের জন্য অত্যাবশ্যক। যেমন, বি১, বি২, বি৩ এবং বি৫। এছাড়াও ভিটামিন এ১ এবং সি ভিটামিন পাওয়ার আরও একটি সহজ মাধ্যম হচ্ছে খেজুর। সেই সাথে খেজুরে দৃষ্টি শক্তি বাড়ায়। সেই সঙ্গে রাতকানা রোগ প্রতিরোধেও খেজুর

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

লিভার পরিষ্কার করে যেসব খাবার

লিভারের খেয়াল না রাখলে মুশকিল। দীর্ঘদিনের অবহেলায় লিভারে জমতে পারে দূষিত পদার্থ। তাই লিভারকে পরিষ্কার রাখা জরুরি। আমাদের পুরো শরীরের দূষিত পদার্থ বের করে দেয় লিভার। যে কারণে অনেক রোগ থেকে বাঁচা সম্ভব হয়। আমাদের প্রতিদিনের কিছু ভুলে লিভারে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তাই লিভার পরিষ্কার রাখতে পারে এমন খাবার খাওয়া জরুরি। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেসব খাবার সম্পর্কে-

সবুজ শাক : শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করতে দারুণ কার্যকরী হলো সবুজ শাক। এ ধরনের শাকে এমন কিছু গুণ থাকে যা পুরো শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। সবুজ শাকে থাকে ক্লোরোফিল নামক উপাদান। এটি রক্ত থেকে দূষিত পদার্থ শুষে নিতে পারে। সেইসঙ্গে এটি পেটের জন্য উপকারী। ফলে ভালো থাকে হজমশক্তিও।

অলিভ অয়েল : লিভারের জন্য অন্যতম উপকারী খাবার হলো অলিভ অয়েল। এটি শরীরের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই তেল কিছু এনজাইম শরীরে বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে লিভার থেকে দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়। রান্না ও বিভিন্ন খাবার তৈরিতে ব্যবহার করতে পারেন এই তেল।

হলুদ : অন্যতম উপকারী একটি ভেষজ হলো হলুদ। এতে থাকে কারকিউমিন নামক উপাদান। এই কারকিউমিন লিভারের কোষের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। লিভারকে ক্ষতির হাত থেকেও বাঁচাতে কাজ করে এটি। তাই খাবারের তালিকায় হলুদ রাখুন। সেইসঙ্গে খেতে পারেন বিভিন্ন ধরনের বাদাম।

কম্পিউটারের সামনে কাজ করে চোখে যন্ত্রণা? কী করবেন

অফিসে দীর্ঘ ক্ষণ কম্পিউটারের পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকা, ঘন ঘন অনলাইন মিটিং আর কাজের ফাঁকে সময় পেলেই মোবাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাটিড় সব ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ছে চোখের উপর। শরীর সুস্থ রাখতে চিকিৎসকরা যেমন শরীরচর্চা করতে বলেন, তেমন চোখের আলাদা করে যত্ন নেওয়াও প্রয়োজন। কিন্তু শরীরচর্চা করলেও কেউ চোখের পরিচর্যা নিয়ে ভাবেন না। বিশেষজ্ঞদের মতে, চোখ ভাল রাখতে কাজের ফাঁকেই চোখকে বিশ্রাম দেওয়া ভীষণ জরুরি। মাঝেমাঝেই চোখে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দেওয়া প্রয়োজন। তবে দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতে চোখ ব্যথা, অনবরত পানি পড়ার মতো কিছু সমস্যা মেটাতে ভরসা রাখতে পারেন সহজ কয়েকটি ব্যায়ামের উপর।

চোখের ব্যায়াম করবেন যেভাবে- হাতের তালুর ব্যবহার: প্রায় ১০-১৫ মিনিট দু'হাতের তালু একটির সঙ্গে অপরটি ঘষে নিন। ঘর্ষণের ফলে হাতের তালুতে যে তাপ উৎপন্ন হবে, চোখ বন্ধ করে হাতদু'টি চোখের উপরে রাখুন। হালকাভাবে তাপ দিন চোখে। চাপ দেবেন না। দিনে ৩-৪ বার এটি করতে পারেন। এতে চোখ ভাল থাকবে।

২০-২০-২০ নিয়ম মেনে চলুন: টানা ২০ মিনিট কম্পিউটার বা মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ২০ ফিট দূরে থাকা কোনও জিনিসের দিকে অন্তত ২০ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকুন। এতে চোখের উপর বাড়তি চাপ পড়বে না।

ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলা: প্রতি ৩-৪ সেকেন্ড পর পর চোখের পাতা ফেলা, চোখের অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। বিশেষ করে একভাবে কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে থাকলে মাঝে মাঝে চোখের এই ব্যায়ামটি করে নেওয়া ভাল। টানা ১ মিনিট ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলাও খুব উপকারী একটি অনুশীলন। এতে দৃষ্টিশক্তি ভাল হয়।

চোখ ঘোরানোর অভ্যাস: গোল করে চোখের মণি ঘোরানোও চোখ ভাল রাখার জন্য বেশ কার্যকর একটি ব্যায়াম। ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ৪ বার করে মণি ঘোরান।

তার পর চোখ বন্ধ করে রাখুন ২-৩ সেকেন্ড মতো। দিনে ২ বার করে এই ব্যায়ামটি করলে চোখের পেশি ভাল থাকবে। এতে দৃষ্টিশক্তিরও ক্ষতি হবে না।

খালি পেটে খেজুর খাওয়ার উপকারিতা

স্বাস্থ্যকর খাবারের তালিকায় উপরের দিকে থাকে ফল। আরএই উপকারী ফলের তালিকায় থাকে খেজুর। আমাদের দেশে রোজার সময় খেজুর বেশি খাওয়া হয়। কিন্তু শুধু রোজায় নয়, সারা বছরই এই ফল খাওয়া যেতে পারে। সকালে খালি পেটে অন্তত দুটি খেজুর যদি প্রতিদিন খাওয়া যায় তবে ধারে কাছে ভিড়বে না অনেক রোগ। কারণ খেজুর খাওয়ার রয়েছে অনেক উপকারিতা। শরীরের প্রয়োজনীয় আয়রনের অনেকটাই এই খেজুর থেকে পাওয়া যায়। খেজুরে থাকে প্রাকৃতিক মিষ্টি যা চিনির স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও খেজুরের রয়েছে আরও অনেক পুষ্টি উপাদান।

খালি পেটে খেজুর খেলে যে উপকারগুলো হয়:

কোলেস্টেরল এবং ফ্যাট: খেজুরে কোন কোলেস্টেরল এবং বাড়তি পরিমাণে চর্বি থাকে না। যার ফলে আপনি যখন সহজেই খেজুর খাওয়া শুরু করবেন তখন অন্যান্য ক্ষতিকর ও চর্বি জাতীয় খাবার থেকে দূরে থাকতে পারবেন।

প্রোটিন: আমাদের শরীরের জন্য প্রোটিন অত্যাবশ্যকীয় একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। খেজুর হল প্রোটিন সমৃদ্ধ। ফলে আমাদের পেশী গঠন করতে সহায়তা করে এবং শরীরের জন্য খুব অপরিহার্য প্রোটিন সরবরাহ করে।

ভিটামিন: খেজুরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন যা আমাদের শরীরের জন্য অত্যাবশ্যক। যেমন, বি১, বি২, বি৩ এবং বি৫। এছাড়াও ভিটামিন এ১ এবং সি ভিটামিন পাওয়ার আরও একটি সহজ মাধ্যম হচ্ছে খেজুর। সেই সাথে খেজুরে দৃষ্টি শক্তি বাড়ায়। সেই সঙ্গে রাতকানা রোগ প্রতিরোধেও খেজুর

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

পেয়ারা চর্মরোগে উপকারী

বর্ষাকালের ফলের মধ্যে পেয়ারা হলো সবচেয়ে জনপ্রিয় ও উপকারী। কিন্তু এই ফল পাওয়া যায় মাত্র কয়েক মাস। অবশ্য কোনো কোনো জাতের পেয়ারা সারা বছর হয়। বৈজ্ঞানিক নাম সিডিয়াম গুয়াজাভা। দারুণ পুষ্টিসমৃদ্ধ এই পেয়ারাকে অনেকে মনে করেন শিশু-কিশোরের খাবার। এ ধারণা সঠিক নয়। পেয়ারা ভিটামিন সি, পেকটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অন্যতম উৎস। একমাত্র আমলকি ব্যতীত অন্যসব ফল-শাকসবজির চেয়ে টাটকা পেয়ারায় ভিটামিন সি বেশি থাকে। আমরা প্রতিদিন ২৫ গ্রাম পেয়ারা (ছোট একটি পেয়ারা) খেয়ে পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের দৈনিক ভিটামিন 'সি'-এর অভাব পূরণ করতে পারি। তবে বেশি খেলে অসুবিধা নেই।

অরুচি ও অজীর্ণতায় কাঁচা পেয়ারা সিদ্ধ করে চটকিয়ে বীজ ছাড়িয়ে ছেঁকে একটু লবণ ও চিনি মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। কচি পেয়ারার পাতা পেটের অসুখের জন্য ভালো। পেয়ারার কচি পাতা পানিতে সিদ্ধ করে সেই পানি নিয়ে কুলি করলে দাঁতের ব্যথা, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া রোগের উপশম হয়। পেয়ারার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' ও 'সি' রয়েছে । আর ভিটামিন সি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এতে ক্যালরিও রয়েছে অনেক। আমাদের অনেকে পেয়ারার বাইরের খোসা ফেলে দিয়ে খায়। আবার কেউ ভেতরের অংশ খায়। কিন্তু অনেকে জানে না যে, পেয়ারার বাইরের খোসায় প্রচুর ভিটামিন সি রয়েছে। তাই বলতে হয় পেয়ারা শুধু ভালো করে ধুয়ে কেটে বা কামড়ে খোসাসমেত খাওয়া ভালো। তাহলে ভিটামিন পুরোটাই পাওয়া যাবে।

পেয়ারায় প্রচুর ভিটামিন সি থাকায় আমাদের দেহে কোনো ক্ষত থাকলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। ত্বকের সজীবতা বাড়ায়। মুখের ত্বকে ভাঁজ থাকলে তা টান টান হয়ে যায়। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তারা প্রতিদিন একটা পেয়ারা খেলে এই সমস্যা দূর হয়। তবে যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা যেন পাকা টসটসে পেয়ারা না খান। খেলে সুগার বেড়ে যাবে। যাদের দাঁতের মাড়ি ফোলে ও রক্ত পড়ে তারা পেয়ারা খেলে উপকার পাবেন। রক্ত পড়া বন্ধ হবে। পেয়ারা খেলে পুরুষের শুক্র সজীব ও শক্তিশালী হয়। মেয়েদের ডিম্বাণু সতেজ হয়। মানবদেহের কোষ গঠনে পেয়ারা যথেষ্ট সহায়ক বলে চিকিৎসাশাস্ত্র বলে।

লাউ চিংড়ি

গরম ভাতের সঙ্গে লাউ চিংড়ি হলে জমে বেশ। সুস্বাদু সবজি লাউ। এটি শরীরের জন্য নানাভাবে উপকার করে থাকে। লাউ দিয়ে অনেক পদ তৈরি করা যায়। তবে লাউ চিংড়ি বেশিরভাগের কাছেই প্রিয়।

তৈরি করতে যা লাগবে : লাউ- ১টি, চিংড়ি- ১৫০ গ্রাম, হলুদ গুঁড়া- ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ- স্বাদমতো, পেঁয়াজ- ১টি, তেল- পরিমাণমতো, লবণ-স্বাদমতো,ধনিয়া পাতা- পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এবার তাতে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। এরপর লাউয়ের খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে কেটে নিন। চুলায় রান্নার পাত্র বসিয়ে তাতে তেল দিন। তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিন। এবার পেঁয়াজ ভাজা হয়ে এলে তাতে হলুদের গুড়া ও কাঁচা মরিচ দিন। এরপর চিংড়িগুলো দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। চিংড়িগুলো ভাজা এলে তাতে কেটে রাখা লাউ দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। ঢেকে দিন। লাউ সেদ্ধ হয়ে গেলে স্বাদমতো লবণ দিয়ে অল্প আঁচে ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। নামানোর আগে ধনিয়া পাতা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

আনারস দিয়ে ইলিশ

আনারস দিয়ে ইলিশ অত্যন্ত সুস্বাদু একটি খাবার। গরম ভাত, খিচুড়ি কিংবা পোলাওর সঙ্গে খেতে পারেন এই আনারস দিয়ে ইলিশ।

উপকরণ : ইলিশ মাছ ১টি, পাকা আনারস অর্ধেক, পেঁয়াজকুচি ২টি, কাঁচা মরিচ কুচি ৭-৮টি, হলুদ গুঁড়া ২ চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস ২ টেবিল চামচ। এ ছাড়া সরিষা বাটা ৩-৪ চা চামচ, চিনি ১ চা চমচ, তেল ১ কাপ ও লবণ ২ চা চামচ।

প্রণালি : মাছ কেটে ধুয়ে নিন। ১ চা চামচ হলুদ, ১ চা চামচ লবণ ও লেবুর রস দিয়ে মাছ মাখিয়ে রেখে দিন পনেরো মিনিটের মতো। আনারস খোসা ছাড়িয়ে টুকরা করে নিন। প্যানে ১-২ কাপ তেল গরম করে মাছগুলো হালকা ভেজে নিন। বাকি তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন নরম হওয়া পর্যন্ত।

এরপর তাতে রসুন বাটা, জিরার গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, লবণ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। কষানো হলে আনারস দিয়ে নেড়ে দিন এবং এক কাপ পানি দিয়ে দিন। পানি ফুটে উঠলে মাছগুলো দিয়ে সাবধানে নেড়ে ঢাকনা দিয়ে দিন। পানি শুকিয়ে ঝোল ঘন হয়ে ওঠা পর্যন্ত রান্না করুন। এরপর ঝোল ঘন হয়ে এলে সরিষা বাটা ও চিনি দিয়ে নেড়ে দিন। আরও ২-৩ মিনিট মতো রান্না করে চুলা বন্ধ করে দিন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা
সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা
ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

মোরগ পোলাও

ছুটির দিনের দুপুরে, অতিথি আপ্যায়নে কিংবা বিশেষ কোনো আয়োজনে মোরগ পোলাও থাকলে জমে বেশ।

তৈরি করতে যা লাগবে : পোলাওয়ের চাল- আধা কেজি, মোরগের মাংস- দেড় কেজি, পেয়াঁজ কুচি- ১ কাপ, পেয়াঁজ বাটা- ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা- ২ চা চামচ, রসুন বাটা- ১ টেবিল চামচ, গরম মসলা গুঁড়া/বাটা- ১ চা চামচ, তেজপাতা- ২ টা, টক দই- ২ টেবিল চামচ, আলু বোখারা- ২ টা, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফল, জয়ত্রী একসঙ্গে বাটা- ১ চা চামচ, লবণ- পরিমাণমতো, ঘি- ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল- আধা কাপ, জিরা বাটা- ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া- চা চামচের ১/৪ ভাগ, মরিচ- আধা চা চামচ, ধনে গুঁড়া-১ চা চামচ, চিনি- ১ চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া- আধা চা চামচ, কাঁচা মরিচ-/৩ টা, পেয়াঁজ বেরেস্তা- ১ কাপ ও পানি- পরিমানমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : মাংস কেটে ধুয়ে নিন। চাল ধুয়ে নিন।। যে হাঁড়িতে রান্না করবেন তাতে তেল ঢেলে গরম করে নিন। এবার পেঁয়াজ কুচির ৩ ভাগের এক ভাগ তেলে দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর আদা ও রসুন বাটা দিয়ে নাড়ুন। কিছুক্ষণ পর বাকি পেঁয়াজ দিয়ে আবার নাড়ুন। এবার তাতে মাংস ঢেলে দিন। টক দই, দুধ, এলাচি, দারুচিনি, মরিচ, কাঠবাদাম, তেজপাতা, লবণ দিয়ে দিয়ে দিন। চুলার আঁচ মিডিয়াম লো রেখে একটু পরপর নেড়ে দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে পর্যাপ্ত পানি দিতে হবে। প্রতি কাপ চালের জন্য দুই কাপ পানি দেবেন। পানি ফুটে উঠলে তাতে ধুয়ে রাখা চালগুলো দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ নেড়ে নিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে দমে দিয়ে রাখুন। ১৫ মিনিট পর পাত্রের ঢাকনা খুলে পুরো চালটা উল্টেপাল্টে দিন। তারপর আবার দমে দিয়ে রাখুন। মিনিট ত্রিশেক পরে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

রুই মাছের মালাইকারি

মালাইকারি মানেই জিভে জল আনা স্বাদ। চিংড়ি কিংবা ইলিশের মালাইকারি তৈরি করে খেয়েছেন নিশ্চয়ই? আপনি চাইলে ফ্রিজে থাকা সাধারণ স্বাদের রুই মাছ দিয়েও তৈরি করতে পারেন মালাইকারি। রান্নার গুণে এটিই পরিণত হবে অস্বাধারণ স্বাদে। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক রুই মাছের মালাইকারি তৈরির রেসিপি-

তৈরি করতে যা লাগবে : রুই মাছ- ৪ পিস, পেঁয়াজ বাটা- ২ চা চামচ, রসুন বাটা- ১ চা চামচ, আদা বাটা- ১ চা চামচ, ধনিয়া পাতা- পরিমাণমতো, পেঁয়াজ কুচি- ২ টেবিল চামচ, ফ্রেশ ক্রিম- আধ কাপ, মাখন- ২ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার- ২ চা চামচ, লবণ- পরিমাণমতো, তেল- প্রয়োজনমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে মাছের টুকরাগুলো লবণ-পানিতে হালকা ভাপিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে লবণ ও কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ভাপিয়ে রাখা মাছগুলো সেই মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে মাছগুলো ভেজে তুলুন। এবার মাছ ভাজার তেলেই পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা ও আদা বাটা দিয়ে কষান।

মসলা থেকে তেল ছেড়ে এলে ফ্রেশ ক্রিম ছড়িয়ে ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিন। মাছগুলো হালকাভাবে উল্টেপাল্টে নিন, যাতে মসলা ভেতরে ঢোকে। খেয়াল রাখবেন যেন ভেঙে না যায়। মাছের গায়ে মসলা মাখামাখি হয়ে এলে, মাখন ও ধনিয়া পাতা ছড়িয়ে হালকা গরম পানি দিয়ে দিন। ঝোল শুকিয়ে এলে নামিয়ে গরম ভাত বা পোলাওর সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া
স্পেশাল
কাচ্চি
বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের
ঘরোয়া আয়োজন

G
HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com

Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুরে বিশ্বব্যাংক, মহামন্দায় কাটবে ২০২৩ সাল

১২ পৃষ্ঠার পর

তাই মুদ্রা নীতি ও রাজস্ব নীতির সতর্ক সমন্বয়ের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট বলেন, আগামী বছরের বিশ্বে মহামন্দা দেখা দিতে পারে। মহামন্দার ফলে জ্বালানির চড়া দাম ও লাগামহীন মূল্যস্ফীতিতে খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টি হবে। এবারের মন্দা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ভয়াবহ হবে। এজন্য সংকট এড়াতে মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে হবে। বিশেষ করে মহামন্দায় গরিব মানুষকে নিয়ে শঙ্কার কথা বলেছেন বিশ্বব্যাংক প্রধান।

বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট ডেভিস ম্যালপাস বলেন, বিশ্ব অর্থনীতি এখন রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলো। ২০২৩ এ বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি কমে যে এক দশমিক ৯ শতাংশে দাঁড়ানোর কথা বলা হচ্ছে তাতে দেখা গেছে এসময়ে জনসংখ্যাও বাড়ছে ১ :১ হারে ,ফলে এই প্রবৃদ্ধির সুফল পাবে না মানুষ বরং ৭ কোটি মানুষ এরই মধ্যে হতদরিদ্রের কাতারে যে নেমেছে তা বাড়তে পারে। এটি মহামন্দার বিপজ্জনক অবস্থার কাছাকাছি বলছি আমরা। এসব কিছুর মূলে জীবন যাত্রার বাড়তি খরচ।

ডেভিড ম্যালপাস বলেন, উন্নয়নশীল দেয়গুলোতে অর্থ প্রবাহ কমায় মানুষের হাতে অর্থ প্রবাহও কমেছে। আমাদের এখন গরিবদের জন্য চিন্তা করতে হবে । হতাশার কথা হলো , সম্পদ বা মূলধন কিছু মুষ্টিমেয় দেশকেন্দ্রিক সেখান থেকে সহায়তা বা ঋণ হলেও তা পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর জন্য বরাদ্দ দিতে হবে। বিশ্ব ব্যাংকও তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।-সুত্র ঢাকা পোষ্ট

বাংলাদেশে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা এফএওর

১২ পৃষ্ঠার পর

ভুগছে, যা মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশ। এফএওর প্রতিবেদন বিশ্লেষণে এ হার আরো বেড়ে মারাত্মক আকার ধারণের আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটও (আইএফপিআরআই) মনে করছে, কভিডের অভিঘাত কাটিয়ে ওঠার আগেই ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব দেশের খাদ্যনিরাপত্তায় বড় ধরনের হুমকি তৈরি করেছে। সংস্থাটির এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য, জ্বালানি ও সারের দামে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা এ ভারসাম্যহীনতায় আরো প্রভাব ফেলেছে। এতে উন্নয়নশীল দেশ ও তাদের উন্নয়ন সহযোগীরা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, খাদ্যনিরাপত্তা ও দারিদ্র্যের হারে বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছে। বাংলাদেশেও খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টিকর খাদ্যের সমতা নষ্টের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে গ্রামীণ খানাগুলোয় খাদ্যের পেছনে ব্যয় কমিয়ে পুষ্টির ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য এ মুহূর্তে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপরই বেশি জোর দিচ্ছেন কৃষি অর্থনীতিবিদরা। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকির আজমল হুদা বণিক বার্তাকে বলেন, বোরো মৌসুমের জন্য আমাদের হাতে আরো তিন মাস সময় আছে। এ সময়ে সারের মজুদ নিশ্চিত করতে হবে। পুষ্টির সংকট হলেই কিন্তু সেটাকে খাদ্যনিরাপত্তার সংকট হিসেবে ধরা হয়। সেক্ষেত্রে পুষ্টির ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে।

দীর্ঘদিন ধরেই আশঙ্কা করা হচ্ছিল, বিশ্ববাজারে কৃষিপণ্যের অব্যাহত দরবৃদ্ধি ও সরবরাহ চেইনে ব্যাঘাতের প্রভাব দেশে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের সংকট তৈরি করতে পারে। বিষয়টি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকেও নানা সময়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ (বিবিএস) দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, গত পাঁচ বছরে দেশের জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে, সে হারে খাদ্যোৎপাদন বাড়েনি। বিবিএস ও ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে সোয়া ৫ শতাংশের বেশি। যদিও এ সময় খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৪ দশমিক ৪ শতাংশেরও কম। দেশে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রধান দুই খাদ্যশস্য চাল ও গম উৎপাদন হয়েছিল ৩ কোটি ৭৩ লাখ টন। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৮৯ লাখ ৩০ হাজার টনে।

জনসংখ্যা তথা চাহিদা বৃদ্ধির বিপরীতে উৎপাদন সেভাবে না বাড়ায় দেশে খাদ্যশস্যের আমদানিনির্ভরতা বাড়ছে। যদিও বিশ্ববাজারে মূল্যের ঊর্ধ্বমুখিতা ও ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণে এখন চাহিদামাফিক আমদানি করাও সম্ভব হচ্ছে না। খাদ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরেও দেশে ৬৭ লাখ ৩০ হাজার টন চাল ও গম আমদানি করা হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববাজারে খাদ্যশস্যের দাম বাড়তির দিকে থাকায় ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ৪৯ লাখ ৯৯ হাজার টনে।

দেশে খাদ্য ঘাটতি নিয়ে আশঙ্কা বাড়াচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব। দীর্ঘায়িত খরায় ব্যাহত হয়েছে আমন মৌসুমের উৎপাদন। এর আগে গত মে মাসে সিলেট অঞ্চলের বন্যায় বোরো ধানসহ ব্যাপক ফসলহানির শিকার হয়েছেন কৃষক। এফএওর হিসাব অনুযায়ী, ওই সময়ের বন্যায় অন্তত ৭২ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সঙ্গে প্রাণ ও সম্পদহানির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি অবকাঠামোও ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সামনের দিনগুলোয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা আরো বাড়ার আশঙ্কা করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এসএম ফকরুল ইসলাম। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, এ বছর তিনবার বন্যা হয়েছে। সামনে আরো বাড়তে পারে। এ কারণে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। ডিজেল ও সারের দাম কৃষকদের জন্য সহনশীল করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে। আবার উৎপাদনের পর কৃষকরা যাতে ন্যায্যমূল্য পান সেটা নিশ্চিত করতে হবে। নতুবা কৃষক অন্য পেশায় চলে যেতে পারেন। যদি এগুলো নিশ্চিত করা না যায় তাহলে সংকট বড় ধরনের হতে পারে।

তিনি আরো বলেন, খাদ্যনিরাপত্তার জন্য কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর দিকে জোর দিতে হবে। সার ও সেচ নিশ্চিত করতে হবে। সামনে বোরো মৌসুম আছে। লোডশেডিংয়ের কারণে সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। তার জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। আপত্কালীন সময়ের জন্য খাদ্য মজুদ ব্যবস্থা বাড়াতে হবে। অন্তত দুই মিলিয়ন টন চাল মজুদ রাখতে হবে। সরকারি গুদামে বেশিদিন মজুদ রাখা যায় না। এজন্য মজুদ ব্যবস্থায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চত করতে হবে।

বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুর উপস্থিতিকেও দেশের খাদ্যনিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে মিয়ানমার থেকে আসা প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু অবস্থান করছে বাংলাদেশে। বর্তমানে বিশ্বে বহিরাগত উদ্বাস্তুদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়দাতা দেশ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক দাতাদের সহযোগিতায় এ উদ্বাস্তুদের ভরণপোষণ করা হলেও এখন সে সহায়তাও দিনে দিনে কমে আসছে। একই সঙ্গে বাড়তি অর্থনৈতিক চাপে পড়ছে বাংলাদেশ। কক্সবাজার ও সংলগ্ন অঞ্চলগুলোর আর্থসামাজিক পরিবেশেও এখন এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুর প্রত্যাবাসনে কূটনৈতিক তত্পরতা চালিয়েও সুবিধা করতে পারছে না বাংলাদেশ। মিয়ানমারে সামরিক জান্তার পুনরায় ক্ষমতা দখল রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের যাবতীয় পথ আপাতত রুদ্ধ করে দিয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের উপস্থিতিকে কক্সবাজারের খাদ্যনিরাপত্তা ও জীবন-জীবিকা চাপে পড়ার প্রধানতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এফএও মনে করছে, এবার তা গোটা দেশের খাদ্যনিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে। সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বলাই কৃষ্ণ হাজরা বলেন, যে ঝুঁকির কথা বলা হচ্ছে আমরা সে ধরনের ঝুঁকির মধ্যে যাব না। তবে কৃষি সবসময়ই ঝুঁকিতে থাকে। বিষয়টি আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। সিডরের মতো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে তখন আমার ধারণাও ঠিক থাকবে না। আমাদের দেশে বছরে ৬০-৭০ লাখ টন গম লাগে। ১০ লাখ টনের মতো আমরা উৎপাদন করতে পারি। বাকিটা আমদানি করতে হয়।

গমের সংকট বিশ্বব্যাপী। এখানেই বড় শঙ্কা। আমরা যদি ৫০ লাখ টন গম আমদানি করতে না পারি, তাহলে চালের ওপর চাপ পড়বে। তবে চালের ক্ষেত্রে সরকার পরিকল্পনা নিয়েছে। চাল অনেক দেশ থেকেই আমদানি করার সুযোগ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছেন। বড় দুর্যোগ না হলে বিশ্বের যেখানেই খরা হোক, যুদ্ধ হোক; বাংলাদেশের মাটিতে ফসল হবে। খাদ্য সংকটের শঙ্কা নেই।-বণিক বার্তা

মন্দার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে ব্রিটিশ অর্থনীতি

১২ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখযোগ্য কোনো সঞ্চয় নেই। পাশাপাশি বন্ধকি ঋণ থাকা ৩০ শতাংশ পরিবারের খরচ বেড়ে যাওয়ায় তারা ব্যয় কমিয়ে দেয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রকৃত আয় ও করপোরেট মনোভাবে আঘাত এবং ব্যয়ের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন এবং নীতিনির্ধারকরা এখন যে সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হচ্ছেন তা ইঙ্গিত দেয় যে, মন্দাটি ২০২৩ সালের শেষের আগে শেষ হবে না। প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস ও অর্থমন্ত্রী কোয়াসি কোয়ার্তেং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু তাদের কর কমানোর পরিকল্পনা দেশটির আর্থিক বাজারকে অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ড কত দ্রুত সুদের হার বাড়াতে তার প্রত্যাশা বাড়িয়েছে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলও (আইএমএফ) ২০২৩ সালে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে মাত্র দশমিক ৩ শতাংশে নামিয়েছে। যদিও দেশটি জার্মানি ও ইতালির অর্থনীতি সংকুচিত হওয়ার পূর্বাভাসের চেয়ে ইতিবাচক অবস্থানে রয়েছে। আইএমএফ সতর্ক করেছে, নীতিনির্ধারকরা মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে ভুলভাবে পরিচালনা করলে বিশ্ব অর্থনীতি গভীর মন্দায় ডুবতে পারে। ঋণের খরচ বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায়িক বিনিয়োগ ও ভোক্তাদের ব্যয় ধীর করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। তবে উচ্চ সুদের হার উন্নত অর্থনীতিগুলোয় মন্দার ঝুঁকি এবং দরিদ্র অর্থনীতিগুলোয় ঋণের সংকট বাড়িয়ে তুলছে। সব মিলিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিপর্যয় আসা এখনো বাকি রয়েছে। যদিও অর্থনীতিতে যেটাই ঘটুক না কেন আগামী বছর অনেক মানুষের জন্য মন্দার মতো মনে হবে বলে জানিয়েছে আইএমএফ।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

বিস্তারিত জানতে
চলে আসুন
জ্যামাইকা অফিসে

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$ ২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

বৈদেশিক আয় ব্যয়ের ঘাটতি বাড়ছে বাংলাদেশে- আইএমএফ’র প্রতিবেদন

১২ পৃষ্ঠার পর

আছে, অন্যদিকে সরকার মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় করতে পারছে না। এতে মানুষের জীবনযাত্রার মান কমে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি সার্বিক স্থিতিপত্রে ঘাটতি ছিল মোট জিডিপির ৩ দশমিক ৬ শতাংশ।

গত অর্থবছরে এ ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপির ৫ দশমিক ১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এ ঘাটতি বেড়ে সাড়ে ৫ শতাংশ হতে পারে। বাংলাদেশে এটিই সর্বোচ্চ ঘাটতি। আগামী অর্থবছর থেকে ঘাটতি কমে আসবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এ ঘাটতি হবে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। এরপর থেকে ঘাটতি আরও কমবে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ঘাটতি কমে দাঁড়াবে জিডিপির ৫ শতাংশ।

জিডিপির হিসাবে ঘাটতি কমলেও এর আকার বাড়ার কারণে ঘাটতির পরিমাণও বেড়ে যাবে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে মাথাপিছু সরকারি খাতের ব্যয় কম। কিন্তু সার্কের অন্যান্য দেশগুলোতে এ ব্যয় বেশি। কর জিডিপি অনুপাতেও বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলো এ খাতে এগিয়ে রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার সার্বিক চ্যালেঞ্জে ঘাটতি থাকায় বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার বাড়ছে। অনেক দেশেই এ খাতে ঘাটতি রয়েছে। যে কারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে।

কোহিনূর মুকুট নাকি পরতে পারবেন না ক্যামিলা, বাকিংহামকে সতর্ক করলো বিজেপি

১৪ পৃষ্ঠার পর

এটি দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাছে যায়। তাকে শেষবার ২০১৬ সালের স্টেট ওপেনিংয়ে মুকুটটি পরতে দেখা গেছে।মুকুটটিতে মোট ২,৮০০টি হীরা রয়েছে। তবে, মুকুটটির শোভা অনেকগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে ১০৫ ক্যারেটের কোহিনূর হীরা। এটি ২০02 সালে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় রানীর কফিনে স্থাপন করা হয়েছিল এবং তারপর থেকে লন্ডন টাওয়ারে সর্বজনীন প্রদর্শন করা হয়েছে। একসময়ে কোহিনূর হীরাটি ১৭ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসনে শোভা পেতো। ইরানের শাসক নাদির শাহ আক্রমণ করে ১৭৩৯ সালে ভারত থেকে এটি তিনি কেড়ে নিয়ে যান। ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব ব্রিটিশদের হাতে অধিগ্রহণের পর রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে হস্তান্তর করার আগে এটি অনেক হাত ঘোরে। ভিসা নিয়ে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব সুয়েলা ব্র্যাভারম্যানের মন্তব্যের পর ভারতের বিজেপি সরকার ক্ষুব্ধ। ভিসা ফুরিয়ে যাওয়ার পরও যুক্তরাজ্যে থেকে যাওয়া ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেয়ার দাবি তুলেছেন তিনি। এর পর ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক বেশ খারাপ হয়েছে। ভারত-ইউকে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এফটিএ) ভেস্তে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে বলেও জানা গেছে। এই অবস্থায় নতুন বিতর্ক তৈরী করলো কোহিনূর হীরা-খচিত মুকুট। সূত্র : thefederal.com

মুসলিম-বিয়ে নিয়ে এলাহাবাদ আদালতের রায়

১৪ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছেন, দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে প্রথম স্ত্রীকে সঙ্গে থাকার জন্য মুসলিম পুরুষ বাধ্য করতে পারবেন না।

কোন মামলায় রায়? আজিজুর রহমান বনাম হামিদুন্নিশা মামলায় এই রায় দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এই মামলা প্রথমে গিয়েছিল ফ্যামিলি কোর্টে। সেখানে হেরে যাওয়ার পর আজিজুর রহমান হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন।

তার আবেদন ছিল, তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করার পরেও দুই স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে চান। কিন্তু প্রথম স্ত্রী থাকতে রাজি হচ্ছেন না। দ্বিতীয় বিয়ের কথা তিনি প্রথম স্ত্রীকে আগে জানাননি। কিন্তু এখন তিনি দাম্পত্যের অধিকার চান এবং প্রথম স্ত্রীকে নিজের সঙ্গে রাখতে চান।

আদালতের রায় : বিচারপতিরা জানান, এক্ষেত্রে স্বামী তার প্রথম স্ত্রীকে না জানিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। এই আচরণ প্রথম স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পরিস্থিতিতে প্রথম স্ত্রী যদি তার সঙ্গে থাকতে না চান, তাহলে স্বামী তাকে জোর করতে পারেন না। যদি এখানে স্বামীর দাম্পত্যের অধিকার মেনে নিতে হয়, তাহলে প্রথম স্ত্রীকে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হয়। এরপরই কোরআন উদ্ধৃত করে বিচারপতিরা জানিয়েছেন, স্ত্রী-সন্তানদের যত্ন নিতে না পারলে মুসলিম পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারেন না। - পিটিআই

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির পদ হারিয়ে আরো বড় লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন সৌরভ

১৪ পৃষ্ঠার পর

সৌরভের।

রজার বিনি ইতিমধ্যে বোর্ড সভাপতির পদে মনোনয়নপত্র ভরে দিয়েছেন। সবকিছু স্পষ্ট হওয়ার পর সৌরভও সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলেছেন। বলেছেন, সবাইকেই একদিন প্রত্যাখ্যানের মুখে পড়তে হয়।

শূন্য থেকে শুরু : সৌরভ জানিয়ে দিয়েছেন, তাকে আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। সবাইকেই তাই হয়। তিনি বলেছেন, শেষটাই সকলে দেখে। আমায় এখন হয়তো নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে। আর যে কোনো নতুন ভূমিকায় নামা মানে শূন্য থেকেই শুরু করা।”

সাফল্য দাবি : সৌরভ বলেছেন, “করোনাকালেও আমরা আইপিএলের আয়োজন সফলভাবে করেছি। কমনওয়েলথ গেমসে আমাদের মেয়েদের ক্রিকেট দল রুপো পেয়েছে। পুরুষরা তো বিদেশে একের পর এক সিরিজে সাফল্য পেয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন শক্তি দেখা যাচ্ছে।”

তারপরেই সৌরভ যোগ করেছেন, সারাজীবন তো কেউ প্রশাসক থাকতে পারে না। তিনি এটাও বলেছেন, একদিনে কেউ শচিন টেন্ডুলকর বা নরেন্দ্র মোদী হতে পারে না। তাই প্রশাসক হিসাবে তিনি ছোট ছোট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছেন। শুরুতেই সাফল্য পাওয়ার জন্য বড় লাফ মারতে যাননি।

প্রতিক্রিয়া : সৌরভ আবার বোর্ড সভাপতি না হওয়ার পর তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, বিজেপি-তে যোগ না দেয়ার ফল এটা। শান্তনুর এই মন্তব্য নিয়ে বিজেপি-তৃণমূল কথার লড়াই শুরু হয়।

সাবেক ক্রিকেটার ও কোচ রবি শাস্ত্রী বলেছেন, তিনি খুবই খুশি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে এই প্রথমবার একজন বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার সভাপতির আসনে বসতে চলেছেন। বিনি দক্ষ ও তার ব্যক্তিত্ব নিয়েও কোনো কথা হবে না বলে তিনি মনে করেন।

সৌরভ সরে যেতে বাধ্য হওয়ায় খুশি বিরাট কোহলির সমর্থকরা। নেটমাধ্যমে তাদের খুশির প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে। কিছুদিন আগেই সৌরভের সঙ্গে বিরাটের সংঘাত প্রকাশ্যে এসেছিল।- পিটিআই

র‌্যাবে মার্কিন সহায়তা বন্ধ ২০১৮ সাল থেকেই বলেছে যুক্তরাষ্ট্র

৯ পৃষ্ঠার পর

জানান মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র নেড প্রাইস। তিনি বলেন, ২০১৮ সালেই বাংলাদেশের র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে সহযোগিতা দেওয়া বন্ধ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বাহিনীটির বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়ার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

র‌্যাবের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এ নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। সেই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শেই র‌্যাব গঠন করা হয়েছে। তারাই এই বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যে প্রশিক্ষণ পেয়েছে, র‌্যাব তাই করেছে।

নেড প্রাইস বলেন, আমাদের সিদ্ধান্তের বিষয়ে বাংলাদেশ বিবেচনায় ছিল না। বিশ্বের যে কোনো দেশ কিংবা যে কোনো প্রান্তে মানবাধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়টিকে বিবেচনার কেন্দ্রে রাখে যুক্তরাষ্ট্র। সে হিসেবে র‌্যাবের মধ্যে জবাবদিহি ও সংস্কার নিশ্চিত করার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

Law Offices of
Kenneth R Silverman
All Immigration Matters, Appeal & Waiver
Real Estate Closings; Deed Transfer ETC.
Bankruptcy & Divorce
General litigation & Crime Cases
Mohammed N Mujumder, LLM
Master of Laws
Chief Paralegal
Kenneth R Silverman
Attorney at Law
new york
1222 White Plains Road, Bronx NY 10472
Phone#: 718-518-0470
Email: Mujumderlaw@yahoo.com
Attorneykennethrsilverman@gmail.com

GLOBAL NY TRAVELS & TOURS INC.
বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব দেশে সুলভমূল্যে টিকেটের নিশ্চয়তা
▶ ১০০% সিট নিশ্চিত হয়ে টিকেট ইস্যু করা হয়
▶ পবিত্র হজ্ব ও ওমরাহ পালনের সুব্যবস্থাপনায় আমরা অভিজ্ঞ
অন্যান্য সেবাসমূহ: ইমিগ্রেশন ছবি তোলা হয়
MIRZA M ZAMAN (SHAMIM)
Cell: 646-750-0632, Office: 347-506-5798, 917-924-5391

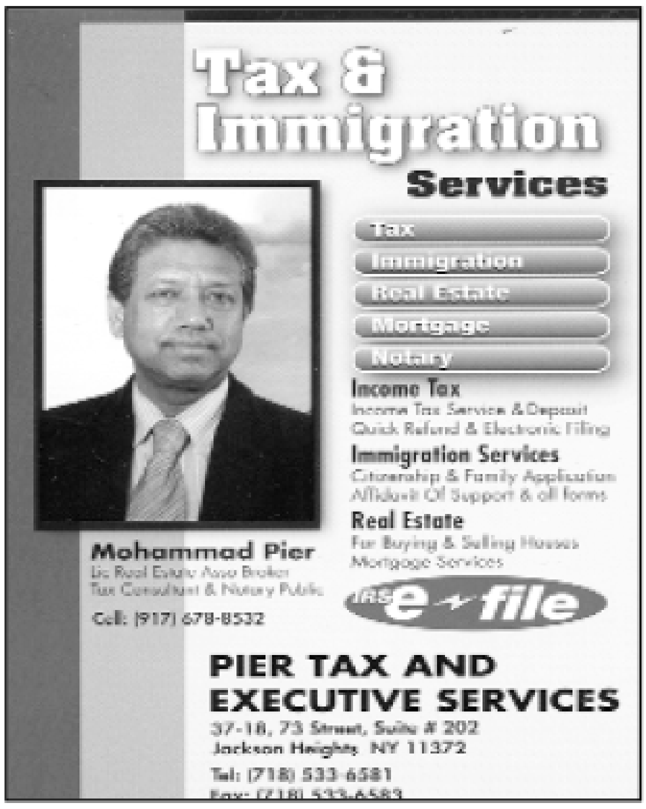
Tax & Immigration Services
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary
Income Tax
Income Tax Service & Deposit
Quick Refund & Electronic Filing
Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit Of Support & all forms
Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services
Mohammad Pier
Lic Real Estate Asso Broker
Tax Consultant & Notary Public
Cell: (917) 678-8532
IRS e-file
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite # 202
Jackson Heights NY 11372
Tel: (718) 533-6581
Fax: (718) 533-6583

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
একটি অভিজ্ঞ ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান • IRS E-file Provider
একাউন্টিং
● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত (All States) কর্পোরেশন
● পার্টনারশীপ ট্যাক্স দক্ষতার সহিত নির্ভুলভ ও
● আইন সংগতভাবে প্রস্তুত করা হয়।
● বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন করা হয়।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এফিডেভিট অব সাপোর্ট সহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কাজ করা হয়। এছাড়াও নোটারী পাবলিক, ফ্যাক্স সার্ভিস, দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের কাষ্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
আমাদের রয়েছে ২২ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং কাষ্টমারদের অভিযোগমুক্ত সন্তুষ্টজনক সেবা
যোগাযোগ: এম.এ.কাইয়ুম
আমরা সপ্তাহে ৫ দিন সোম থেকে শুক্রবার পুরো বছর সার্ভিস দিয়ে থাকি
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০
ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১, Email: snsmaq@aol.com

নবযুগ
বুলেটিন
WE ARE READY TO GO
শামসুন নাহার নিম্মি

কমিউনিটি, নিউইয়র্ক, আমেরিকা, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের
সব গুরুত্বপূর্ণ খবর থাকছে নবযুগ বুলেটিনে।

'নবযুগ বুলেটিন' সংবাদ নয় তার চেয়েও একটু বেশি।

আমলাতন্ত্র : সেবায় কৃপণ, ঔদ্ধত্যে উদার?

২০ পৃষ্ঠার পর

অনেক ভালো জীবন যাপন করে। এই মূল্যস্ফীতির বাজারেও তারা যে বেতন পান, যে সুযোগ-সুবিধা পান তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। তারপরও তাদের অনেকের আচরণে উন্নতি নেই , সেবার মান কমছে। তারা অসহিষ্ণু আচরণ করছেন। তার কথা, ‘‘আইনের শাসনের অনুপস্থিতিও এর কারণ। ২০০৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ইসির সঙ্গে বৈঠকের পর একজন ইউএনও টেলিভিশনে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু তখন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। এবার ইসির সঙ্গে বৈঠকে ডিসি-এসপিরা যে ভাষা ও স্টাইলে প্রতিবাদ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে একজন নির্বাচন কমিশনার যে ভাষায় ঢালাওভাবে সবার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, তা-ও গ্রহণযোগ্য নয়। দুই পক্ষকেই সংযত হতে হবে।’’ প্রসঙ্গত ওই নির্বাচন কমিশনারও একজন আমলা।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার মো. শাহনেওয়াজ বলেন, ‘‘ডিসি-এসপিরা এখন সব কিছু কুক্ষিগত করতে চায়। তাদের মানসিকতা এমন যে সব ক্ষমতা তাদের হবে। এই মানসিকতা সংকট তৈরি করেছে।’’

তিনি বলেন, ‘‘এই মানসিকতার কারণ আইন থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয় না। এখন নির্বাচন কমিশন কী করতে পারে? তারা রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করতে পারে। রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা না নিলে চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার নেই। নির্বাচন কমিশন তো সরাসরি ব্যবস্থা নিয়ে কার্যকর করতে পারে না।’’

আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলেন, ‘‘তারা তো মনে করে সরকার তারা চালায়। এমপি তারা বানিয়েছে। তাহলে তারা অন্যদের মানবে কেন? পুলিশ ও প্রশাসনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের পরিণতি আমরা ভোগ করছি।’’

আর উপজেলা চেয়ারম্যান হারুন অর রশীদ বলেন, ‘‘ইউএনওরা সংসদের আইন মানছেন, প্রজ্ঞাপন মানছেন না। সেটা মানাতে এখন আমাদের উচ্চ আদালতে যেতে হয়েছে। তারা সবকিছু কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। তাহলে দেশের মানুষের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন সহজেই বুঝতে পারছেন। তাদের এই কাজে আবার সহযোগিতা করছেন ডিসিরা। এটাই আমলাতন্ত্র।’’-জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সৌজন্যে

মূল্যস্ফীতি থেকে মন্দা: বিশ্ব ও বাংলাদেশ

১৮ পৃষ্ঠার পর

যা আগামী দিনগুলোয় আরো দুর্বল হওয়ার আশংকা আছে। আবার বিকল্প একাধিক সূচক থেকে এটা বোঝা যায় যে দেশের ভেতর চাহিদা ও উৎপাদন পরিস্থিতি যথেষ্ট তেজী নয়। যেমন: বেসরকারি ঋণ প্রবাহের গতি শ্লথ, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও মধ্যবর্তী শিল্পপণ্য আমদানির ঋণপত্র খোলার হার কমে গেছে, খেলাপি ঋণ বেড়েছে, নামিক মজুরি বৃদ্ধির হার মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম হওয়ায় প্রকৃত মজুরি তথা শ্রমজীবীদের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে।

এসব কিছুর ভিত্তিতে অবশ্য এখনই এটা বলা যাচ্ছে না যে বাংলাদেশও আগামী বছর মন্দাক্রান্ত হতে পারে। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ যে সর্বশেষ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তাতে এরকম আভাস রয়েছে। বিশ্ব পণ্য ও জ্বালানির বাজারে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাবে খাদ্যশস্য ও জ্বালানি তেল আমদানি ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। দাম বেড়েছে সারের। সার ও তেলের দাম বাড়ায় তা খাদ্য উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলেও আশংকা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

সর্বোপরি, উন্নত দেশগুলো মন্দাক্রান্ত হলে সেখানে সামষ্টিক চাহিদা কমবে যার প্রভাবে বাংলাদেশের রপ্তানিও কমবে, কমবে রেমিট্যান্স। ফলে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অনেকটাই ব্যাহত হবে।

Sahara Homes
NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!
Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

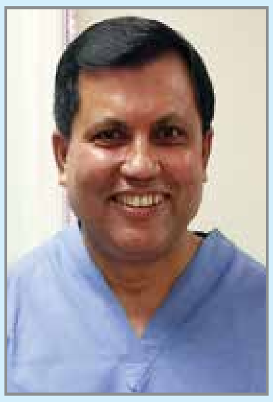

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Members: NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

VISA MasterCard DISCOVER Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE
CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন App এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই-ফোন অথবা এনড্রয়েড ফোনে Sonali Exchange A Subsidiary of Sonali Bank App টি ডাউনলোড করতে হবে।

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ সরকার প্রেরিত ২.৫% প্রণোদনা পাবার সুযোগ।
- ✓ বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর সুযোগ।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।
  লগ ইন করুন: **www.sonaliexchange.com**

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA	718-777-7001
ATLANTA	770-936-9906
BROOKLYN	718-853-9558
JACKSON HTS	718-507-6002
BRONX	718-822-1081
JAMAICA	347-644-5150
MANHATTAN	212-808-0790
MICHIGAN	313-368-3845
OZONE PARK	347-829-3875
PATERSON	973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

‘ফেব্রুয়ারি-মার্চে শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণের কিস্তি ফেরত দেওয়া শুরু করবে’

৮ পৃষ্ঠার পর

ব্যাংকের গভর্নর নন্দলাল বীরসিংহ তাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উল্লেখ করে আব্দুর রউফ তালুকদার আরও বলেন, ওগভর্নর আমাকে নিশ্চিত করেছেন যে তারা ইকনোমি রিস্ট্রাকচার করছেন ভারত, জাপান ও চীনের সঙ্গে। আইএমএফের একটা প্রোগ্রামে যাচ্ছে তারা, এটা মোটামুটি কনফার্ম। নভেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যেই হয়তো তারা একটা ফাইনাল অ্যাগ্রিমেন্টে যাবে আমাকে যেটা কনফার্ম করেছেন শ্রীলঙ্কার সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নর সেটা হল ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে যে ডেডলাইন আছে, সে অনুযায়ী তারা আমাদের ওই ঋণের অর্থ ফেরত দিতে পারবে বলেন তিনি।

ওএটা বাংলাদেশের জন্য খুবই ভালো খবর উল্লেখ করে গভর্নর বলেন শ্রীলঙ্কা এতদিন এটা নিয়ে কোনো কথা বলেনি। কিন্তু, আজ তাদের গভর্নর আমাকে এটার নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তারা এবার ডেডলাইন মিট করবেন ৩ মাসের মধ্যে ফেরত দেওয়ার শর্তে শ্রীলঙ্কা ২০২১ সালের মে মাসে বাংলাদেশের কাছ থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছিল। তবে কয়েক দফা বাড়িয়ে ওই ঋণ পরিশোধের মেয়াদ চলতি মে মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

পরে শ্রীলঙ্কার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ বছরের এপ্রিলে ওই ঋণ পরিশোধের মেয়াদ আরও ১ বছর বাড়ানো হয়।

গত ১০ অক্টোবর সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বোর্ড অব গভর্নরসের ৭ দিনব্যাপী বার্ষিক সভা শুরু হয়। সভায় অংশ নিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার এখন ওয়াশিংটনে অবস্থান করছেন। আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভার বাইরে বাংলাদেশের গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক করেন স্ট্যান্ডার্ড-চার্টার্ড এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধি ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান জেপি-মরগ্যানের ভাইস-চেয়ারম্যান।

গভর্নর বলেন এ দুটি বৈঠক মূলত তারাই চেয়েছে বলে হয়েছে। তারা বাংলাদেশকে বিভিন্ন সুবিধা দিতে চায়। আমরা বলেছি যে আমাদের জানা থাকল। আমাদের প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করব। তবে আমি তাদের বলেছি যে আমাদের বেসরকারি খাতকে যেন তারা সহায়তা করে। কারণ আমাদের দেশে তাদের ব্যবসা আছে। সেখানে তাদের এক্সপোজারের একটা লিমিট আছে। তারা কিন্তু তাদের লিমিট নিয়মিতভাবে বাড়াচ্ছে

বাংলাদেশে ক্ষমতায় যেন দায়িত্বজ্ঞানহীন কেউ না আসে -প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

যেকোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় সেনাবাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে উল্লেখ করে গতকাল পৃথক এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাহিনীটিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পেশাগত দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার মাধ্যমে আন্তরিকভাবে দেশের সেবা করবেন। সাভার সেনানিবাসে সিএমপি সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে সদর দপ্তর ৭১ মেকানাইজড ব্রিগেড, ১৫ ও ৪০ ইস্ট বেঙ্গল (মেকানাইজড) এবং ৯ ও ১১ বীরের (মেকানাইজড) পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। সম্প্রতি সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনায় আকস্মিক ভয়াবহ বন্যায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনের জন্য সেনাপ্রধানসহ বাহিনীর সব সদস্যকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, অপারেশন কভিড শিল্ডের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সদস্যরা করোনা প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং বিভিন্ন বৈদেশিক মিশনেও আমাদের সেনাসদস্যরা তাদের আত্মত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে দেশের জন্য বয়ে এনেছেন সম্মান ও মর্যাদা; যা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করেছে। আমি আশা করি, দেশেরও সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ জাতীয় যেকোনো প্রয়োজনে সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আবহমানকাল থেকেই যুদ্ধের ময়দানে জাতীয় মর্যাদার প্রতীক ‘পতাকা’ বহন করার রীতি প্রচলিত আছে। পতাকা হলো জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সম্মান এবং মর্যাদার প্রতীক। তাই পতাকার মান রক্ষা করা সব সৈনিকের পবিত্র দায়িত্ব। এ সময় তিনি সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের পাশাপাশি পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে হত্যার পর দেশে একের পর এক সেনাশাসন, হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অতীত ইতিহাসও তুলে ধরেন।

পতাকা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রীকে কুচকাওয়াজের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সালাম জানানো হয়। সেই সঙ্গে সেনাপ্রধান জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

বিশ্বসেরা ২% বিজ্ঞান গবেষকের তালিকায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ শিক্ষক, ১ শিক্ষার্থী

৮ পৃষ্ঠার পর

পুরস্কার। সেরা গবেষকদের তালিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একজন গবেষক হিসেবে এটি অত্যন্ত আনন্দের খবর। আর বেশি আনন্দ হচ্ছে গতবছরের তুলনায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অনেক এগিয়েছে, এমনকি আমাদের একজন শিক্ষার্থীও এতে রয়েছেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় আমরা এগিয়ে রয়েছি, সবার জন্য গবেষণার পরিবেশ তৈরি করে আরো এগিয়ে যেতে চাই। পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ এ মামুন শিক্ষার্থীদের জন্যও গবেষণা অনুদান দাবি করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ডিগ্রি দিচ্ছে, আমার এই র‍্যাংকিং দিয়ে সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছুটা হলেও তার প্রতিদান দিতে পেরেছি এটা আমার অনেক বড় প্রাপ্তি। আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সারাজীবন কাজ করতে চাই। আরেকটা অনুরোধ যাতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে ছাত্রদের জন্য গবেষণা অনুদান থাকে। তাহলে আমার মত আরও অনেকেই গবেষণা করবে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে যাবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নূরুল আলম তালিকায় স্থান পাওয়া সেরা গবেষকদের অভিনন্দন জানান ও গবেষণা পরিবেশ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের এরকম অর্জনে উপাচার্য হিসেবে আমি অনেক বেশি আনন্দিত ও গর্বিত বোধ করছি।

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ▫ Bankruptcy ▫ Civil ▫ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES

জ্যাকসন হাইটসে নতুন অফিস

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center
Ex Chief of Gastroenterology
St. John's Queens Hospital

Registered Pharmacist
State of New York
Master of Pharmacy
(MPharm) at University of Dhaka
Bachelor of Pharmacy
(Hons) at University of Dhaka

Choudhury S. Hasan, M.D.

Board Certified
Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center

All upper endoscopy & colonoscopy done in office under anesthesia

Endoscopy Center:
205-20 Jamaica Ave.
Suite-4, Hollis, NY 11423

97-12 63rd Drive, Suite-CA
Rego Park, NY 11374

40-18 74th Street
Elmhurst,
Jackson Heights NY 11373

Tel: 718-830-3388, Cell: 917-319-4406, Fax: 718-732-1667

Thinking of
BUYING
SELLING
INVEST, RENT
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
Cell: 646-592-5518
- Residential
- Commerical
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
Email: RealtorMijan@gmail.com

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-265-0205
Fax: 718-262-0254
www.EXITprimeNY.com

EXIT REALTY PRIME
REBNY

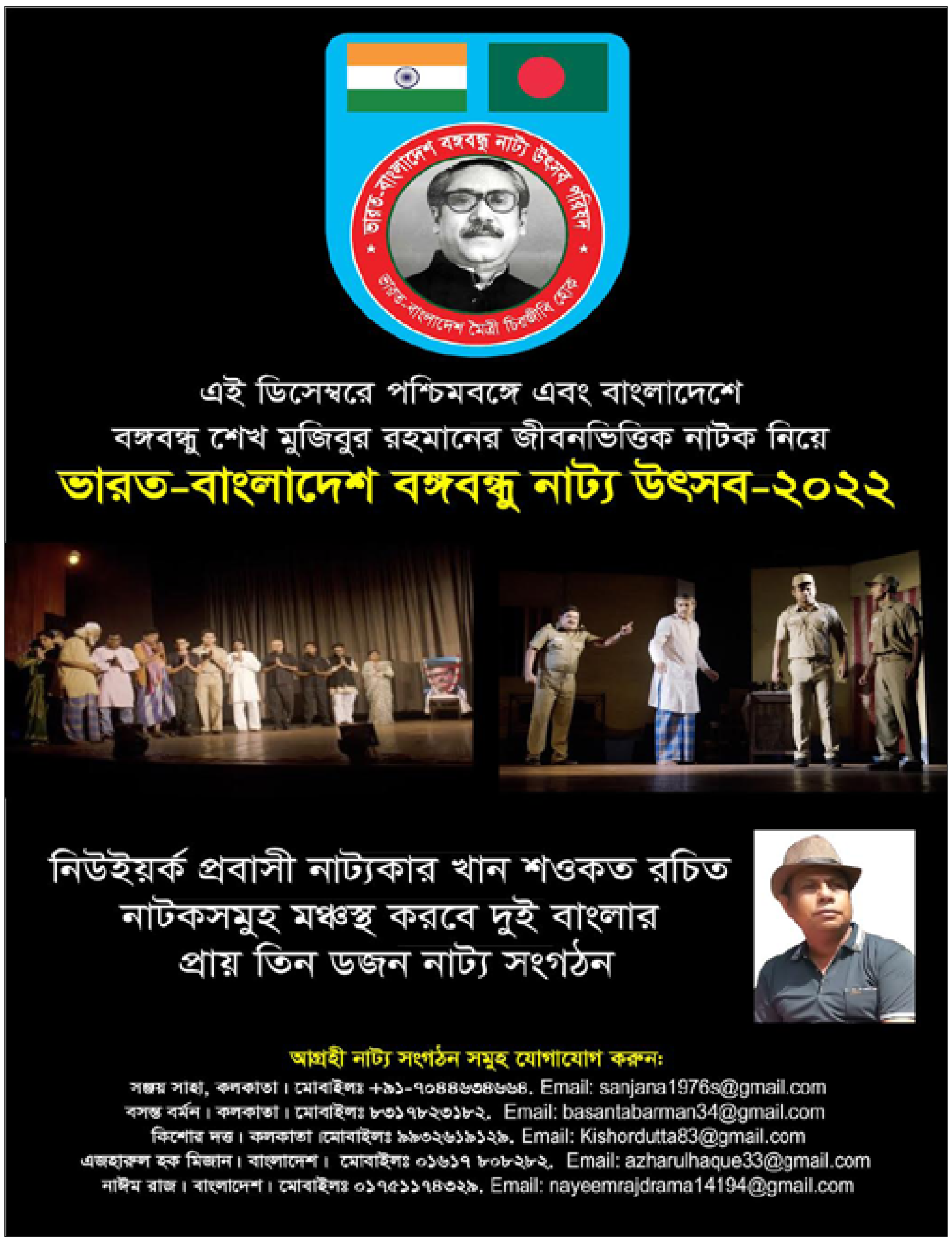
এই ডিসেম্বরে পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক নাটক নিয়ে
ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব-২০২২

নিউইয়র্ক প্রবাসী নাট্যকার খান শওকত রচিত
নাটকসমূহ মঞ্চস্থ করবে দুই বাংলার
প্রায় তিন ডজন নাট্য সংগঠন

আগ্রহী নাট্য সংগঠন সমুহ যোগাযোগ করুন:
সঞ্জয় সাহা, কলকাতা। মোবাইলঃ +৯১-৭০৪৪৬৩৪৬৬৪. Email: sanjana1976s@gmail.com
বসন্ত বর্মন। কলকাতা। মোবাইলঃ ৮৩১৭৮২৩১৮২. Email: basantabarman34@gmail.com
কিশোর দত্ত। কলকাতা।মোবাইলঃ ৯৯৩২৬১৯১২৯. Email: Kishordutta83@gmail.com
এজহারুল হক মিজান। বাংলাদেশ। মোবাইলঃ ০১৬১৭ ৮০৮২৮২. Email: azharulhaque33@gmail.com
নাঈম রাজ। বাংলাদেশ। মোবাইলঃ ০১৭৫১১৭৪৩২৯. Email: nayeemrajdrama14194@gmail.com

কেন গাইবান্ধা টার্নিং পয়েন্ট?

১০ পৃষ্ঠার পর

এ সিদ্ধান্তের প্রশংসা করছেন অনেকেই। তবে এটিও আলোচিত হচ্ছে, ভবিষ্যতে কী এ ধারা অব্যাহত থাকবে? অনেকেই বলতেন, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা অসীম। গাইবান্ধায় কমিশন কিছুটা হলেও তা দেখাতে পেরেছে। এ প্রশ্ন বেশ আলোচিত হচ্ছে, গাইবান্ধা কী জাতীয় রাজনীতিতে টার্নিং পয়েন্ট হতে চলেছে। শনি এবং বুধবারের ঘটনা এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে, নির্দলীয় সরকার ছাড়া এ ভূমে স্বাধীন নির্বাচন কতোটা কঠিন! কারণ নির্বাচনে প্রধান ভূমিকা থাকে স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। দলীয় সরকারের অধীনে তারা নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন সে আশা বাতুলতা মাত্র। দ্বিতীয়, ইভিএম নিয়ে নানা আলোচনা চলছে।

নির্বাচন কমিশনসহ অনেক পক্ষই বলছিল, ইভিএমে কারচুপির সুযোগ নেই। কিন্তু গাইবান্ধা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো, মেশিন কারচুপি বন্ধ করতে পারে না। কমিশন কেন এমন কঠোর অবস্থান নিলো। এই নিয়ে নানা মত রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশন অবাধ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এ জন্য সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগে কমিশন পিছপা হবে না। অনেকে অবশ্য সংশয় প্রকাশ করেছেন। বলছেন, গাইবান্ধায় ক্ষমতা বদলের প্রশ্ন ছিল না। নিজেদের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির জন্যই এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ক্ষমতার প্রশ্ন আসলে ব্যতিক্রম কিছু হবে না। যদিও এটা নতুন একটি অধ্যায়ের শুরু-এমন মতের মানুষের সংখ্যাও কম নয়। ঢাকার রাজনীতির খোঁজখবর রাখেন এমন অনেক বিশ্লেষক এটা মনে করেন, সামনের দিনগুলোতে এমন ঘটনা আরও ঘটবে। গাইবান্ধা প্রশ্নে কমিশনের কঠোর অবস্থানের পরও অবশ্য কিছু প্রশ্ন উঠেছে? গাইবান্ধাতে যে কারণেই হোক প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যথাযথ দায়িত্ব পালন করেনি। তাদের বিরুদ্ধে কী কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে? প্রধান নির্বাচন কমিশনার যখন নিজেই বলছেন, নির্দেশের পরও দায়িত্বরত কর্মকর্তারা যথাযথ পদক্ষেপ নেননি। এমনকি এটাও বলা হয়েছে, নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কেউ কেউ অনিয়ম করেছেন।

ইভিএম ডাকাতদের কারণে কমিশন অ্যাকশন নিয়েছে। কিন্তু স্যুট পরা অদৃশ্য ডাকাতদের কথাও সামনে এনেছেন সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার। তাদের কী হবে!

সিইসি'র নয়, গাইবান্ধার ভোট বন্ধের সিদ্ধান্ত ইসি'র: গাইবান্ধার উপনির্বাচনের বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, আমরা হঠকারী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। এই সিদ্ধান্ত সিইসি গ্রহণ করেননি, কমিশন গ্রহণ করেছে। সিইসি কোনো সিদ্ধান্ত এককভাবে গ্রহণ করেন না; করতেও পারেন না। ঢাকা থেকে সিসিটিভিতে ভোটকেন্দ্রের পরিস্থিতি দেখার পর ভোটকক্ষে নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনতে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারপরও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার 'কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি' বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান সিইসি। ওই পরিস্থিতিতে 'সর্বসম্মত' সিদ্ধান্তে ভোট বন্ধ করার কথা জানিয়ে হাবিবুল আউয়াল বলেন, কমিশন সদস্যরা বসে আলাপ-আলোচনা করে চিন্তা-ভাবনা করে যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে সিইসি'র সঙ্গে নির্বাচন কমিশনার আহসান হাবিব খান, রাশেদা সুলতানা ও মো. আলমগীর উপস্থিত ছিলেন। উপনির্বাচনে কেমন অনিয়ম হয়েছিল, ইসি কীভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে, কোন পরিস্থিতিতে, কীভাবে ভোট বন্ধ করা হয়েছে- তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরেন সিইসি। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাবিবুল আউয়াল বলেন, আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে হয়তো জনমনে কিছু বিভ্রান্তি থাকতে পারে। আমরা টকশোতে শুনেছি কেউ আনন্দিত হয়েছে, কেউ ব্যথিত হয়েছে, কেউ প্রতিবাদ করেছেন, কেউ সমবেদনা জানিয়েছেন। আমাদের মনে হয়েছে। এতে করে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। সেই বিভ্রান্তি অপলোপনের জন্য কিছু ব্যাখ্যা আমাদের দেয়া দরকার। তিনি বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন সমার্থক নয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনারও একজন কমিশনার। একাধিক সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়, একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হন এবং তিনি এ সংস্থার চেয়ারম্যান হন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কোনো সিদ্ধান্তে এককভাবে গ্রহণ করেন না বা করতে পারেন না। এ জন্যই আপনাদের মাধ্যমে, আমরা বলতে চাই যে, আমরা কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নেইনি। সকলকে বুঝতে হবে, এটা কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা নিগূঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তারপরে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ঢাকায় বসে নির্বাচন বন্ধ কতোটা যৌক্তিক, প্রশ্ন ওবায়দুল কাদেরের: বন্ধ হওয়া গাইবান্ধা-৫ আসনের উপ-নির্বাচন প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ঢাকায় বসে সেখানকার ছবি, ভিডিও দেখে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া কতোটা যৌক্তিক-বাস্তবসম্মত, কতোটা আইনসম্মত তা বিনয়ের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে ভেবে দেখতে বলবো।

বৃহস্পতিবার মোহাম্মদপুর থেকে ঢাকা নগর পরিবহনের নতুন দুটি রুটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, তারা বলেছেন প্রিজাইডিং অফিসারদের লিখিত অভিযোগ আছে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন, নিরপেক্ষ, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। তবে অতীতে এরকম নজিরবিহীন কিছু ঘটেছে বলে মনে হয় না। কী কারণে ভোটগ্রহণ বন্ধ করা হলো সেটা আমাদের প্রশ্ন। আমরা আশা করি, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন তার আইন, বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে গণতন্ত্র ও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নেবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ভোটের ফলাফল ঘোষণা ও সিইসি'র পদত্যাগের দাবিতে সড়ক অবরোধ, উপজেলা পরিষদের গেটে তালা

উত্তরাঞ্চল প্রতিনিধি জানান, গাইবান্ধা-৫ আসনের নির্বাচনের ভোটের ফলাফল ঘোষণার দাবিতে গতকাল সকালে ফুলছড়ি সড়ক অবরোধ করে ও উপজেলা পরিষদের গেটে তালা লাগিয়ে প্রতিবাদ জানান আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। উপজেলা পরিষদের গেটের সামনে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবস্থান নেয় তারা। এদিকে জাল ভোট দেয়ার মামলায় বুধবার রাতেই সুজন নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

সকালে নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ফুলছড়ি উপজেলা পরিষদ চত্বরে জমায়েত হন। খণ্ড খণ্ড মিছিলে তারা বিক্ষোভ করতে থাকেন। বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে ফুলছড়ি উপজেলা পরিষদ ও নির্বাচন অফিস ঘেরাও করে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেন। এ সময় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম পারভেজ, শহিদুল ইসলাম, এডভোকেট নুরুল আমিন, ফজলুল হকসহ অন্যরা। তারা দীর্ঘ সময় ফুলছড়ি-গাইবান্ধা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এদিকে গাইবান্ধা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুল মোত্তালিব জানান, ১২ই অক্টোবরে গাইবান্ধা-৫ আসনে ভোট জালিয়াতি ও অনিয়মের কারণে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। নির্বাচনে অনিয়মের কারণে প্রিজাইডিং অফিসার মাজেদুল ইসলাম বাদী হয়ে সাঘাটা থানায় সুজন নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক মো. অলিউর রহমান বলেন, নির্বাচনে অনিয়মের কারণে একটি মামলা করা হয়েছে।- মানবজমিন

খালি পেটে খেজুর খাওয়ার উপকারিতা

২৫ পৃষ্ঠার পর

অত্যন্ত কার্যকর।

আয়রন: আয়রন মানব দেহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। খেজুর প্রচুর আয়রন রয়েছে। ফলে এটা হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। তাই যাদের দুর্বল হৃৎপিণ্ড, তাদের জন্য খেজুর হতে পারে সবচেয়ে নিরাপদ ঔষধ।

ক্যালসিয়াম: ক্যালসিয়াম হাড় গঠনে সহায়ক। আর খেজুরে আছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম। যা হাড়কে মজবুত করে। খেজুর শিশুদের মাড়ি শক্ত করতে সাহায্য করে।

ক্যানসার প্রতিরোধ: খেজুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং প্রাকৃতিক আঁশে পূর্ণ। এক গবেষণায় দেখা যায়, খেজুর পেটের ক্যানসার প্রতিরোধ করে। আর যারা নিয়মিত খেজুর খান তাদের বেলায় ক্যানসারে ঝুঁকিটাও কম থাকে। খুব সম্প্রতি একটি গবেষণায় উঠে এসেছে যে খেজুর অ্যাবডোমিনাল ক্যানসারে রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে এবং অবাক করা বিষয় হচ্ছে এটি অনেক সময় ঔষধের চেয়েও ভাল কাজ করে।

ওজন হ্রাস: মাত্র কয়েকটা খেজুর কমিয়ে দেয় ক্ষুধার জ্বালা। এবং পাকস্থলীকে কম খাবার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এই কয়েকটা খেজুরই কিন্তু শরীরের প্রয়োজনীয় শর্করার ঘাটতি পূরণ করে দেয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে: খেজুরে আছে এমন সব পুষ্টিগুণ। যা খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। কখনও কখনও ডায়রিয়ার জন্যেও এটা অনেক উপকারী।

রক্তশূন্যতা প্রতিরোধ: প্রচুর মিনারেল সঙ্গে আয়রন থাকার কারণে খেজুর রক্তশূন্যতা রোধ করে। তাই যাদের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম তারা নিয়মিত খেজুর খেয়ে দেখতে পারেন।

স্নায়ুতন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ায়: খেজুর নানা ভিটামিনে পরিপূর্ণ থাকার কারণে এটি মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনার গতি বৃদ্ধি রাখে, সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিয়মিত খেজুর খায় তাদের দক্ষতা অন্যদের তুলনায় ভাল থাকে। হৃদরোগ প্রতিরোধ: খেজুরে রয়েছে পটাশিয়াম যা বিভিন্ন ধরণের হৃদরোগ প্রতিরোধ করে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, খেজুর শরীরের খারাপ ধরণের কোলেস্টেরল কমায় এবং ভাল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

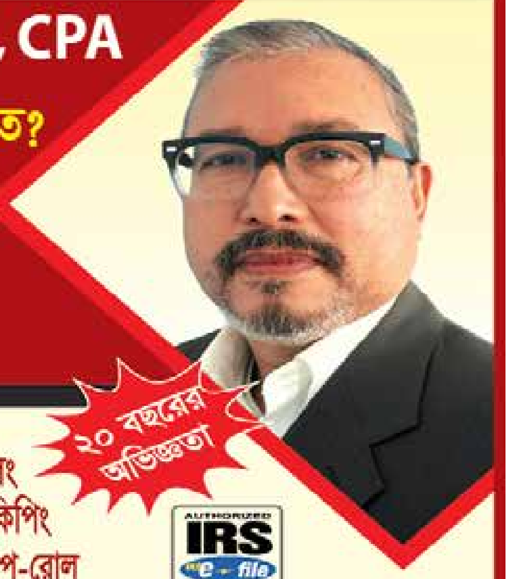

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

C&A

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

☎ Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

☑ TAX FILING ☑ NOTARY PUBLIC
☑ IMMIGRATION ☑ TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490 OPEN 7 DAYS A WEEK

JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER

HALAL

HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS
আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা
আমরা কাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি

Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!
GRUBHUB UBER eats DOORDASH
PayPal

JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোটে বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও আশঙ্কা

৮ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান, সব বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি, জাতিসংঘ সনদের উদ্দেশ্য এবং নীতিগুলো অবশ্যই সবাইকে মেনে চলতে হবে। বাংলাদেশ আরো বিশ্বাস করে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমানার মধ্যে যে-কোনো দেশের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্মান করা উচিত।

ইউক্রেনের মতো ইসরায়েলের ফিলিস্তিনি এবং অন্যান্য আরব ভূমি দখলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনুরূপ অভিন্ন অবস্থান নেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিয়েছে বাংলাদেশ।

বিবৃতিতে বলা হয়, ইউক্রেনে চলমান সংকটের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। যুদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা নিষেধাজ্ঞা কোনো দেশের জন্যই ভালো নয়। বাংলাদেশ মনে করে, দ্বন্দ্ব নিরসনের সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে সংলাপ ও কূটনীতি।

বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার ইস্যু নিয়ে জাতিসংঘে চার বারের মধ্যে দুইবার প্রস্তাবের পক্ষে এবং দুইবার ভোটদানে বিরত থাকে। গত ২ মার্চ রাশিয়ার হামলা বন্ধের প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত ছিল বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘‘সর্বশেষ যে প্রস্তাব নিয়ে ভোট হলো, সাধারণ পরিষদের এই ভোটের কোনো ইমপ্যাক্ট নাই। প্রতীকী গুরুত্ব আছে। আর নিরাপত্তা পরিষদে তো আগেই এটা পাস হয়নি। ভেটোর মুখে পড়েছে। সাধারণ পরিষদের এই ভোট নিয়ে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করেছিলেন। তারা চাচ্ছিলেন প্রতীকী হলেও এই নিন্দা প্রস্তাবটি যেন সর্বোচ্চ ভোটে পাস হয়। তারা একটা রেকর্ড রাখতে চায়। আর বাংলাদেশ বাই মেরিট বিষয়টি দেখেছে।’’

তার কথা, ‘‘প্রথমবার বাংলাদেশ ভোট দেয়ায় বিরত ছিল, কারণ, তখন পুরো দায় রাশিয়ার ওপর চাপানো হয়। দ্বিতীয়টা ছিল মানবাধিকারের বিষয়। তখন বাংলাদেশ পক্ষে ভোট দিয়েছে। তৃতীয়টা রশিয়াকে হিউম্যান রাইট কাউন্সিল থেকে বাদ দেয়ার প্রশ্নে বাংলাদেশ ভোট দানে বিরত থাকে। আর সর্বশেষ বিষয়টি বাংলাদেশ দেখেছে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দিক থেকে, তাই পক্ষে ভোট দিয়েছে। এরপর যে অবার অন্য ইস্যুতে বাংলাদেশ ভিন্ন অবস্থান নেবে না তা কিন্তু বলা যায় না।’’

তার কথা, ‘‘এটা দিয়ে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ কোনো বলয়কে চিন্তা করে অবস্থান নিচ্ছে না। আগে দেখা যেতো ভারত যে অবস্থান নেয় বাংলাদেশও সেই অবস্থান নেয়। ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে সেটা কিন্তু হয়নি। ৮০ বা ৯০-এর দশকের বাংলাদেশ আর এখনকার বাংলাদেশ কিন্তু এক নয়। তা না হলে জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলে বাংলাদেশ এত ভোটে জয় পেতো না।’’

তারপরও রাশিয়ার দিক থেকে কোনো চাপ আসবে কিনা- এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘‘আমার মনে হয় না কোনো চাপ আসবে। কারণ, রাশিয়াও জানে বাংলাদেশ ছোট দেশ। অ্যামেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলো নানা রকম ফোন-টোন করে ভোট নিয়েছে। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু একই সময়ে কিরগিজস্তানে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ওয়ান টু ওয়ান বৈঠক হয়েছে। রাশিয়ার না বোঝার কোনো কারণ নেই।’’

সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) শহীদুল হকও মনে করেন, এই ভোট নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতির কোনো আশঙ্কা নেই। কারণ, সাধারণ পরিষদের এই ভোটের কোনো গুরুত্ব নেই, কোনো বাইন্ডিং নেই। তিনি বলেন, ‘‘এবার সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট রাশিয়ার বিরুদ্ধে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আগে যারা ভোট দিয়েছে, তাদের সঙ্গে কিন্তু রাশিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করেনি। বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ রাশিয়ার আরো অনেক বিনিয়োগ ও ব্যবসা আছে। তারা এটা বোঝে। ফলে এ নিয়ে সম্পর্ক খারাপ হবে না। বাংলাদেশ তো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তাতে কি সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে কারুর সাথে?’’

তিনি আরো বলেন, ‘‘কূটনৈতিক দিক দিয়ে এবার আমি বলবো ভালোই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। এক দিকে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও স্বার্বভৌমত্বের পক্ষে বাংলাদেশ অবস্থান নিয়েছে। নয়তো অন্য কোনো দেশ বাংলাদেশে ঢুকে পড়লে আমরা কী বলতাম? আকেটি হলো, এই ভোটের প্রয়োগের দিক থেকে কোনো গুরুত্ব নেই। বাংলাদেশের অবস্থানটি তাই নিরাপদ বলা যায়।’’-জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

রজনির এক রাত

১৬ পৃষ্ঠার পর

চৈত্রের রোদ আর কী বৃষ্টি কোনো কিছুতেই ঘরে বসে থাকার কোনো উপায় নেই। মায়ের রোদেপড়া মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যেতো।

মায়ের সংসারের এ অবস্থা দেখে স্বিদ্ধান্ত নেই, স্বামীর সংসারে ফিরে যাওয়ার। অনেকদিন পর নিজ সংসারে ফিরলেও রাজুর কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ল না। একদিন সকালে বাজারে যাবার সময় রাজুকে বললাম, ঘরে চাল নাই, এই বেলা চাল না আনলে না খাইয়া থাকা লাগব। কথা শুনেই রাজু আমার দিকে তেড়ে আসে। মুখের উপর বলে, ‘চাল না থাকলে আমি কি করুম! না থাকলে খাবি না। আর এতো যদি খাওনের শখ হয়, মায়ের বাড়িত থেইকা আইনা গিল! পয়সা-কড়ি ছাড়া তোর মায়ে এক ফকিরনি গছাইছে আমারে, আমি বিয়া না করলে তোরে বিয়া করতো কে শুনি?’

এরপর বহুদিন কেটে যায়, রাজু আমার বিছানায়ও আসে না। হঠাৎ করে মানুষটার যে কি হলো! কীভাবে এতো বদলে গেল! দিনরাত ভেবে ভেবে আমি দিশেহারা।

এক দুপুরে মায়ের কাছে গিয়েছিলাম কিছু টাকা আর কেজিখানিক চাল আনতে। ফিরে এসে দেখি, আমার ঘরের দরজাটা ভেজানো। অবাক হয়ে ভাবলাম, দরজা ভেজানো কেন? আমি তো ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছি। তাহলে তালা খুললো কে? দ্রুত পায়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখি, বিছানায় রাজু আর তার সাথে একটি মেয়ে। মেয়েটিকে আমি আগেও দেখেছি। তারা একইসাথে গান করে।ওদের দেখেই আমার বুকের ভেতরটায় কেমন একটা ধাক্কা লাগে। তখন তাদের দু-জনের পরনের কাপড় এলোমেলো। আমাকে দেখেই মেয়েটি তাড়াহুড়ো করে বিছানা থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তখন আর আমার বোঝার কিছুই বাকি রইল না। আমি চিৎকার করে উঠি। দেয়ালে মাথা ঠুকি। বলি, হায় আল্লাহ! কি কপাল আমার! এটাও দেখতে হইল আমারে!

রাজু গলা উঁচিয়ে বলল, ‘বেশ করেছি, আমার ঘরে আমি যারে ইচ্ছা আনবো! তাতে কার কী? তোর ভালো না লাগলে বাহির হইয়া যা। দরজা খোলা আছে। আমারে মুক্তি দে।’

রাজুর আচরণ দেখে তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম। ভাবলাম-এ কি রাজু? এতো বদলে গেল কি করে? দুপুরের এতো আলোর মাঝেও দু’চোখে যেন অন্ধকার দেখতে পাই। মাথাটা ঝিমঝিম করছিলো। মাথার দু’পাশের রগ মনে হলো তখনই ছিঁড়ে যাবে। আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে রাজু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি রেশমার নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবি,বাচ্চাটা নিয়ে আমি এখন কি করব! কোথায় যাবো, জানি না। গলায় দড়ি দিব নাকি পানিতে ডুবে মরব? তাতে হয়তো আমি এ জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচব। কিন্তু আমার মেয়ের কি হবে? ওকে কে দেখবে?

কোনো উপায় না পেয়ে মায়ের কাছে যাই। গরীব মা ছাড়া আমারতো আর কেউ নেই। মাকে সব কিছু খুলে বলি। রাজু যে অন্য মেয়েকে নিয়ে ঘরে এসেছে সে কথাটাও জানাই। আমার সব কথা শুনে রাজুর প্রতি মা’র কোনো রাগতো হয়ইনি উল্টো মা আমাকে বললেন, ‘মাইয়া মানুষের এতো তেজ থাকতে নাই। সামান্য বিষয় নিয়া ঝামেলা কইরা ঘর ছাইড়া আসা তোর ঠিক হয় নাই। যা হওয়ার হইছে। নিজের ঘরে ফিরা যা। আর আরেকটা কথা তোরে জানাইয়া রাখি, আমার এখানে আমি তোরে রাখতে পারুম না।’

সেদিন মায়ের কথায় আমার দু’চোখ জুড়ে অন্ধকার নেমে এসেছিলো। মায়ের কাছে যখন আশ্র্রয় মিলল না তখন কোথায় যাব, কি করবো এরকম ভাবতে ভাবতে দুর সম্পর্কের এক চাচার কাছে যাই। তিনি যদি একটু আশ্রয় দেন, সেই আশায়। সেখানে গিয়ে দেখি তার অনেক বড় বাড়ি। বাড়িতে চাচি আর চাচা ছাড়া আর কেউ নেই। তাদের দুই ছেলে আর এক মেয়ে সবাই বিদেশে স্যাটেল। আমার সব কথা শুনে তিনি দুঃখ করলেন। আমাকে তার ঘরের পাশে ছোট্ট একচালা একটি টিনের ঘরে থাকতে দিলেন। সেখানে ঘর-দোর পরিস্কার করা, থালা-বাসন ধোয়া, সবার কাপড়চোপড় ধোয়া-এসব করে দিন কাটে আমার। তবু ভাবলাম, এভাবেই দিন যদি কেটে যায়,তাতে মন্দ কি? কারো মুখাপেক্ষী তো থাকতে হচ্ছে না। তাছাড়া রেশমাকে চাচি খুব আদর করেন। আমি যখন বাড়ির কাজ করি, তখন চাচিই রেশমাকে সামলান। কোলে তুল নেন, এটা ওটা খেতে দেন।

এ বাড়িতে কোনো কিছুরই অভাব নেই। শুয়ে বসে চাচির দিন কাটে। শুনেছি, চাচির সাথে চাচা গলা চড়িয়ে কথা বলেছেন এমন ঘটনা খুব কম। আর গায়ে হাত তোলাতো অনেক দূরের ব্যাপার। তার মানে যে, চাচা চাচিকে খুব সম্মান করেন বা ভালোবাসেন আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, তাকে তিনি যতটা না ভালোবাসতেন তার চেয়ে বেশি ভয় পেতেন। কেননা চাচি ছিলেন চেয়ারম্যানের মেয়ে। তার বাবার টাকাতেই এ বাড়িটি তৈরী করেছেন। তাই শুশুরবাড়ির লোকজন বেড়াতে এলে চাচা তাদের খুব সমীহ করতেন। বাজার থেকে তাজা মাছ, মুরগী এনে রান্না করে খাওয়াতে বলতেন।

তবুও চাচাকে ঠিক বুঝতে পারতাম না। তিনি বরাবরই চুপচাপ থাকতেন। খুব প্রয়োজন না হলে সামনে আসতেন না। তবে পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও তাকে কখনো খারাপ মানুষ মনে হয় নি। কিন্তু চাচার সম্পর্কে আমার এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো কিছুদিন পরেই।

একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে আছি। ঘরের আলো তখন নিভানো। দরোজাটা ভেজানো ছিলো। আমার চোখ সারাদিনের ক্লান্তিতে বুঁজে আসছে। হঠাৎ কখন যে চাচা আমার ঘরে ঢুকেছেন তা টের পাই নি। যখন চাচার হাত আলতোভাবে আমার স্তন ছুঁয়ে গেলো, তাঁর ঠোঁট দুটো আমার গাল ছুঁয়ে ঠোঁটে চেপে বসল, আমি তখন চোখ মেলে আবিষ্কার করলাম, এক কামুক পুরুষকে।

এরপর তার অনুসন্ধিৎসু আঙ্গুলগুলো স্তনের বোঁটায় হাত ঘুরাতে ঘুরাতে ক্রমেই আমার উরু হাতড়াতে হাতড়াতে নিচের দিকে নামতে থাকে। আমার সারা শরীর তখন কাঁপতে লাগল। আমি তখন কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। এ দিকে চাচা ক্রমাগত আমার শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে, এ ছুঁয়ে যাওয়া আমায় এক অজানা, অনির্বচনীয় সুখানুভূতি দিয়ে যাচ্ছে। আমি সেই সুখানুভূতিকে অস্বীকার করতে পারি নি সেদিন। যে অনুভূতি অনেকদিন হলো হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। মনে হলো, আমার শরীরের দূরাগত কোনো বিন্দু থেকে কোনো পুরুষের স্পর্শে তা নতুন করে আবার জেগে উঠেছে। আমি সেই স্পর্শ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি নি।

কিন্তু যখন সব শেষ হয়ে গেলো আমার ভিতরে তখন বিবেক জেগে উঠলো। মনে হলো এ আমি কী করলাম, কেন নিজেকে সঁপে দিলাম! আবার মনে হলো, এছাড়া আমার কিইবা করার ছিলো! আমি চিৎকার দিলে, চাচি যদি মনে করতেন তার স্বামিকে ফাঁসানোর জন্য এই গল্প ফেঁদেছি! তাতে কী লাভ হতো! বরং চাচি কষ্ট পেতেন। বিশ্বাস ভাঙ্গার কষ্ট।

আমার তখন মনে হলো, যার আশ্রয়ে থেকে, খেয়ে-পরে আমি আর আমার সন্তানের দিন কেটে যাচ্ছে, তার ঘরে আমি অশান্তির ঝড় তুলতে পারি না। এ বড় অন্যায়! তার চেয়ে এ অমার্জনীয় অপরাধের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় আমার সেটাই করা উচিৎ। সিদ্ধান্ত নিলাম, এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু কোথায় যাব? কার কাছে যাব? কেউই তো নেই! আর আমার মেয়ে রেশমা, ওরই বা কি হবে! সেদিন আবারো বুঝলাম-সহায় সম্বলহীন কোনো নারীর জীবনের পথ চলাটা সহজ নয়। তাদের ঘর যতটা শৃঙ্খলে আবদ্ধ, বাহির তার চেয়ে ঢের বেশি।

আমি রেশমার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ও ঘুমাচ্ছে! বাইরে চাঁদের আলোকধারায় ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী। জানালার গ্রিল গলে সেই আলো এসে যেন আছড়ে পড়ছে আমার রেশমার মুখে! কী মায়া তার মুখটায়!

একটু পরেই আমি রেশমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। রাত্রির গভীর নীরবতার মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে বট গাছটার মোড় পেরিয়ে যখন সামনে এগোচ্ছি ঠিক তখনই বুকের ভেতরটা হুহু করে কেঁদে উঠল। আমার সন্তানের জন্য। আমার রেশমার জন্য। সেই বাঁধভাঙা নীরব কান্নার জলে গাল ভিজেছিলো সেদিন।

হঠাৎ তখন কোনো বিভ্রান্ত দার্শনিকের মতো মনে হলো, সব মায়া সবার জীবনে মঙ্গল বয়ে আনে না। কিছু মায়া ত্যাগেই হয়তো সুখ লুকিয়ে থাকে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার মাতৃত্বের সবটুকু মমতার বিসর্জনে রেশমার জীবন যদি নিরাপদ হয়, তাতে ক্ষতি কী! যে নিরাপদ জীবন আমি পাই নি, সে নিরাপদ জীবন যদি রেশমা পায়, তাতে যদি ও ভালো থাকে তবে মা হয়ে সন্তানের প্রতি সব অধিকার থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। হয়তো চাচি রেশমাকে নিরাপদ একটা জীবন দিতে পারবেন। যা আমি ওকে কখনোই দিতে পারবো না।

‘রজনী, কোথায় গেলে?’ আকরাম সাহেবের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। হারানো দিনের স্মৃতির ভাঁজে ভাঁজে নিজেকে যেন এতোটা সময় ধরে হারিয়ে খুঁজেছি। এখন তাকে এক কাপ চা দিতে হবে। প্রতিদিন এ সময়ে এক কাপ চা তার চাই।

তবুও ভালো যে আকরাম সাহেবের মতো একজন মানুষের আশ্রয়ে আমি আছি। অথচ আমিও চেয়েছিলাম, স্বামী, সন্তান নিয়ে আমার ছোট্ট একটা সংসার হবে। হলো না। নিজের বলে আজ আর কিছুই নেই। যা আমার, শুধুই আমার ছিলো, তাও হারিয়ে ফেলেছি। আমার সন্তান আজ অন্য কারো আশ্রয়ে বেড়ে উঠছে। আমি যে তার মা এ সত্যটুকু সে হয়তো কোনোদিন জানবে না। হয়তো আমি আর রেশমা কখনো পাশাপাশি থাকলেও একে অপরকে চিনতে পারবো না। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অজান্তেই চোখ থেকে দু’ফোটা অশ্রু ঝরে পড়লো। চোখ মুছে জানালা দিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকালাম। এতোক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘমুক্ত ঝকঝকে নীলাকাশ। তার নিচে একটি সোনালী ডানার চিল পাখা মেলে আপন মনে করুণ সুরে ডেকে ডেকে উড়ছে। চক্রাকারে উড়ছে তো উড়ছে। উড়ছে তো উড়ছেই...

দ্রুত তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়নের ‘সুসংবাদ’ দিলেন চীনা রাষ্ট্রদূত, কড়া নজর ভারতের

৫ পৃষ্ঠার পর

জানিয়ে রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, “আমাদের প্রকৌশলীরা বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর পরিকল্পনা করবো কবে থেকে কাজটি শুরু করা যায়। তবে আশা করছি শিগগির তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করতে পারবো। এটি শুধু এ অঞ্চলের মানুষের জন্য সুসংবাদ নয়, পুরো বাংলাদেশিদের জন্যেও গর্বের বিষয়।”

শুষ্ক মৌসুমে পানি সঙ্কট দূর করা, তীর ব্যবস্থাপনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণে তিস্তা নদী ঘিরে সরকারের নেওয়া মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে বলে জানান রাষ্ট্রদূত লি জিমিং।

তিনি বলেন, “তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। এখানকার মানুষ, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ, লোকজনের চিন্তা-ভাবনা, মানসিকতা তিস্তা মহাপরিকল্পনার পক্ষেই। তাই আমরা এই মহাপরিকল্পনাটির পুরো বিষয় নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করব।”

এ বিষয়ে হাতীবান্ধা-পাটগ্রাম আসনের সংসদ সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী মোতাহার হোসেন বলেন, “চীনের রাষ্ট্রদূত এখানে আসছেন। উনার সাথে আলোচনায় দেখলাম, উনারা খুব পজিটিভ এই ব্যারেজের কাজ করতে। আমিও ব্যক্তিগতভাবে (এটা) মনে করি। আমি ১১/১২ বার চীন গিয়েছি। ৫ বার আমি ওদের হোয়াং হো নদী দেখতে গিয়েছিলাম। সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয়েছে যে, তারাই পারবে, আর কেউ পারবে না। চীন দিয়েছে আট হাজার চারশো কোটি টাকা। আর ভারত দিয়েছে দুই হাজার চারশো কোটি টাকা। আমাদের ফাইনান্সাররা (বিশ্বব্যাংক, এডিবি) বললো, এটা কিভাবে সম্ভব! দুই হাজার কোটি আর আট হাজার কোটি!”

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন- রংপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের উত্তরাঞ্চল প্রকৌশলী আমিনুল হক ভূঁইয়া, লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, ডালিয়া পনি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আসফা উদ্দৌলা, লালমনিরহাট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) টিএম মমিন, হাতীবান্ধা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজির হোসেন, ডিমলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বেলায়েত হোসেন।

উল্লেখ্য, ২ দিনব্যাপী এই সফরের দ্বিতীয় দিনে আগামীকাল চীনা রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে দলটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনার ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ২ দেশের মধ্যে প্রস্তাবিত তিস্তা মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন। তারা গাইবান্ধায় তিস্তা নদীর ওপর নির্মাণাধীন ব্রিজও পরিদর্শন করবেন।

সম্প্রতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারত গিয়েছিলেন। সেখানে নানা ইস্যুতে আলোচনা-অগ্রগতি হলেও তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি বরাবরের মতো এবারও অধরাই থেকে যায়। ভারতের সংবাদ মাধ্যম এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনালকে (এএনআই) দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেন, তিস্তা চুক্তি এখন ভারতের ওপরই নির্ভর করছে।

ওদিকে, গত কয়েক বছর ধরেই শোনা যাচ্ছে, তিস্তা নদীর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প হাতে নিয়েছে চীন। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর বলছে, চীন সরকার নিজ উদ্যোগ ও খরচে দুই বছর ধরে তিস্তার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে একটি প্রকল্প নির্মাণের প্রস্তাব দেয়। প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী, তিস্তা নদীর ভূপ্রাকৃতিক গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হবে। তাছাড়া, ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। সে সময় দুই দেশের মধ্যে যে ২৭টি প্রকল্পের চুক্তি হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে তিস্তা প্রকল্পও ছিল। সবমিলিয়ে তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে চীনের আগ্রহ এবং কূটনীতিকদের দৌড়ঝাঁপে ভারত যে কড়া নজর রাখবে তা বলাইবাহুল্য।- মানবজমিন

খালি পেটে খেজুর খাওয়ার উপকারিতা

২৪ পৃষ্ঠার পর

অত্যন্ত কার্যকর।

আয়রন: আয়রন মানব দেহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। খেজুর প্রচুর আয়রন রয়েছে। ফলে এটা হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। তাই যাদের দুর্বল হৃৎপিণ্ড, তাদের জন্য খেজুর হতে পারে সবচেয়ে নিরাপদ ঔষধ।

ক্যালসিয়াম: ক্যালসিয়াম হাড় গঠনে সহায়ক। আর খেজুরে আছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম। যা হাড়কে মজবুত করে। খেজুর শিশুদের মাড়ি শক্ত করতে সাহায্য করে। ক্যানসার প্রতিরোধ: খেজুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং প্রাকৃতিক আঁশে পূর্ণ। এক গবেষণায় দেখা যায়, খেজুর পেটের ক্যানসার প্রতিরোধ করে। আর যারা নিয়মিত খেজুর খান তাদের বেলায় ক্যানসারে ঝুঁকিটাও কম থাকে। খুব সম্প্রতি একটি গবেষণায় উঠে এসেছে যে খেজুর অ্যাবডোমিনাল ক্যানসারে রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে এবং অবাক করা বিষয় হচ্ছে এটি অনেক সময় ঔষধের চেয়েও ভাল কাজ করে। ওজন হ্রাস: মাত্র কয়েকটা খেজুর কমিয়ে দেয় ক্ষুধার জ্বালা। এবং পাকস্থলীকে কম খাবার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এই কয়েকটা খেজুরই কিন্তু শরীরের প্রয়োজনীয় শর্করার ঘাটতি পূরণ করে দেয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে: খেজুরে আছে এমন সব পুষ্টিগুণ। যা খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। কখনও কখনও ডায়রিয়ার জন্যেও এটা অনেক উপকারী।

রক্তশূন্যতা প্রতিরোধ: প্রচুর মিনারেল সঙ্গে আয়রন থাকার কারণে খেজুর রক্তশূন্যতা রোধ করে। তাই যাদের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম তারা নিয়মিত খেজুর খেয়ে দেখতে পারেন। স্নায়ুতন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ায়: খেজুর নানা ভিটামিনে পরিপূর্ণ থাকার কারণে এটি মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনার গতি বৃদ্ধি রাখে, সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিয়মিত খেজুর খায় তাদের দক্ষতা অন্যদের তুলনায় ভাল থাকে।

হৃদরোগ প্রতিরোধ: খেজুরে রয়েছে পটাশিয়াম যা বিভিন্ন ধরণের হৃদরোগ প্রতিরোধ করে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, খেজুর শরীরের খারাপ ধরণের কোলেস্টেরল কমায় এবং ভাল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

Utshob Group

Missme Group

GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency

Washington University of Science and Technology
WUST

SHOW TIME MUSIC

PRESENTS

ঢালিউড ফিল্ম এন্ড মিউজিক এওয়ার্ড

বহির্বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান

DALLYWOOD

FILM & MUSIC AWARDS 2022

টিকেট প্রাপ্তি স্থানঃ

ব্রুকলিনঃ সুচনা প্রসারী
জ্যাকসন হাইটসঃ খামার বাড়ী গ্রোসারী
TRENDY USA
ব্রঙ্কসঃ খলিল বিরানী হাউজ
জ্যামাইকাঃ আপনার ফামেসী

TO BE HELD ON SUNDAY OCTOBER 16TH, 2022
VENUE - **AMAZURA CONCERT HALL, QUEENS, NY 11435**, TIME : **6 PM**
FOR MORE INFORMAION : **646 546 6038**

TICKETS: $50, $120
VIP $150, VVIP $250
& CIP $500

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত কম দাম পায়

৫ পৃষ্ঠার পর

‘প্রাপ্ত তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, অনেক কারখানা কম এফওবি মূল্য পাওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে।’ ‘উপসংহার হিসেবে বলা যায় এখানে সমস্যা ক্রেতার এবং এ কারণে তাদের আরও বেশি এফওবি মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা উচিত।’

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক সরবরাহকারী দেশ। সারা বিশ্বে এই খাতে শুধু চীন বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে।

গত অর্থবছরে এই খাত থেকে বাংলাদেশের আয় হয়েছে ৪২ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার।

আইটিসি প্রতিবেদনে আরও জানায়, ‘এখানে সমস্যা এটি নয় যে ক্রেতারা কারখানাগুলোকে কম দাম দিচ্ছে বরং ক্রেতারা বাকিদের আরও বেশি দিচ্ছে।’

আইটিসির এই সমীক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল কার্যালয় থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরির সময় সংস্থাটি ২০২০ সালে বাংলাদেশের ১০টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্যের তথ্য বিশ্লেষণ করেছে। তারা বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের এফওবি মূল্যের সঙ্গে প্রতিটি পণ্যে শীর্ষ ১০ প্রতিদ্বন্দ্বীর পাওয়া মূল্যের তুলনা করেছে।

প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও কাম্বোডিয়া ধারাবাহিকভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গড় মূল্যের চেয়ে কম মূল্য পেয়েছে আর ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক ও মেক্সিকো গড়ের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে, বাংলাদেশে তৈরি পুরুষদের জন্য তুলার ওভেন ট্রাউজার ২০২০ সালে ৭ দশমিক ০১ ডলার দামে বিক্রি হয়েছে, যেটি বৈশ্বিক গড় ৭ দশমিক ৭২ ডলারের চেয়ে ৯ দশমিক ২ শতাংশ কম।

একই পণ্যের জন্য ভিয়েতনাম ১০ দশমিক ৭৬ ডলার পেয়েছে। শ্রীলঙ্কা ও ভারতের রপ্তানিকারকরা যথাক্রমে ৮ ও ৮ দশমিক ৪১ ডলার দাম পেয়েছে। একইভাবে, বাংলাদেশে উৎপাদিত পুরুষদের তুলার তৈরি জিন্স প্রতি পিস ৭ দশমিক ৮১ ডলার দামে বিক্রি হয়েছে। এই মূল্য বৈশ্বিক গড় ৮ দশমিক ৪১ ডলারের চেয়ে ৭ দশমিক ২ শতাংশ কম। একইরকম পণ্য বিক্রি করে ভিয়েতনাম ১১ দশমিক ৫৫ ডলার আয় করেছে। বাংলাদেশের ২টি মাত্র পণ্য বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে কিছুটা বেশি মূল্য পেয়েছে।

সমীক্ষা প্রতিবেদন মতে, তৈরি পোশাক খাত একটি সরল উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে জটিল সেবা খাতে রূপান্তরিত হয়েছে।

কাপড় কাটা ও সেলাই প্রক্রিয়া এখন সবচেয়ে সরল ও কম সম্মানীর কাজ হিসেবে বিবেচিত।

হংকং, সিঙ্গাপুর ও সিওলের মতো প্রথম প্রজন্মের পোশাক উৎপাদনকারী এশীয় শহরগুলো সরল পণ্য উৎপাদনকারী থেকে নিজেদেরকে বহুজাতিক সংস্থায় রূপান্তরিত করেছে এবং তারা এখন সারা বিশ্বজুড়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৌশল, অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করে।

তারপরও উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের বেশিরভাগ ক্ষুদ্র ও মাঝারি তৈরি পোশাক নির্মাতারা এই খাতের রূপান্তরের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানগুলো এখন প্রাথমিক পর্যায়ের কাটা ও সেলাইভিত্তিক কার্যক্রমেও নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছে। অল্প কিছু সেবা দিতে পারে এবং নিত্যপণ্যের মতো গুণসম্পন্ন পোশাক সরবরাহ করতে পারে।

সমীক্ষায় আইটিসি মন্তব্য করে, ‘তারা হয়তো জানে না কীভাবে তাদের সেবার মান উন্নয়ন করা যায় এবং ক্রেতারা সে ধরনের উন্নত পণ্য কেনার জন্য মূল্য পরিশোধ করতে প্রস্তুত কী না, সে বিষয়েও তারা সন্দিহান।’

আইটিসি পোশাক নির্মাতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে তাদের সেবার বিস্তার ঘটিয়ে ব্যবসাক্ষেত্রে টিকে থাকার চেষ্টা চালাতে।

ঢাকার একটি শীর্ষ ইউরোপীয় খুচরা বিক্রেতা জানায়, ‘এটা সত্য, যে বাংলাদেশে উৎপাদিত তৈরি পোশাক পণ্যের দাম অন্যান্য দেশ ও গড় বৈশ্বিক মূল্যের তুলনায় কিছুটা কম, কারণ স্থানীয় উৎপাদনকারীরা শুধুমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ের তৈরি পোশাক উৎপাদনে শক্তিশালী।’

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি ফারুক হাসান বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি থেকে কম দেওয়ার পেছনে আংশিক কারণ হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ের পণ্যের পরিমাণ বেশি থাকাকে দায়ী করেন।

এই উদ্যোক্তা দুর্বল অবকাঠামো ও রপ্তানি চালান সরবরাহ করার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতাকেও কারণ হিসেবে অভিহিত করেন।

তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ পণ্যের মান, বৈচিত্র্য ও নীতিমালা মেনে চলার ক্ষেত্রে সম্প্রতি বছরগুলোতে অনেক উন্নতি করেছে’।-ডেইলি ষ্টার

sunman express
global money transfer

Fast, Secure & Reliable Remittance

Send Money To Bangladesh, India, Nepal, Pakistan & West Africa
Currency Exchange

বৈধ উপায়ে বিকাশ-এ
রেমিটেন্স পাঠান
মুহূর্তেই

Remittance Partner
Agrani Bank Limited
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Committed to Serve the Nation
Al-Arafah Islami Bank Limited | aibl
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
JAMUNA BANK
Uttara Bank Limited
Southeast Bank Limited
a bank with vision
SIBL
Social Islami Bank Limited
SBAC Bank Limited

- Bank Deposite & bKash একাউন্টে দ্রুততম সময়ে টাকা জমা হয়।
- সর্বনিম্ন ফি, সর্বোচ্চ রেটে বাংলাদেশে টাকা পাঠান।
- বাংলাদেশের ৮টি ব্যাংকের প্রায় ১০ হাজার-এর অধিক শাখায় Instant Cash Pickup।

বৈধ উপায়ে, করমুক্ত ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ করে দেশ মাতৃকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

আপনার রেমিটেন্স সংক্রান্ত পরামর্শ ও সেবার জন্য

SUNMAN GLOBAL EXPRESS CORP
সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কর্পোরেশন
37-14 73 Street (Suite 201), Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-505-2224, E-Mail: info@sunmanexpress.com

HEAD OFFICE:
37-17 74TH STREET (1ST FL)
JACKSON HEIGHTS, NY-11372
PHONE: 718-565-5052

JAMAICA BRANCH:
167-05 HILLSIDE AVE.
JAMAICA, NY-11432
PHONE: 718-297-3443

ASTORIA BRANCH:
29-24 36 AVENUE
L.I.C. NY-11106
PHONE: 718-729-0600

Send Money Online at www.sunmanexpress.com

খামার বাড়ি
KB
KHAAMAR BAARI

KHAAMAR BAARI
খামার বাড়ি
একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থালী সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান
○ লাইভ ফিশ ○ ফ্রোজেন ফিশ ○ হালাল মাংস ○ তাজা শাক-সবজি ○ গ্রোসারী সামগ্রী ও মশলাপাতি

৭ দিন ২৪ ঘণ্টা খোলা

37-18, 73RD STEET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
TEL: 718 639 6868 EMAIL: khaamarbaari@gmai.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

U.S. Citizenship and Immigration Services
IMMIGRATION

W-2
Tax
1040
U.S. Individual

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯
ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

লং আইল্যান্ডে উদ্বোধন হয়েছে বাংলাদেশী-আমেরিকান মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ সুপার মার্কেট আইল্যান্ড ফ্রেশ

HALAL MEAT
Fresh Halal Meat

৫২ পৃষ্ঠার পর

প্রদানকালে আইল্যান্ড ফ্রেশ সুপার মার্কেট এর অন্যতম সত্তাধিকারী কামরুজ্জামান কামরুল বলেন, দীর্ঘদিন ধরে স্বপ্ন দেখছিলাম বিপুল সংখ্যক গাড়ী পার্কিং এর সুবিধাসহ একটি বৃহৎ সুপারমার্কেটের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা করার সুযোগ পাবো। মহান সৃষ্টিকর্তা আজ আমাদের সে সুযোগ করে দিয়েছেন।

একশতেরও বেশী গাড়ির পার্কিং সুবিধাসহ আইল্যান্ড ফ্রেশ সুপার মার্কেট ২৪ ঘন্টা গ্রাহকদের সুলভে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তাজা শাকসবজী, ফলমুল, তাজা ও হিমায়িত মাছ এবং হালাল মাংস সরবরাহ করবে। আইল্যান্ড ফ্রেশ সুপার মার্কেট এর অন্যতম সত্তাধিকারী মনসুর এ চৌধুরী বলেন, আমরা সুলভে চাহিদামতো পণ্য গ্রাহকদের ঠিকানায় পৌঁছেদেওয়ার ব্যবস্থাও করবো।

ম্যানহাটনে খান’স টিউটোরিয়ালের নতুন শাখার শুভ উদ্বোধন

নিউ ইয়র্ক: গত ৮ অক্টোবর, রবিবার মিডটাউন ম্যানহাটনের ৫ এভিনিউ ও ২৩ স্ট্রিটের উপর নিউ ইয়র্ক এর জনপ্রিয় ও সবচেয়ে পুরনো টিউটোরিয়াল প্রতিষ্ঠান খান’স টিউটোরিয়ালের আরেকটি নতুন শাখার উদ্বোধন হয়েছো। নিউ ইয়র্ক এর সিটি ইউনিভার্সিটি সিষ্টেম এর সেরা বারুক কলেজ এর অতি নিকটে অবস্থিত খান’স টিউটোরিয়ালের এই শাখাটি কোভিড পরবর্তী ৪র্থ শাখা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, আমি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অন্য তম প্রতিষ্ঠাতা ড. মনসুর খানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। প্রয়াত ড.খানের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশি কমিউনিটির তরুণ প্রজন্মকে গড়ে তোলার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা আমেরিকাজুড়ে বাংলাদেশী কমিউনিটির সুনাম বয়ে আনছে।ভবিষ্যতে এরাই কমিউনিটি ও সমাজকে নেতৃত্ব দেবে বলে আমি আশাবাদী।

উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে একুশে পদক প্রাপ্ত ড. মনসুর খান ও মিসেস নাঈমা খান এই খান’স টিউটোরিয়াল প্রতিষ্ঠা করেন জ্য াকসন হাইটসে। গত প্রায় ২৮ বছরে খান’স টিউটোরিয়াল কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে নিউইয়র্ক স্টেটের বিভিন্ন পরীক্ষায় সফলতার পথ দেখিয়েছে। এ পর্যন্ত ৪,৩০০ ছাত্রছাত্রীকে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন স্পেলাইজড হাইস্কুলে ভর্তি সহায়তাসহ ১০ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী এসএটি পরীক্ষায় ১৪শ থেকে ১৬শ স্কোর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কোভিড পূর্ববর্তী ১০টি শাখার মধ্যে বর্তমানে জ্যাকসন হাইটস, ওজনপার্ক, জ্যামাইকা ও নতুন শাখা ম্যানহাটন নিয়ে মোট ৪টি শাখায় ইনপার্সন টিউটোরিং ক্লাস চালিয়ে আসছে খান’স টিউটোরিয়াল। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপার্সন মিসেস নাঈমা খান, প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ও সিইও ড. ইভান খানসহ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত শিক্ষক-কর্মচারী ছাড়াও ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বিশ্বে সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশগুলোর অন্যতম পাকিস্তান বললেন বাইডেন

৫ পৃষ্ঠার পর

শত্রুরাও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, এ বিষয়ে আমরা কি করি সেদিকে।

জো বাইডেন বলেন, অনেক কিছুই ঝুঁকিতে ছিল। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়ে এমন অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা আছে যুক্তরাষ্ট্রের, এর আগে কখনো এই সক্ষমতা ছিল না। জো বাইডেন প্রশ্ন রাখেন কিউবান মিসাইল ক্রাইসিসের পর আপনাদের কেউ কি কখনো চিন্তা করেছিলেন যে, এমন একজন রাশিয়ান নেতা আসবেন, যিনি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দেবেন? তাতে তিন থেকে চার হাজার মানুষ মারা যেতে পারে? আপনাদের কেউ কি এটা ভেবেছিলেন যে, এমন একটা পরিস্থিতি আসবে, যেখানে রাশিয়ার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে, ভারতের সঙ্গে তুলনামূলক এবং পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনামূলক ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে যাবে চীন?

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে জো বাইডেন অভিহিত করেন, যিনি জানেন তিনি কি চান। কিন্তু তার আছে বহুবিধ সমস্যা। বাইডেন বলেন, কিভাবে আমরা তা মোকাবিলা করবো? রাশিয়ায় যা চলছে, তার তুলনায় আমরা কিভাবে এটাকে মোকাবিলা করবো? এবং আমি মনে করি বিশ্বে সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশগুলোর একটি হতে পারে পাকিস্তান।

পাকিস্তান সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের প্রশাসনের সময়ে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয় তার দেশ। তিনি বলেছেন, পারমাণবিক অবস্থার দায় পাকিস্তানের। তারা তাদের জাতীয় স্বার্থে এটাকে নিরাপত্তা দিতে যথার্থভাবে সক্ষম। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ও রীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হবে। টুইটারে নওয়াজ শরীফ বলেছেন, কোনোভাবেই আমাদের পারমাণবিক কর্মসূচি অন্য দেশের জন্য হুমকি নয়। স্বাধীন অন্য সব দেশের মতো, নিজেদের রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষার অধিকার সংরক্ষণ করে পাকিস্তান।

ওদিকে পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফের (পিটিআই) নেতারা ক্ষমতা হারানোর আগে থেকেই বলে আসছেন, পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠী পরিবর্তনে যুক্তরাষ্ট্রের হাত আছে। তারা জো বাইডেনের মন্তব্যকে লুফে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআই প্রধান ইমরান খান বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মন্তব্য নিয়ে তার দুটি প্রশ্ন আছে। এক হলো- আমাদের পারমাণবিক সক্ষমতার বিষয়ে জো বাইডেন এই অপ্রত্যাশিত উপসংহারে কিসের ভিত্তিতে এলেন? আমি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলাম, আমি তো জানি আমাদের কাছে আছে সবচেয়ে নিরাপদ পারমাণবিক কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের মতো সারাবিশ্বে যুদ্ধে লিপ্ত নই। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের পরে পাকিস্তান কি কখনো আগ্রাসন দেখিয়েছে? প্রশ্ন রাখেন ইমরান খান।

জো বাইডেনের এই মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তানে বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন ইমরান খান। তিনি বলেছেন, জো বাইডেন যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে এটাই দেখানো হয়েছে যে- আমদানি করা সরকারের পররাষ্ট্রনীতি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তারা তো দাবি করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তুলছে। এটাই কি নতুন করে সম্পর্ক মেরামত? ইমরান খান টুইটারে বলেন, এই সরকার অযোগ্যতার সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার হয়তো জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে আপোষ করবে। ‘বাজে মন্তব্যের’ জন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মানবাধিকার বিষয়ক সাবেক মন্ত্রী শিরিন মাজারি। তিনি টুইটে বলেন, পারমাণবিক অস্ত্রধর যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের জন্য হুমকি। কারণ, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর আপনাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ২০০৭ সালে বি৫২ বোমারুবিমান ৬টি পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে উড্ডয়ন করেছে। এ বিষয়ে কেউই জানতেন না আগেভাগে। শিরিন মাজারি যুক্তরাষ্ট্রকে দায়িত্বহীন এক পারমাণবিক অস্ত্রধর সুপারপাওয়ার হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এমন মন্তব্যের পরেও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও ‘আমদানি করা সরকারের’ নীরব থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। পিটিআইয়ের জেনারেল সেক্রেটারি আসাদ উমর বলেছেন, অন্যের দিকে পাথর ছোড়ার আগে সুরম্য গ্লাসে নির্মিত বাড়িতে বসে নেতাদের আগে চিন্তা করা উচিত। তিনি সমন্বয়ের অভাবের কথা বলেছেন। তবে কি বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বয়ের কথা বোঝাতে চেয়েছেন? ওদিকে পিটিআই সরকারের সাবেক তথ্যমন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী দাবি জানিয়েছেন বাইডেনকে অবিলম্বে তার এই বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। ওদিকে সংবাদ সম্মেলন করেছেন পাকিস্তানের জ্বালানিমন্ত্রী খুররম দস্তগির। তিনি বাইডেনের মন্তব্যকে ‘ভিত্তিহীন’ উল্লেখ করে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন, এক বার নয়। বার বার আন্তর্জাতিক এজেন্সি পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র যাচাই করেছে। তারা বলেছে, আমাদের কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিরাপদ আছে। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা আছে এখানে। অন্যদিকে জাতিসংঘে পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত মালিহা লোধি বলেছেন, বাইডেনের এমন মন্তব্য যথার্থ নয়।

নোবেলজয়ী ইউনূসের বিরুদ্ধে নিপীড়ন বাড়িয়েছে বাংলাদেশ - ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

৫ পৃষ্ঠার পর

শুরু করে যে, এ ধরনের গ্রুপ নিজেদের মতো খুব বেশি শক্তি সঞ্চয় করছে।

নরওয়ের একটি ডকুমেন্টারিতে অভিযোগ করা হয় যে, ড. ইউনূস ১৯৯০ এর দশকে নরওয়ের একটি এইড এজেন্সির ডোনেশন অন্যখাতে স্থানান্তর করেছেন। কিন্তু নরওয়ে সরকার তদন্তে এই অভিযোগের কোনো সত্যতা পায়নি। ওই ডকুমেন্টারি প্রকাশের কমপক্ষে এক দশক আগে ড. ইউনূসের ব্যবসার বিষয়ে তদন্ত শুরু করেন শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী হয়তো এ জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবেন যে, ড. ইউনূস কার্যকর এক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। কারণ, তিনি ২০০৭ সালে সামরিক শাসনের সময়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য রাজনীতিতে এসেছিলেন। এটা সেই সামরিক শাসনের সময়, যারা শেখ হাসিনাকে জেলে পাঠিয়েছিল। ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ- তিনি ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছেন। গরিবের রক্তচোষা বলে নিন্দিত করেছিলেন এবং গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে ড. ইউনূসের ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসা, এমনকি তার ব্যক্তিগত আর্থিক বিষয়ে তদন্ত চালু করেন।

শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন, ড. ইউনূসকে নিয়ে তার সন্দেহ গভীর হয়। ড. ইউনূসের বাধ্যতামূলক অবসরের বয়স ৬০ পেরিয়ে গেছে- এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ২০১১ সালে সরিয়ে দেয় সরকার। ওই সময় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বয়স ছিল ৭০ বছর। তিন বছর পরে এই ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের পুরোটাই দখল করে সরকার। বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অভিযোগ উল্লেখ করে বিশ্বব্যাংক ১২০ কোটি ডলার দেয়ার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে। ফলে ২০১২ সালে পদ্মা নদীতে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা সাময়িক সময়ের জন্য বিচ্যুত হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন যে, গ্রামীণ ব্যাংক থেকে সরিয়ে দেয়ার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ড. ইউনূস যুক্তরাষ্ট্রে তদবির করেছেন, যাতে তারা পদ্মা সেতুতে অর্থ দেয়া থেকে বিশ্বব্যাংককে নিরুৎসাহিত করে।

চীনের সহায়তায় নির্মিত পদ্মা সেতু উদ্বোধনের সময় এ বছরের আরও আগে এই অভিযোগকে দ্বিগুণ করেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশিদেরকে তিনি বলেন যে, ড. ইউনূসকে পদ্মা নদীতে চুবানো উচিত। সরকার বলেছে, বিশ্বব্যাংক কেন এ প্রকল্প থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, তার তদন্ত করবে তারা। এর সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন ড. ইউনূস। জুলাই মাসে সরকার আলাদা একটি তদন্ত শুরু করে এই অভিযোগে যে, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আত্মস্মাৎ করেছেন ড. ইউনূস। গ্রামীণ টেলিকম এবং ড. ইউনূস এ অভিযোগও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন থেকে এই তদন্ত আরও বিস্তৃত হয়েছে। গ্রামীণ নাম ব্যবহার করে এমন অন্য কোম্পানি এবং সংগঠনের বিরুদ্ধে এই তদন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এমনকি বিদেশে আছে এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও তদন্ত হচ্ছে।

আগামী বছর বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার বিষয়ে শেখ হাসিনা উদ্বিগ্ন। এ কারণেই তিনি সাম্প্রতিক তদন্ত করাচ্ছেন বলে এর সময়কাল বলে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, আগস্ট থেকে হাজার হাজার সমালোচক ও বিরোধী দলীয় সদস্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগে মামলা করেছে সরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আসিফ নজরুল মনে করেন ড. ইউনূসের আন্তর্জাতিক খ্যাতি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি এই শাসকগোষ্ঠীর কোনো বিকল্প খোঁজে তাহলে এই প্রক্রিয়ায় ড. ইউনূস হতে পারেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ- যদি তিনি তা চান।

কিন্তু ড. ইউনূস ২০০৭ সালে রাজনীতিতে তার নিষ্ক্রিয় পদার্পণের পর এমন কোনো প্রবণতা দেখাননি। তবে শেখ হাসিনা মনে হচ্ছে ঝুঁকি নিতে নারাজ।(অনলাইন দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদনের অনুবাদ)

বারানসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে হিন্দু-মুসলিম রক্তক্ষয়ী সংঘাত

৫ পৃষ্ঠার পর

হিন্দু মহিলা এই শিলাখণ্ডের কার্বন ডেটিং এর আবেদন করেছিলেন। তাঁরা চান আরও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। বারানসীর জেলা আদালত তাঁদের সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। জেলা আদালত জানিয়েছে, কার্বন ডেটিং-এর কোনও প্রয়োজনীতা নেই। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জ্ঞানবাপীর ওযুখানা সিল করে দেয়া হয়েছে। এই পরীক্ষা কোনোমতে করা সম্ভব নয়।

এ্ঞানবাপী মসজিদে শিবলিঙ্গ নিয়ে হিন্দু পক্ষ ও মুসলিম পক্ষের বিবাদ কয়েকমাস ধরে চলছে। হিন্দুপক্ষের দাবি জ্ঞানবাপী মসজিদের দরজা হিন্দুদের জন্যও খুলে দেয়া হোক। কারণ, এটি আদতে মন্দির ছিল। মুসলিম পক্ষের দাবি, জ্ঞানবাপী কখনোই হিন্দুদের অধিকারে ছিল না। এই নিয়ে বারানসীতে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। ৩০ বছর আগের বাবরি বিক্ষত হওয়ার ছায়া কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?

সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত বাংলাদেশ

৫২ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনকালে প্রতিমন্ত্রীর সাথে ছিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিত। বিপুল ভোটে বাংলাদেশকে মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত করার জন্য সদস্য দেশগুলোকে ধন্যবাদ জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। তিনি বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের প্রচার ও সুরক্ষায় জাতিসংঘের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করতে সবার সাথে একযোগে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ থেকে নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যরা হলেন মালদ্বীপ (১৫৪ ভোট), ভিয়েতনাম (১৪৫ ভোট) এবং কিরঘিজিস্থান (১২৬ ভোট)।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, “এবারের নির্বাচন ছিল অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, বিশেষ করে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ০৬টি দেশ এ অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত ০৪ চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। জাতিসংঘ বিশেষ করে মানবাধিকার কাউন্সিলে আমাদের গঠনমূলক ও নীতিগত উপস্থিতির ফলে আজ আমরা এত বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়লাভ করতে পেরেছি”।

নির্বাচনের পর সদস্য দেশগুলোর বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানান। তাঁরা গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শাসন ব্যবস্থা এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক নেতৃত্ব এবং বিশ্ব শান্তির জন্য তাঁর সাহসী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেন। কলের প্রত্যাশা, মানবাধিকার কাউন্সিসলের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে উদীয়মান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের আদর্শ বাস্তবায়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দিনে কয়টা ডিম খাওয়া স্বাস্থ্যকর?

৫২ পৃষ্ঠার পর

নানা প্রয়োজনীয় উপাদান। যা শরীরের ভেতরের নানা শারীরিক জটিলতার সমাধান করে।

যারা ডিম খেতে ভালবাসেন, তারা এক দিনে ৩-৪টি ডিমও খেয়ে ফেলেন। ডিম নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যকর। তাই বলে কি সত্যিই দিনে এতগুলি ডিম খাওয়া ঠিক?

ভারতীয় গণশাদ্যম আনন্দবাজারের পত্রিকা অনুযায়ী, পুষ্টিবিদদের মতে, সপ্তাহে তিন-চারটি ডিমের বেশি না খাওয়াই ভাল। কারণ ডিমের ভিতরে থাকা ‘অ্যাভিডিন’ নামের গ্লাইকোপ্রোটিন শরীরের ভিতরে বায়োটিন শোষণে বাধা দেয়। বায়োটিন শরীরের খুব প্রয়োজনীয় উপাদান। চুল ভালো রাখতে ও ত্বক-নখের গঠনে সাহায্য করে এটি। বায়োটিনের অভাব খুব বেড়ে গেলে মস্তিষ্কের কাজের উপরেও তা প্রভাব ফেলতে পারে। বায়োটিন পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন এবং খুব সহজেই শরীর থেকে বেরোতে পারে। কিন্তু এই বায়োটিন শোষণে ডিমের সাদা অংশ বাধা দেয় বলে ডিম খাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ আনা ভাল।

বওজন কমিয়ে যারা রোগা হতে চাইছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় ডায়েট হল ‘বয়েলড এগ ডায়েট’। এই ডায়েট অনেক প্রকারের হয়। যার মধ্যে একটিতে সারা দিন ধরে শুধুই ডিম সিদ্ধ খেয়ে থাকার নিয়ম। অনেকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এক দিনে ছয়টি ডিম খান। পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, যারা প্রতি দিন খুব বেশি শরীরচর্চা বা কায়িক পরিশ্রম করেন না, তাদের কখনও একসঙ্গে এতগুলি করে ডিম খাওয়া ঠিক নয়।

কতগুলি ডিম স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ?

সুস্থ মানুষের পক্ষে দিনে একটি ও সপ্তাহে চারটির বেশি ডিম খাওয়া ঠিক নয়। প্রোটিন ডায়েটে থাকা মানুষের জন্যও দিনে একটি ও সপ্তাহে চারটির বেশি ডিম না খাওয়াই ভালো। সে ক্ষেত্রে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে মাছ-মাংস ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন থেকে

বর্তমান তারুণ্য বিদ্রোহী নয় কেন?

৫২ পৃষ্ঠার পর

ছিল নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের জন্য। তাদের স্বপ্ন ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন। গণতান্ত্রিক বলতে তারা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বোঝেনি; বুঝেছে জনগণের রাষ্ট্র। যার মূলকথা হচ্ছে, রাষ্ট্র ও সম্পদের সামাজিক মালিকানা।

ব্রিটিশদের রাষ্ট্র ছিল ঔপনিবেশিক। পাকিস্তানি রাষ্ট্রের চরিত্রও দাঁড়িয়েছে অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক। ওই দুই দুষ্টরাষ্ট্র চলে গেছে; একটির পর অন্যটি। কিন্তু আমাদের নতুন রাষ্ট্র নামে ভিন্ন হলেও স্বভাব-চরিত্র আগের দুই রাষ্ট্রের মতোই; আমলাতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী। এই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও ঔপনিবেশিকতা জায়গা করে নিয়েছে। এই ঔপনিবেশিকতা বিদেশিদের নয়; স্বদেশিদেরই। তাই দেখতে পাই, বিদেশিদের ঔপনিবেশিক শাসনে যেটা সত্য ছিল, এখানেও তা মিথ্যা হয়ে যায়নি। সম্পদ পাচার চলছে সমানে। অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বলেছিলেন, কারা টাকা পাচার করে, তিনি জানেন না। জানা থাকলে যেন তাঁকে জানানো হয়। অথচ সবাই জানে, দেশের টাকা দেশে থাকছে না। বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় বৈকি। শুধু এটুকু স্মরণ করলেই হয়তো তারুণ্যের প্রতি রাষ্ট্র ও শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যাবে- গত ৩০ বছর ধরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কার্যকর কোনো ছাত্র সংসদ নেই। অথচ ছাত্র সংসদ হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য অংশ। ছাত্র সংসদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সামাজিক হয়; সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সুযোগ পায় মেধা বিকাশের। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে উদ্দেশ্যহীন বসে থাকে; রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। সম্মিলিতভাবে যে কোনো সৃষ্টিশীল কাজে অংশ নেবে, তেমন সুযোগ পায় না। অথচ এক সময়ে পেত। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। তখন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ ছিল এবং থাকারও কথা। আইয়ুব খান ছাত্রদের সব ধরনের রাজনৈতিক কাজ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই ভয়াবহ সময়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়েছে এবং নির্বাচিতরা গণতন্ত্রের পক্ষে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। জেনারেল জিয়া এবং জেনারেল এরশাদের শাসনকালেও ছাত্র সংসদ সজীব ছিল। কিন্তু এরশাদের পতনের পর যখন চারদিকে আওয়াজ শোনা গেল- স্বৈরশাসনের অবসান ঘটেছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে; ঠিক তখন থেকেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ হয়ে গেল। দেশে সাধারণ নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচনের দরুন সরকারের রদবদলও ঘটেছে। কিন্তু হায়! ছাত্র সংসদের প্রাণ ফিরে আসেনি। কোনো সরকারই তাতে আগ্রহ দেখায়নি। অন্যান্য ক্ষেত্রে ভীষণ পরস্পরবিরোধী মনোভাবাপন্ন হলেও এ ব্যাপারে তাদের ভেতর চমৎকার মিল। এই মিল নিশ্চয় তাৎপর্যহীন নয়। দেশের বুর্জোয়া শাসকরা তরুণদের যে সন্দেহের চোখে দেখে- এটি তারই একটি নিদর্শন।

ছাত্র সংসদ নেই; নির্বাচন হয় না; শিক্ষার্থীরা সুস্থ সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশ এবং নেতৃত্বদানে প্রস্তুতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই বলে দলীয় আধিপত্য যে নেই- সেটা মোটেও সত্য নয়। সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন সেখানে দুই ধরনের কাজ করে থাকে। এক হচ্ছে ভিন্নমত দমন; অন্যটা আধিপত্যের সুফল লাভ। প্রথমটির ভয়াবহ দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে আবরার হত্যার ঘটনা। দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ আধিপত্যের সুফল লাভের সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন খবর পাওয়া গেল কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায়। তাতে বলা হয়েছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসে সিট বিক্রি করেছে ছাত্রলীগের নেতারা। এমনকি ইডেন কলেজের খোদ ছাত্রলীগের নেত্রীরা পর্যন্ত বলেছে, তাদের নিজ সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মাসিক দুই হাজার টাকার বিনিময়ে সাধারণ ছাত্রীদের হলের সিট ভাড়া দিয়ে থাকে। ছাত্রাবাসে সিট খালি হলে নিয়ম অনুযায়ী প্রশাসন সিট বণ্টন করে থাকে। কিন্তু সে বণ্টন কার্যকর হয় না। কারণ সিট পেয়েছে যে ছাত্র, সে ঢুকতে পারে না। তার জায়গায় সিট যে কিনেছে, তার বসবাসের অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়।

তবে সামন্তবাদও কম নাছোড়বান্দা নয়। অর্থনীতি থেকে বিদায় নিলেও সংস্কৃতির আশ্রয় ছাড়তে চায় না। সে জন্য আধিপত্য, ক্ষমতা ও চাঁদা তোলা পরস্পরনির্ভরশীল অবস্থায় রয়ে যায়। এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যেও লড়াই চলে। ইডেন কলেজের আদলে কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে সরকার-সমর্থক ছাত্রদেরই দু’পক্ষ ভীষণ রকম মারামারি করেছে। তাতে এক ছাত্রের মাথার খুলি ফেটে গেছে। চিকিৎসকদের দক্ষ চিকিৎসা ও যত্নে ছেলেটি শেষ পর্যন্ত জীবনীশক্তি ফিরে পেয়েছে; নইলে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এ ঘটনার পেছনে যে শুধু মেডিকেল কলেজের ছাত্রলীগের দুই পক্ষ জড়িত; তা নয়। জানা যাচ্ছে, নগর আওয়ামী লীগের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ধারাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল।

আমরা পছন্দ করি বা না করি বৈজ্ঞানিক সত্য এটাই- দ্বন্দ্ব বিষয়টা থাকছে, থাকবেই। বিরোধী দল না থাকলে নিজের দলের মধ্যেই দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। যেমনটা দেখা গেছে উপজেলা নির্বাচনে। সেখানে বিএনপি নেই। তারা নির্বাচন বর্জন করেছে। তাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকে হয়েছেনও। অন্তত ৩৪৮ চেয়ারম্যান প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেই জিতে গেছেন। তাই বলে হানাহানি থেমে থাকেনি।

ছাত্রলীগের কর্মী মানেই যে আদর্শবাদী, পরোপকারী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী হবে- এমন কোনো কথা এখন আর নেই। এখন এমন খবর বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না। যেমনটা সেদিন একটি দৈনিকে পড়লাম, ‘ছিনতাইয়ের সময় হাতেনাতে আটক ছাত্রলীগ নেতা।’ হাতেনাতে কিন্তু পুলিশ ধরেনি; ধরেছে জনতা। ছিনতাই বুঝলাম। তাই বলে দুর্বল সংখ্যালঘুদের ওপর দলবদ্ধ হামলায় নেতৃত্বদান! কিন্তু দিয়েছে তো।

এর কারণ খুঁজতে হবে বিদ্যমান ব্যবস্থার ভেতরেই। এই ব্যবস্থা মানুষকে ক্ষমতা দেয় না। তাই ছিটেফোঁটা ক্ষমতা যে যখন যেখানে পায়, সেটা প্রয়োগ করে প্রবল বেগে। আক্রমণকারী তরুণরা ক্ষমতা চায়। ক্ষমতা পাবে, এই আশাতেই সরকারি দলের সঙ্গে তারা যুক্ত হয়। সেটা না পেয়ে ছিনতাইয়ে নামে; সংখ্যালঘুদের ওপর চড়াও হয়। নিজেদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি করে এ ভরসায়- তাদের কোনো শাস্তি হবে না। কারণ তারা সরকার সমর্থক। আর যেসব মানুষ ওই হামলায় শামিল হয়, তারা তো ক্ষমতাবঞ্চিত অবস্থাতেই থাকে। সে জন্য যখন কোনো উন্মত্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, তখন তারা মনে করে, এবার ক্ষমতা পেয়েছে এবং ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারবে। লাগায়ও। ভাবে, শত্রু পাওয়া গেছে। তাদের চেয়েও দুর্বল মানুষ আসলে শত্রু নয়। বরং শত্রু হলো আর্থসামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, যা তাদের ক্ষমতাহীন করে রেখেছে। সেই শিক্ষাটা দেওয়ার মতো কোনো সাংস্কৃতিক আয়োজন তো সমাজে নেই। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

Yearly Annual Fund Raising Event 2022
Our Corporate Sponsors

‘দি অপটিমিটস’র ফান্ড রেইজিং : বাংলাদেশের অসহায় শিক্ষার্থীদের সাহায্যার্থে সোয়া লাখ ডলার সংগ্রহ

নিউইয়র্ক: গত রবিবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে নিউইয়র্কের আদর্শ সেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘অপটিমিটস’র বার্ষিক ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠিত হয়েছে লং আইল্যান্ড সিটির একটি ব্য াংকুয়েট হলে। সংগঠনের চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ভলেন্টিয়ার, স্পন্সরসসহ নিউইয়র্কের বিপুলসংখ্য ক ব্যবসায়ী, চাকরিজীবিসহ দাতাবৃন্দ ‘দি অপটিমিটস’র এই মানবিক কার্যক্রমের প্রতি সহযোগিতা ও সমর্থন জানাতে তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের গরীব ও অসহায় শিক্ষার্থীদের সাহাযার্থে প্রায় সোয়া লাখ ডলার তহবিল সংগ্রহ করা হয়।

নিউইয়র্কের স্কুল, কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ও চিত্রশিল্পীরা তাদের আঁকা ছবি দান করেন অপ্টিমিস্টসকে। ছবিগুলো অনুষ্ঠানে নিলামে তোলা হয়। নিলামে থেকে প্রাপ্ত অর্থ যুক্ত করা হয় শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমে।

উল্লেখ্য, গত ২২ বছর ধরে আমেরিকান দাতব্য সংস্থা দ্য অপ্টিমিস্টস বাংলাদেশে কয়েক হাজার স্কুল এবং কলেজগামী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ২২টি জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ২শ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী নিউইয়র্ক এর অপ্টিমিস্টস মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করছে। ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দ্য অপটিমিস্ট হাজার হাজার দুস্থ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করেছে বলে জানান অপ্টিমিস্টসের কর্মকর্তাবৃন্দ। সংগঠনটির কাছে থেকে বৃত্তি সহায়তা পেয়ে শতশত দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা এখন বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে। অনেকেই পড়াশোনা শেষ করে পরিবার ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত।

ফাতেমা শাহাব রুমা ও মিনহাজ শাম্মুর উপস্থাপনায় বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এদিনের ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠান। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন ‘অপটিমিটস’র প্রেসিডেন্ট শাহেদুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক মুক্তাদির, সেক্রেটারি জেনারেল নিশাত হক, মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব নোরা আলী, প্রমোটার ও পাবলিশার সুনীল হালীসহ বেশ কয়েকজন অতিথি।

দ্য অপ্টিমিস্টস মানবিক এই কার্য়ক্রমে শুরু থেকে অসামান্য অবদান রাখায় আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন সারওয়ার বি সালাম সিপিএ, বাংলাদেশে অবস্থানরত মেজর জেনারেল আব্দুস সালামসহ নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক কর্মী ফাতেমা শাহাব রুমা, সমাজ সেবক আহাদ আলী সিপিএ, কমৄ্যনিটি এক্টিভিষ্ট বিশিষ্ট সমাজকর্মী শাহাবুদ্দিন চৌধুরী ও সঙ্গীত শিল্পী পারমিতা দাশ মুমু।

প্রবাসে থাকলেও বাংলাদেশের অবহেলিত বঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করতে চান অনেকে। মূলত: তারাই ‘অপটিমিষ্টস’ নামের এই সংগঠনের মাধ্যমে পাশে দাড়াচ্ছেন মেধাবী শিক্ষার্থীদের। তাদের দেয়া বৃত্তি সহায়তায় স্বাবলম্বী হচ্ছেন অনেক গরীব শিক্ষার্থী। ‘অপটিমিষ্টস’ এর এই উদ্যেগেকে স্বাগত জানিয়েছেন অনুষ্ঠানে সমবেত অতিথিরা।

The Optimists

Islamic Association of Long Island
TOWN-MI
Shah GROUP
Pharmacy
RASHA
HBF
Liang Fashion's Inc
Md. Mostafa Kamal
Digital Security System & Networking Inc

Sarwar B. Sa
was bo
oth in Dhak
Karac
and master'
rees.
in USA.
lam is a

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের "আন্তর্জাতিক খাদ্য উৎসব ২০২২" এ অংশগ্রহন

বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশী খাবার বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে

নিউ ইয়র্ক : নিউইয়র্কে "দ্য সোসাইটি অব ফরেন কনসালস (এসওএফসি)" এর উদ্যোগে আজ ১৩ অক্টোবর ২০২২ তুরস্ক কনস্যুলেটে "আন্তর্জাতিক খাদ্য উৎসব ২০২২" আয়োজন করা হয়। এ উৎসবে বাংলাদেশ কনস্যুলেট ছাড়াও আলজেরিয়া, এ্যাংগোলা, আর্জেন্টিনা, বুলগেরিয়া, জর্জিয়া, ভারত, কাজাখস্তান, মেক্সিকো, পানামা, পেরু, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তুরস্ক কনস্যুলেট অংশগ্রহন করে।

BANGLADESH

উৎসবে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কনসাল জেনারেল, কূটনীতিকবৃন্দ, নিউইয়র্ক সিটির ইমিগ্রেশন বিষয়ক কমিশনার, ফরেন মিশনের আঞ্চলিক উপ-পরিচালক ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত সরকারী প্রতিনিধিগণসহ চার শতাধিক অতিথি অংশগ্রহন করেন।

এ উৎসবে বাংলাদেশের প্রথাগত ঐতিহ্যবাহী ও মুখরোচক খাবার প্রদর্শন ও পরিবেশন করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ গ্রহণ করেন এবং তা স্বাদে ও ঘ্রাণে স্বতন্ত্র ও অত্যন্ত মানসম্মত বলে উল্লেখ করেন। এছাড়াও, উৎসবে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশী বিবিধ পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন করা হয়। ভবিষ্যতে এ রকম উৎসবে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের অংশগ্রহনের মাধ্যমে বাংলাদেশী সমৃদ্ধশালী ও বৈচিত্র্যময় খাবারসমূহ বিশ্বব্যাপী পরিচিতি ও জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম মন্তব্য করেন।উল্লেখ্য, প্রথাগতভাবে নিউইয়র্কে প্রতিবছর এসওএফসি "আন্তর্জাতিক খাদ্য উৎসব" উদযাপন করে থাকে। এই উৎসবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খাদ্য প্রদর্শন সহ সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করা হয়। আরো উল্লেখ থাকে যে, করোনা মহামারীর কারনে গত দুই বছর পর এ বছরই প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হওয়ায় এ উৎসবটি একটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

GREATER NEW YORK
CHAMBER
NYC
CHAMBER

গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স এর প্রেসিডেন্ট ও কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলামের বৈঠক : বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ক ত্বরান্বিত করার প্রত্যয়

নিউইয়র্ক : গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স এর প্রেসিডেন্ট এ্যান্ড সিইও মার্ক জেফ এর সাথে কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম তাঁর কার্যালয়ে ১৪ অক্টোবর ২০২২ সাক্ষাৎ করেন। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট, বিশেষ করে কোভিড-১৯ পরবর্তী অবস্থা ও রাশিয়া-ইউক্রেন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে তাঁরা বিশদভাবে আলোচনা করেন। উভয়ই বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্কে আরো গভীর ও সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন। আলোচনার সময় কনস্যুলেটের প্রথম সচিব ইসরাত জাহান উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে ড. ইসলাম যোগ করেন বাংলাদেশের অর্থনীতি শুধু যে একটি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে তাই নয়, বাংলাদেশ একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আজ বিশ্ব দরবারে স্বীকৃত। অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসাবে অভিহিত করে কনসাল জেনারেল ড. ইসলাম প্রেসিডেন্ট জেফকে দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি অবহিত করেন। যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোষাকের রপ্তানী বাড়ানোর পাশাপাশি তিনি রপ্তানী বাজারকে আরো সম্প্রসারিত করার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বিশেষভাবে ঔষধ ও আইটি প্রোডাক্টের কথা উল্লেখ করেন।

ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক বিবেচনায় বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান হারে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বলে কনসাল জেনারেল যোগ করেন। আঞ্চলিক দেশসমূহের সাথে ক্রমবর্ধমান কানেকটিভিটি, ভৌগোলিকভাবে কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থান, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স ও ট্যাক্স বর্হিভূত সুবিধাসমূহ বিবৃত করে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বিনিয়োগ বান্ধব গন্তব্য বলে আখ্যায়িত করেন। সরকার পরিকল্পিত বিকাশমান বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ এর প্রাপ্ত সুবিধাসমূহের বর্ণনা দিয়ে ড.ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদেরকে আরও আন্তরিকভাবে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের আমন্ত্রণ জানান। এক্ষেত্রে তিনি অন্যান্যের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানী, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাত সমূহের কথা বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন। তিনি জনাব মার্ক জেফ কে গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স এর একটি প্রতিণিধি দল সহ বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

প্রসঙ্গক্রমে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের মেধা, মনন, উদ্যম ও সৃজনশীলতা তুলে ধরে কনসাল জেনারেল বলেন যে, তারা শুধুমাত্রই দু'দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে না, দু'দেশের জনগণের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাবক হিসাবে অবদান রাখছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কথা স্মরণ করে জনাব মার্ক জেফ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অবদানের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সফলতা ও অর্জনের প্রশংসা করেন। তৈরী পোষাক, ঔষধ ও আইটি এর ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যেকার বাণিজ্য সম্পর্ককে আরো বিস্তৃত করার অপার সুযোগ রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। জ্বালানী সহ অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের বিষয়ে তিনি তাঁর সহকর্মীদের উৎসাহিত করবে বলে তিনি কনসাল জেনারেলকে আশ্বাস প্রদান করেন।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ককে ত্বরান্বিত করার বিষয়ে বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স এক

যুক্তরাষ্ট্র বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাধারণ সভায় ডা. এনামুল হক সভাপতি ও মোহাম্মদ সিদ্দিক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

৫২ পৃষ্ঠার পর

ডা: এনামুল হককে পুনরায় সংগঠনের সভাপতি ওমোহাম্মদ সিদ্দিককে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। অচিরেই সংগঠনের পুর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটির তালিকা চুড়ান্ত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী দিনগুলিতে যুক্তরাষ্ট্র বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কল্যাণমুখীকরার প্রত্যয় ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে সাধারণ সভাশেষ হয়। সাধারণ সভাশেষ হওয়ার পর উপস্থিত সদস্যবৃন্দ পুনর্নির্বাচিত সভাপতি ডা. এনামুল হক ও নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদকমোহাম্মদ সিদ্দিককে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সম্মেলন ৬ নভেম্বর চেয়ারম্যান জি এম কাদের এমপি'র নেতৃত্বের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, পার্টিতে লুকিয়ে থাকা কুচক্রীদের বহিষ্কারের দাবী

নিউইয়র্ক : জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের এম পির নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি। ৪ অক্টোবর ২০২২ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন রেষ্টুরেন্টে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সদস্য সচিব আসেফ বারী টুটুলের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন আহবায়ক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া, যুগ্ম আহবায়ক জাফর মিতা, তোফায়েল চৌধুরী, সবির লস্কর, জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি আব্দুল কাদির লিপু, এস এম ইকবাল, শাহজাহান সাজু, শক্তি গুপ্তা প্রমুখ।

সভায় বক্তারা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের এমপির নেতৃত্বের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে জাতীয় পার্টিতে লুকিয়ে থাকা কুচক্রীদের দল থেকে বহিষ্কারের জন্য চেয়ারম্যান জি এম কাদের এমপির কাছে জোর দাবী জানান। সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে আগামী ৬ নভেম্বর ২০২২ রবিবার যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়। সভাপতি আহবায়ক মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে ৬ই নভেম্বরের সম্মেলনকে সফল করার জন্য সকল নেতা-কর্মীর প্রতি আহবান জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক সংগঠন সিলেট ক্লাব ইউ.এস.এ আত্মপ্রকাশ

Sylhet
Club USA

নিউ ইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে সিলেট ক্লাব ইউ.এস.এ নামকরণে আত্মপ্রকাশ করলো ঐতিহ্যবাহী সিলেটের একটি সামাজিক সংগঠন। একদল উদ্যোমী ও পরিশ্রমী তরুণদের সমন্বয়ে সিলেট ক্লাব ইউ.এস.এ সভাপতি মেহরাজ ফাহমী এবং সাধারণ সম্পাদক নাসিফ চৌধুরী মনোনীত হয়েছেন।

সিলেট ক্লাব ইউ.এস.এ নব-মনোনীত সভাপতি মেহরাজ ফাহমী উনার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, এই মহতি কার্যক্রমে যতার্থ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট থাকব। তাছাড়া সিলেট ক্লাব ইউ.এস.এ নব-মনোনীত সাধারণ সম্পাদক জনাব নাসিফ চৌধুরী বলেন, আর্তমানবতার সেবায় ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি তরুণদের কল্যাণে যুপযোগি ভূমিকা পালন করবে।

সিলেট ক্লাব ইউ.এস.এ নব-মনোনীত সভাপতি মেহরাজ ফাহমী যুক্তরাষ্ট্রে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার টানা দুইবারের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং সিলেট ক্লাব ইউ.এস.এ সাধারণ সম্পাদক নাসিফ চৌধুরী বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য ও সাউথ কোরিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সফলতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন। উভয়েই স্বীয় যোগ্যতায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

যুক্তরাষ্ট্রে সিলেটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে এবং সিলেটের সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক আকারে বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সিলেট ক্লাব ইউ.এস.এ আত্মপ্রকাশ। তাছাড়া এই সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রে তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে কাজ করবে। সিলেট ক্লাব ইউ.এস.এ অতি শীগ্রই তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম, পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদ, সর্বোপরি কিভাবে সংগঠনটি পরিচালিত হবে তা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ও জমকালো অনুষ্ঠান করে জানিয়ে দেয়া হবে বলে জানান সংগঠনটির সভাপতি মেহরাজ ফাহমী এবং সাধারণ সম্পাদক নাসিফ চৌধুরী। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউ ইয়র্ক এর পরিচিত মুখ সঙ্গীত শিল্পী সাকিনা ডেনী আর নেই

৫২ পৃষ্ঠার পর

একসময় নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শহীদুল সরকার ও সাকিনা ডেনী দম্পতি জুটির সঙ্গীত পরিবেশনায় মুগ্ধ ছিলেন কমিউনিটি। পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানগুলোতে এই দম্পতির সরব উপস্থিতি এখন কমিউনিটির স্মৃতি হয়ে রইল। ব্যক্তিগত জীবনে এই দম্পতি ছিলেন নি:সন্তান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী মরহুমা সাকিনা ডেনীর মরদেহ নীলফামারীর ডোমারে দাফন করা হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

OUR SERVICES
(888) 474-0256

লস অ্যাঞ্জেলেসে সেরা ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের ৩ সিস্টার কনসার্ন কোম্পানির অফিস উদ্বোধন

নিউ ইয়র্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে যাত্রা শুরু করেছে সেরা ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের ৩ অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ট্রান্সফোটেক অ্যাকাডেমি, সেরা ডিজিটাল ৩৬০ এবং সেরা গোবাল ইমিগ্রেশন। গত বুধবার লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রাণকেন্দ্র লিটল বাংলাদেশ অ্যাভিনিউতে দোয়া-মোনাজাতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ৩ প্রতিষ্ঠানের লস অ্যাঞ্জেলেস শাখা উদ্বোধন হয়। এসময় প্রতিষ্ঠানটির ফাউন্ডার অ্যান্ড চেয়ারম্যান শেখ গালিব রহমান, লস অ্যাঞ্জেলেস শাখা পরিচালক লস্কর আল মামুন, আন্তর্জাতিক মাইম আইকন, মাইম এম্বাসেডর অব বাংলাদেশ হিসেবে সুপরিচিত মূকাভিনেতা কাজী মশহুরুল হুদাসহ প্রায় অর্ধ শতাধিকেরও বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। এসময় আগত অতিথিদের উদ্দেশ্যে শেখ গালিব রহমান তার কোম্পানির মিশন এবং ভিশন তুলে ধরে বলেন,

ANGELES OFFICE OPENING

T 3RD STREET, 202-A LOS ANGELES, CA 90020
transfotechacademy.com

যুক্তরাষ্টে প্রতিবছর অসংখ্য শিক্ষার্থী পড়তে আসে বাংলাদেশ থেকে, তাদের বিরাট একটা অংশ পড়াশোনা করে লস অ্যাঞ্জেলেসে। কিন্তু সঠিক দিক নির্দেশনা ও ক্যারিয়ার গাইডলাইনের অভাবে অনেক শিক্ষার্থী তাদের মেধা থাকা স্বত্বেও সফল ক্যারিয়ারের দেখা পায়না।তাছাড়া অনেকেরই স্বপ্ন টেকনোলোজি ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যারিয়ার গড়ার, কিন্তু কম্পিউটার সাইন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, কোডিং জ্ঞানের অভাবে সেটাও সফল হয়ে ওঠে না। তাদের জন্যই মূলত ট্রান্সফোটেক অ্যাকাডেমির নতুন ব্রাঞ্চ লস অ্যাঞ্জেলেসে চালু করা হয়েছে।ট্রান্সফোটেক অ্যাকাডেমি দিচ্ছে মাত্র ৬ মাসের প্রশিক্ষন নিয়েই আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে স্বপ্নের চাকরির নিশ্চয়তা। "আমাদের একদল তরুন ডেডিটেকেড ক্যারিয়ার কাউন্সেলর শিক্ষার্থীদের রেজ্যুমি বিল্ড আপ থেকে শুরু করে, ইন্টারভিউ প্রেপ, এবং চাকরিতে জয়েন করা পর্যন্ত সমস্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে। আমরা চাই, আমাদের শিক্ষার্থীরা দক্ষ হোক, দেশ ও বিদেশের ভালো ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করুক" বলেন শেখ রহমান এবং আরো জানালেন, ট্রান্সফোটেক অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেয়া শিক্ষার্থীরা এখন গুগল, অ্যাক্সেঞ্চার, আইবিএম, চেজ ব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। শেখ গালিব রহমান আরও বলেন, "শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখেই কিন্তু আমি নিউইয়র্কের পরে লস অ্যাঞ্জেলেসে সেরা গোবাল ইমিগ্রেশনের নতুন ব্রাঞ্চ চালু করেছি। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এই ব্রাঞ্চের মাধ্যমে এফ ১ ভিসা প্রসেসিং, স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্টমেন্ট, আইএলটিএস, ক্যারিয়ার গাইডেন্স, ট্রান্সফার ইউনিভার্সিটি, ইমিগ্রেশন কনসালট্যান্সি, এইচ ১-বি ভিসা প্রসেসিং, ইবি-১, ইবি-২, ইবি-৩ ভিসা প্রসেসিং সহ অন্যান্য সেবা প্রদান করবে, ফলে যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্টে এসেছে তাদের শিক্ষাজীবন এবং ক্যারিয়ারের পথ আরও সুগম করবে।"

এছাড়া সেরা ডিজিটাল ৩৬০ একটি কমপিট ডিজিটাল মার্কেটিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে বিজনেস ওনাররা তাদের ব্যবসার কার্যক্রম আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, কাস্টমার বিহেভিওয়ার, ডেমোগ্রাফিক্স, ইন্টেরেস্ট অনুযায়ী টার্গেট অডিয়েন্সের কাছে পৌছাতে পারবে। আর কোম্পানী ব্র্যান্ডিং, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, সেলিব্রিটি এন্ডোর্সমেন্টসহ সকল সুবিধা পাওয়া যাবে এক জায়গাতেই। উল্লেখ্য,ট্রান্সফোটেক অ্যাকাডেমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মেইনস্ট্রিম আইটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, যা গত ১০ বছরের বেশি সময় ধরে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কম্যুনিটিসহ কম্যুনিটির বাইরেও সেবা দিয়ে আসছে। এবার নিউইয়র্কের গন্ডি পেরিয়ে ডানা মেললো লস অ্যাঞ্জেলসেও। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ব্যাপক উপস্থিতি এবং উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্কে চট্রগ্রাম সমিতির ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপিত

নিউ ইয়র্ক: গত ৯ অক্টোবর রোজ রবিবার চট্রগ্রাম সমিতির উদ্দ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে মিলাদমাহফিল ও চট্রগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান অনুস্টিত হয় ব্রুকলীনের পি এস ১৭৯ স্কুলের অডিটোরিয়ামে।

সংগঠনের সভাপতি মনির আহমেদের সভাপতিত্বে এবং আহবায়ক মোঃ আবু তাহের ও সদস্য সচিব মীর কাদেররাসেল এর যৌথ পরিচালনায় অনুস্টিত এই মহতি অনুস্টানের শুরুতে পবিত্র কোরান থেকে তেলোয়াত করেনগোলাম হাফিজ তানিম এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে পবিত্র মিলাদুন্নবী (সঃ) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণআলোচনা করেন নিউকার্ক বেলাল মসজিদের সম্মানিত খতিব, বিশিস্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুফতি সৈয়দআনসারুল করিম আল আজহারী এবং প্রধান বক্তা হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ থেকে আগতশাহজালাল বিজ্ঞান ওপ্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আলহাজ্ব আল্লামামুহাম্মদ এমদাদুল হক।উভয় আলোচক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর জীবনাদর্শ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাকরেন এবং সকলের জীবনে তা অনুসরনের অনুরোধ জানান।

নিউ ইয়র্ক নিউজার্সী, কানেক্টিকাটের চট্রগ্রামবাসী সহ প্রবাসের অন্যান্য এলাকার জন সাধারনের ব্যাপক উপস্থিতিলক্ষ্য করা যায় এ মিলাদ মাহফিলে। অসংখ্য গন্যমান্য প্রবাসী, বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এবং মুলধারার বেশকিছু নেতা এই মাহফিলে উপস্তিত ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, কুইন্স ডেমোক্রেট ডিস্ট্রিক লিডার এডলার্জ বিশিষ্ট আইনজীবি এটর্নী মঈন চৌধুরী, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার, বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক,বীরমুক্তিযোদ্ধাও ব্যবসায়ী আবু জাফর মাহমুদ, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার, মুলধারার রাজনীতিবিদ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, চট্রগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি কাজী আজম, বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত সভাপতি আবদুর রব মিয়া, চট্রগ্রাম সমিতির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার সৈয়দ এম রেজা, কমিউনিটি একটিভিস্ট কাজী নয়ন, চট্রগ্রাম সমিতির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইন্জিঃ শেখ খালেদ, মেয়রএরিক এডামসের দক্ষিন এশিয়া বিষয়ক উপদেস্টা জেবিবিএর সাধারন সম্পাদক ফাহাদ সোলাইমান, মুলধারাররাজনীতিবিদ জয় চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, কমিউনিটি একটিভিস্ট মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন, নোয়াখালী সমিতির সাধারন সম্পাদক জাহিদ মিন্টু, জাতীয় কন্ঠ শিল্পী বেবী নাজনীন, রাজনীতিবিদ জসিম ভুঁইয়া, চট্রগ্রাম সমিতির সাবেক সাধারন সম্পাদক অবচারউদ্দীন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী একেএম ফজলুল হক, চট্রগ্রাম সমিতির সাবেক সহ সভাপতি তারিকুল হায়দার চৌধুরী, বর্তমান কমিটির সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, সাবেক সাধারন সম্পাদক মোর্শেদ রিজভী চৌধুরী, নির্বাচনকমিশনার আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবক লুৎফুর করিম, রাজনীতিবিদসামসুদ্দীন আযাদ, সাবেক নির্বাচন কমিশনার মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, নির্বাচন কমিশনার নাসির মাস্টার, এটিএম নজির হোসেন, বিশিষ্ট কমিউনিটি একটিভিস্ট শাহ জে চৌধুরী,কর্নফুলী ট্রাভেলের সত্বাধিকারী ওজেবিবিএর কোষাধ্যক্ষ মো সেলিম হারুন, রেজাউল করিম সগির, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মহাসচিবমোহম্মদ সেলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মওলানা মোস্তফা কামাল, সিনিয়র সহ সভাপতি মাসুদ সিরাজী, সহসভাপতি ও অনুস্টানের প্রধান সমন্নয়কারী আবুল কাসেম, যুগ্ম আহবায়ক মো আরিফুল ইসলাম, যুগ্ম সদস্য সচিবমো ইকবাল হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক মহিউদ্দীন চৌধুরী খোকন, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আলি আকবর বাপ্পী, নিউজার্সী থেকে আগত বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সৈয়দ কাউসার শাহীন, ফিলাডেলফিয়া থেকে আগত বিশিষ্টকমিউনিটি নেতা মনসুর কাইয়ুম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের, বিশিষ্ট ব্যবসায়ীমো মুজিবুর রহমান, নুরুল আনোয়ার, কামাল হোসেন মিঠু, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ চৌধুরী, অনুস্টানের সমন্বয়কারী আয়ুব আনসারী, দপ্তর সম্পাদক মোঃ শফিকুল আলম, সমাজক্যলাণ সম্পাদক মোহাম্মদহোসেন, সদস্য পরিমল কান্তি নাথ, হারুনুর রশীদ, মিরাশ্বরাই সমিতির সভাপতি মেজবাহ উদ্দীন, উপদেস্টাকাউছার চৌধুরী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাহবুবর রহমান, মোহাম্মদ বখতেয়ার, মোহাম্মদ শওকত হোসেন, চট্রগ্রাম এলমনাই এশোসিয়েশনের সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার, রেহানা হানিফ, সাবিনা সুলতানা মুক্তা, নজরুল ইসলাম, আজিজ হিরু, মোহাম্মদ ইছা, মোহাম্মদ সরোয়ার, সাইফুল হক ও রফিক চৌধুরী প্রমুখ।

অনুস্টানের সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের সাবেক সিঃ সহ সভাপতি ও নির্বাচন কমিশনার মাকসুদুল হকচৌধুরী।

অনুস্টানে নাত পরিবেশন করেন এটর্নী মঈন চৌধুরী, মো ইমরান ও ইশরাত হোসেন

সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, পরিচয় সম্পাদক নাজমুলআহসান, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক মিক্তচিন্তার সম্পাদক ফরিদ আলম, প্রথমআলোর মন্জুরুল ইসলাম, কনক সরোয়ার, সাপ্তাহিক নবযুগের সম্পাদক সাহাবউদ্দীন সাগর প্রমুখ।

মিলাদ মাহফিলের পাশাপাশি বাদ মাগরিব থেকে শুরু হয় ঐতিহ্যবাহী মেজবানের খাবার। প্রায় দু হাজার লোকেরসরব উপস্থিতিতে রাত ১১ টা পর্যন্ত খাবার পরিবেশন করা হয়।

মিলাদ এবং দোয়া পরিচালনার পর সংগঠনের সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম ও সভাপতি মনির আহম্মদ এইঅনুস্টানকে সফল করার পিছনে যারা অনুদান এবং সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ওকৃতজ্ঞতা জানান।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আটলান্টিক সিটিতে ‘গ্রাম বাংলা ফুড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট’ অনুষ্ঠিত

আটলান্টিক সিটি : ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আটলান্টিক সিটিতে সমাপ্ত হলো ‘গ্রাম বাংলা ফুড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট’। আটলান্টিক সিটির এনাপলিস এভিনিউতে অবস্হিত এন্ড্রু ফ্ল্যাগ ফিলপ রিক্রিয়েশনাল সেন্টার এ অনুষ্ঠিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিউজার্সির রাজ্যের ছয়টি ক্রিকেট দল অংশগ্রহন করে। ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহনকারী দলগুলো হলো আইকনিক ডেসারস, সিলেট সিক্সারস, পিকেকেআই হকস,দ্য কিংস,বেংগলি বয়েজ, গ্যালাওয়ে ক্রিকেট ক্লাব ।

গত দশ অক্টোবর, সোমবার সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল ফিতা কেটে ‘গ্রাম বাংলা ফুড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট’ এর শুভ উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গ্রাম বাংলা ফুড এর স্বত্ত্বাধিকারী তোলন হকের সঞ্চালনায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, আটলান্টিক সিটির পঞ্চম ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর আনজুম জিয়া, চতুর্থ ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান মোঃ হোসাইন মোর্শেদ, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্র্যাটিক কমিটির চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান, আটলান্টিক কাউন্টির কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী হাবিব রেহমান শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

গ্রামবাংলা ফুড ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত খেলায় পিকেকেআই হকস দলকে পরাজিত করে গ্যালাওয়ে ক্রিকেট ক্লাব শিরোপা লাভ করে।

ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বিজয়ী দলের অধিনায়ক এর হাতে নগদ পুরস্কার ও ট্রফি তুলে দেন আটলান্টিক সিটির পঞ্চম ওয়ার্ড এর কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া।

‘গ্রাম বাংলা ফুড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট’ এর সফল আয়োজক ছিল আইকনিক ডেসারস।

ক্রিকেট টুর্নামেন্টটি স্পন্সর করেন গ্রাম বাংলা ফুড এর স্বত্ত্বাধিকারী তোলন হক, সহযোগী স্পন্সর ছিল বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জারসি , আটলান্টিক সিটির পঞ্চম ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর আনজুম জিয়া ও আটলান্টিক কাউন্টির কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী হাবিব রেহমান । বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক ক্রিকেটমোদী ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলা উপভোগ করেন।- সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

DIOS
TIENE
UN PLAN
QUE
LLEVA
TU
NOMBRE
JESÚS
EN L
CALL

আটলান্টিক সিটিতে কমিউনিটি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত

আটলান্টিক সিটি: আটলান্টিক সিটিতে “ন্যাশনাল ফেইথ ও ল এনফোর্সমেন্ট ডে” পালন উপলক্ষে “কমিউনিটি পদযাত্রা” অনুষ্ঠিত হয়েছে। আটলান্টিক সিটি পুলিশ বিভাগ এর উদ্যোগে এই “কমিউনিটি পদযাত্রা”র আয়োজন করা হয়। গত দশ অক্টোবর, সোমবার দুপুরে বোর্ডওয়াক এর কেনেডি প্লাজার সামনে থেকে “কমিউনিটি পদযাত্রা” শুরু হয়। কমিউনিটি পদযাত্রায় আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল, আটলান্টিক কাউন্টির প্রসিকিউটর উইলিয়াম রেনল্ডস, আটলান্টিক সিটির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ প্রধান জেমস সারকোস, কাউন্সিলম্যান কলিম শাহবাজ, কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া,আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, কমিশনার পদে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী হাবিব রেহমান, আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্র্যাটিক কমিটির চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান, পশ্চিম ভার্জিনিয়াস্থ নতুন বৃন্দাবনের ব্রম্মচারি শুভানন্দ দাস, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক সহ বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কমিউনিটি পদযাত্রা চলাকালে বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের লোকজন তাদের নিজ নিজ ধর্মের মন্ত্র উচ্চারণ সহ ধর্মীয় সংগীত পরিবেশন করেন।

আটলান্টিক সিটি পুলিশ সদর দপ্তরের সামনে এসে কমিউনিটি পদযাত্রার সমাপ্তি ঘটে ।সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে কমিউনিটি পদযাত্রায় অংশগ্রহনকারী কয়েকজন নেতৃস্হানীয় ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বিশ্ব জুড়ে ধর্মীয় সমপ্রীতি বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সমাবেশ চলাকালে সমাবেশে অংশগ্রহনকারীরা ঢোল, করতাল সহ বিভিন্ন বাজনা বাজিয়ে, শিঙা ফুঁকিয়ে সমাবেশস্থল মুখরিত করে রাখে।- সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা
Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার
$22.50
/Per Hour
(646) 744-5934
(716) 772-9243
*আমরা ৭ দিনই খোলা।
আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন
Aasha Social Adult Day Care
● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ
Eshaa Rahman
Vice President
অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ
০১ সরকারী হাউজ রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্ট্যান্স
০৫ সোশাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।
আমাদের শাখাঃ
Jackson Heights Office:
37-47, 73rd Street 206
Jackson Heights, NY 11432
Jamaica Office:
89-14 168th Street
Jamaica, NY 11432
Bronx Office:
3150 Rochambeau Ave, Bronx,
NY 10467 Cell: (607) 796-6231,
(347) 784-2849
Buffalo Office:
149 Milburn Street,
Buffalo NY 14212,
Phone: (716) 507-9890
Buffalo Office:
2115 Starling Ave,
2Fl, Bronx, NY 10462
Jamaica Office:
167-30, Hillside Ave, 2nd
Floor, Jamaica, NY 11432
আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে গিয়াস আহমেদের আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : গত রোববার (৯ই অক্টোবর) জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসাসিয়েশান (জেবিবিএ) সভাপতি এবং মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদের লং আইল্যান্ডের বাসভবনে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, কমিউনিটির বিশিষ্টজনসহ বিপুল সংখ্যক মুসল্লি এ অনুষ্ঠানেউপস্থিত ছিলেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে খতিব ও পেশ ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগে এর সভাপতিত্বে এবং গিয়াস আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বেলাল মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি আব্দুল মালেক, পাকচেস্টার জামেমসজিদের ইমাম মাওলানা জুবায়ের রশিদ, আহলে বায়ত জামে মসজিদের ইমাম মাওলানাসাঈদ মুতায়াক্কিল রাব্বানী, হাজী ক্যাম্প মসজিদের ইমাম হাফেজ রফিকুল ইসলাম, আইটিভির পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বিএনপি নেতা আব্দুল লতিফ সম্রাট, আহলে বায়ত মসজিদের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ ওয়ায়ের হাসান প্রমূখ।

বক্তাগণ বলেন, নবী (সা.) আগমনের জন্য খুশি উদযাপন করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানিদায়িত্ব। আল্লাহতালা আল-কোরআনে বলেন, হে রসূল আপনি বলুন: আল্লাহর ‘অনুগ্রহ ওরহমত’ প্রাপ্তিতে মোমিনদের খুশি উদযাপন করা উচিত এবং এটা হবে তাদের অর্জিত সকলকর্মফলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ (সূরা ইউনুস)। বক্তারা আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য নবী রাসূলদের জন্মএবং মৃত্যু দিবসে ‘রহমত’ বর্ষণ করেছেন বলে সূরা মরিয়মে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহর প্রিয় বান্দা জন্মগ্রহণ আমাদের জন্য রহমত। বক্তাগণ আরো বলেন, হযরতমুহাম্মদ (সা.) এর জন্মগ্রহণ শুধু আমাদের জন্যই নয় বরং বিশ্ব জগতসমূহের জন্য রহমত।সেই রহমতের জন্য আমাদের আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং আনন্দ প্রকাশ করাঈমানি দায়িত্ব। সেই কারণেই মুমিন-মুসলমানরাই শুধু নবীর জন্মদিনে আনন্দ প্রকাশ এবংঈদে মিলাদুন্নবী পালন করবে। কারণ শয়তান সেদিন কেঁদেছিল। এখনো মুসলমান নামধারীকিছু মানুষ শয়তানের সুরে সুরে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালন না করে মন খারাপ করেবিরুদ্ধাচরণ করে থাকে।বক্তারা আরো বলেন, সারা বিশ্বে বিভিন্ন প্রান্তে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত হয়ে থাকে। শুধু পথভ্রষ্ট ওহাবি সালাফি মতবাদের কিছু আলেম-ওলামা বিভিন্নইবাদতের মধ্যে ফেতনা ফ্যাসাদ ঢুকিয়ে মুসলিম সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলছে।অন্যদিকে ইসলামের শত্রুরা আরব বিশ্বসহ মুসলিম ভূমি দখল ও হত্যাযজ্ঞ করে চলেছে।সেই দিকে তাদের কোন খবর নেই। মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ বলেন, প্রতিবছরআমরা ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), আশুরা, লাইলাতুল বরাত, আলাতুল কদরসহ অন্যান্যইসলামী বরকতময় দিন/রাত আমরা পালন করে যাব ইনশাল্লাহ। তিনি এই অনুষ্ঠানেঅংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান। হামদ-নাত এবং মিলাদের মাধ্যমে ঈদেমিলাদুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নারায়ে তাকবির
নারায়ে রিসালাত
নারায়ে হায়দারী
পবিত্র ঈদে
মিলাদুন্নবী
আয়োজনেঃ গিয়াস আহমেদ

পবিত্র ঈদে
মিলাদুন্নবী
আয়োজনেঃ গি আহমেদ পরিবার

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115

Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115

Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী গণহত্যাকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রস্তাব কংগ্রেসে উত্থাপন

ওয়াশিংটন ডিসি: ডেমক্রেট দলীয় কংগ্রেসম্যান রো খান্না এবং রিপাবলিকান দলীয় কংগ্রেসম্যান স্টিভ চ্যাবট গত ১৪ অক্টোবর শুক্রবার কংগ্রেসে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে গণহত্যার জন্য পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশের জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে।

কংগ্রেসম্যান স্টিভ চ্যাবট টুইটে লেখেন, ‘১৯৭১ সালের বাংলাদেশে চালানো গণহত্যার ঘটনা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না। আমার ওহিও অঙ্গরাজ্যের সহকর্মীর সহযোগিতায় বাঙালি ও হিন্দুদের ওপর চালানো নৃশংসতা বিশেষ করে যার কিছু কিছু ক্ষেত্রে গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে, তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছি।’

কংগ্রেসম্যান স্টিভ চ্যাবট

কংগ্রেসম্যান রো খান্না

এরপরের টুইটে স্টিভ চ্যাবট লিখেন, ‘গণহত্যার শিকার লাখো মানুষের স্মৃতিকে আমাদের বছরের পর বছর ধরে মুছে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

এ গণহত্যার স্বীকৃতি ঐতিহাসিক রেকর্ডকে সমৃদ্ধি করবে। এটা হলে দেশবাসীকে শিক্ষিত করবে। সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের এই বার্তা দেবে যে এ ধরনের অপরাধ সহ্য করা হবে না কিংবা কেউ ভুলে যাবে না।’

ডেমোক্র্যাট নেতা রো খান্না টুইটে লেখেন, ১৯৭১ সালে বাঙালি গণহত্যার স্মরণে প্রথম প্রস্তাব তোলেন স্টিভ চ্যাবট। এ প্রস্তাবে আমাদের সময়ের সবচেয়ে বিস্মৃত গণহত্যার শিকার লাখো জাতিগত বাঙালি এবং হিন্দু নিহত হয়েছেন কিংবা বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন।

বর্তমান তারুণ্য বিদ্রোহী নয় কেন?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমাদের তরুণরা অতীতে বিদ্রোহ করেছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও ‘৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মতো বড় বড় ঘটনা তাদের কারণেই সম্ভব হয়েছে। একাত্তরে তারা যুদ্ধ করেছে। এরশাদের পতনের পেছনেও তাদের ছিল সবচেয়ে বড় ভূমিকা। কিন্তু তাদের পক্ষে নিজেদের সেই ভূমিকা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। প্রধান কারণ- রাষ্ট্র সেটা চায়নি এবং রাষ্ট্র পুঁজিবাদবিরোধী না হয়ে পুঁজিবাদের অনুসারী ও সেবকে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের সময় এবং পাকিস্তান আমলে তো অবশ্যই তরুণের বিদ্রোহ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

দিনে কয়টা ডিম খাওয়া স্বাস্থ্যকর?

ছোট বড় সবারই পছন্দের খাবার ডিম। শুধু স্বাদ ডিম পুষ্টিগুণে ভরপুর একটি খাবার। পুষ্টিবিদদের মতে, ওজন নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে শরীরে দরকারি প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে ডিম। প্রোটিন ছাড়াও ডিমে রয়েছে ভিটামিন ৬, ভিটামিন ১২, ফলিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, থিয়ামিন, আয়রন, জিঙ্ক, ভিটামিন ডি-সহ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত বাংলাদেশ

নিউ ইয়র্ক:বাংলাদেশ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৬০ (একশত ষাট) ভোট পেয়ে গত ১১ অক্টোবর জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি সাবা কোরেসি (Csaba Kőrösi.)। এ নির্বাচনে ভোট প্রদানের সময় সাধারণ পরিষদ হলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম। নির্বাচনে জয়লাভের পর এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, “২০০৯ সাল থেকে ৪৭ সদস্যের এই কাউন্সিলে বাংলাদেশ ৫ম বারের মতো নির্বাচিত হলো। এটি জাতিসংঘের মানবাধিকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবদানের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গভীর আস্থা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কাউন্সিলের দায়িত্ব পালনে আমাদের দক্ষতারই একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ”। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক এর পরিচিত মুখ সঙ্গীত শিল্পী সাকিনা ডেনী আর নেই

নিউইয়র্ক: বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সাকিনা ডেনী আর নেই। তিনি বাংলাদেশ সময় শুক্রবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানী ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। মরহুমা সাকিনা ডেনী দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর নিউইয়র্কে বসবাস করার পর ২০১৬ সালে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে স্বামী কবি ও সঙ্গীত শিল্পী সহীদুল সরকারের সাথে রংপুর জেলার নীলফামারীর ডোমারে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। সকিনা ডেনী কিডনী জটিলতায় ভুগছিলেন। তার মৃত্যুতে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

কাউন্টারে বিল পরিশোধ করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ছবি: এএফপি

খাবার কিনে চার গুণ বেশি বিল দিলেন বাইডেন

লস এঞ্জেলেস: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দোকান থেকে খাবার কেনার পর বিলের প্রায় চার গুণ বেশি অর্থ পরিশোধ করেছেন।

গত বৃহস্পতিবার (১৩ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস সফরকালে একটি খাবারের দোকানে ঢুঁ মারেন ৭৯ বছর বয়সী বাইডেন। দোকানটিতে তিনি খাবার ফরমাশ দেন। খাবারের দামে বড় ধরনের ছাড় দেয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বাইডেন ছাড় না নিয়ে উল্টো বিলের প্রায় চার গুণ বেশি অর্থ দেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার আইনপ্রণেতা কারেন বাস ও লস অ্যাঞ্জেলেসের কাউন্টি সুপারভাইজার হিলডা সোলিসকে সঙ্গে নিয়ে ‘টাকোস ১৯৮৬’ নামের দোকানটিতে গিয়েছিলেন বাইডেন। বাইডেন দুটি কোয়েসাদিল্লা ও ছয়টি টাকো অর্ডার করেন। খাবার বিতরণকারী ব্যক্তি বাইডেনকে জানান, তিনি মোট বিলের ওপর ৫০ শতাংশ ‘পাবলিক সার্ভিস’ ছাড় পেয়েছেন। মূল্য ছাড়ের পর বিল আসে ১৬ দশমিক ৪৫ ডলার। বাইডেন কাউন্টারের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে ৬০ ডলার দেন। তাঁকে বাইডেন বলেন, পরবর্তী সময় যে গ্রাহক আসবেন, এই অতিরিক্ত অর্থ যেন তাঁর জন্য ব্যয় করা হয়। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় টাকোর দোকানগুলো বেশ জনপ্রিয়।

পরিসংখ্যান বলছে, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে আমেরিকানরা বিপাকে রয়েছে। দেশটিতে গত মাসে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ। আর দেশটিতে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ২ শতাংশ। খবর এএফপির।

যুক্তরাষ্ট্র বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাধারণ সভায় ডা. এনামুল হক সভাপতি ও মোহাম্মদ সিদ্দিক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

পরিচয় রিপোর্ট: গত রবিবার ৯ অক্টোবর ব্রুকলীনের একটি মিলনায়তনে যুক্তরাষ্ট্র বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়া। সংগঠনের সভাপতি ডা: এনামুল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সরকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সংগঠনের বিগত বছরের কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

লং আইল্যান্ডে উদ্বোধন হয়েছে বাংলাদেশী-আমেরিকান মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ সুপার মার্কেট আইল্যান্ড ফ্রেশ

পরিচয় রিপোর্ট: গত শুক্রবার ১৪ অক্টোবর অপরাহ্নে লং আইল্যান্ডের এলমন্টে উদ্বোধন হয়েছে বাংলাদেশী-আমেরিকান মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ সুপার মার্কেট আইল্য ান্ড ফ্রেশ সুপার মার্কেট। জ্য ামাইকা মুসলিমসেন্টারের ইমাম মীর্জা আবু জাফরবেগ এর পরিচালনায় দোয়া ও মুনাজাতের মাধ্য মে ২৪১-১১ লিন্ডেন বুলোভার্ড, এলমন্ট ঠিকানায় অবস্থিত আইল্য ান্ড ফ্রেশ সুপার মার্কেট এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। পরবর্তীতে আইল্য ান্ড ফ্রেশ সুপার মার্কেট এর অন্য তম সত্তাধিকারী, জ্য াকসন হাইটস ও জামাইকার খামারবাড়ীর কামরুজ্জামান কামরুল, আইল্য ান্ড ফ্রেশ সুপার মার্কেট এর অন্য তম সত্তাধিকারী, জ্যাকসন হাইটসের হাটবাজার এর কেশব সরকার বিদ্যুৎ ও মনসুর এ চৌধুরী এবং অতিথি রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর নুরুল আজিম ফিতা কেটেও উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ফার্ষ্ট এইড হোমকেয়ারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

নিউ ইয়র্ক: গত শুক্রবার ১৪ অক্টোবর জ্য াকসন হাইটসে ফার্ষ্ট এইড হোমকেয়ারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে দোয়া মাহফিলের পর স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ছবিতে বামথেকে ফাহাদসোলায়মান, বাবু খান, হেলাল খান,, শাহ জে চৌধুরী ও রিজুমোহাম্ম। জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকায় উপস্থিত থাকতে পারেননি ফার্ষ্ট এইড হোমকেয়ারের সাথে সংশ্লিষ্ট অপর দুইজন গিয়াস আহমেদ ও রুকন হাকিম।

EXIT
EXIT REALTY PRIME
বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা নিন
Cell : 917-741-5308
Email : ashif.choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave. Suite E
Hollis, NY 11423
www. EXITPrimeNY.com
Fax : 718-262-0254
Office : 718-262-0254
ASHIF CHOUDHURY
Licensed Realtor
Buy Rent Sell
Each office is independently owned and operated

Wasi Choudhury & Associates LLC
INCOME TAX • ACCOUNTING • TAX AUDIT • BUSINESS SET UP
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
Member: naea NYSSEA e-file
Cell: 718-440-6712
Tel: 718-205-3460, Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st Street, 1st FL, Woodside, NY 11377

বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক
পরিচয় এর
বিজ্ঞাপনদাতাদের
পৃষ্ঠপোষকতা
করুন

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯